পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 230 Monday, 21 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩০ সংখ্যা ❋ ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ সোমবার, ২১ জুলাই, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বৈদ্যুতিক গোলযোগে আহমেদাবাদে দুর্ঘটনা?

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ পাইলটের ভুল না বিমানের জ্বালানি সুইচ বন্ধ হয়ে যাওয়া! এই শংসয়ের মধ্যেই এবার আতশকাচের নিচে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের লেজ। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনা নিয়ে প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওড়ার ২৬ সেকেন্ডের মধ্যে বিমান বিপর্যয়ের কারণ জ্বালানি সুইচ বন্ধ হয়ে যাওয়া। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে বন্ধ হল ওই সুইচ? পাইলটের ভুলচুক যদি না হয়, তবে কি বিমানের লেজে বৈদ্যুতিক গোলযোগের জেরে কোনও ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ সুইচ? উত্তর পেতে নতুন করে অভিশপ্ত বিমানের লেজের যন্ত্রাংশগুলিকে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারীরা। ১২ জুন দুর্ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়া ১৭১ বিমানের অগ্রভাগ যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, লেজে তত ক্ষতি হয়নি। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সূত্রে জানা গিয়েছে, লেজের সব যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়েছে। এখন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এএআইবি-র এক আধিকারিক সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ওড়ার সময় কোনও গোলযোগের কারণে বিমানে বিদ্যুসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কি না, তা যাচাই করতে লেজে থাকা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বিমানের দু'টি ব্ল্যাকবক্সের মধ্যে দ্বিতীয়টি থাকে লেজের দিকে। যা উদ্ধার হলেও সেটি পুড়ে যাওয়ায় তথ্য উদ্ধার সম্ভব হয়নি। এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিমানের 'এপিইউ বা অগজিলিয়ারি পাওয়ার ইউনিটটিকে। এই এপিইউ ইঞ্জিন থেকে বিমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যুৎ সরবরাহ গোলমাল হলে বিদ্যুতের যোগান দেয় এপিইউ' এছাড়াও 'ট্রান্সডিউসার্স (এক ধরনের সেন্সর) এবং 'রাডার্স' নামের আরও একটি যন্ত্রকে পরীক্ষা করে দেখছেন তদন্তকারীরা। শর্ট সার্কিট হয়ে লেজে আগুন লেগেছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১২ জুন আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই মেঘানিনগরে লোকালয়ে ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানটি। ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল ২৬০ জনের। তাঁদের মধ্যে ২৪১ জন সওয়ার ছিলেন বিমানে।

৪২ দেশ ঘুরে মণিপুর নিয়ে কেন নিশ্চুপ?' মোদিকে তোপ খাড়গের

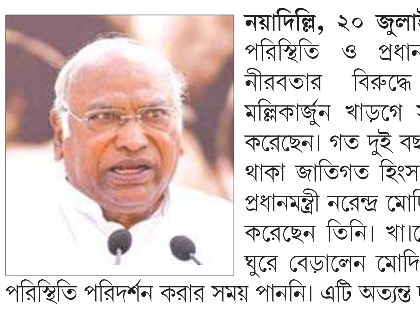

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সম্প্রতি কঠোর মন্তব্য করেছেন। গত দুই বছর ধরে মণিপুরে চলতে থাকা জাতিগত হিংসা ও সহিংসতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একসাথে আক্রমণ করেছেন তিনি। খা।গে বলেন, ৪২টি দেশ ঘুরে বেড়ালেন মোদি, অথচ মণিপুরে গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করার সময় পাননি। এটি অত্যন্ত দু ঃখজনক এবং দেশের জনগণের জন্য অবমাননাকর। খাড়গে আরও বলেন, গত দুই বছর ধরে মণিপুরের পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে চলে গেছে। মণিপুরের মানুষরা জাতিগত হিংসা, সহিংসতা ও মৃত্যুতে ভুগছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার যেই পদক্ষেপ নিচ্ছে, তার বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস, কারণ তা পরিস্থিতির সমাধান নয়, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে।মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন ৪২টি দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন মণিপুরের মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। মণিপুরে যাওয়ার সময় পেলেন না, অথচ আন্তর্জাতিক সফরের জন্য সময় ছিল। এটা কেবল সরকারের এক ধরনের অবহেলা নয়, দেশের নাগরিকদের প্রতি অবমাননাও। খাড়গে দাবি করেন যে, প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের সমস্যার বিষয়ে গম্ভীরভাবে বিবেচনা না করে, বিদেশে ঘুরতে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ সংকটকে এড়িয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, যখন দেশের একাংশ দুর্দশায়, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যাওয়ার পরিবর্তে বিদেশ সফরে ব্যস্ত ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে শুধু মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়েই নয়, ভারতীয় সংবিধান নিয়েও মোদির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিজেপি এবং আরএসএস সংবিধান সংশোধন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। খাড়গে বলেন, বিজেপি ও আরএসএস দেশের সংবিধান পরিবর্তন এবং সেটি নতুন করে লেখার দাবি তুলেছে। তবে, আপনাদের যতই চেষ্টা করুন, এই দেশের মানুষ আপনাদের সংবিধান বদল করতে দেবে না।

রাহুলের মন্তব্যে অস্বস্তি ইন্ডিয়া জোটে, সরব বামেরা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ সংসদের অধিবেশনে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে সরকারকে কোণঠাসা করার ছক কষছে ইন্ডিয়া জোট। অথচ খোদ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আক্রমণ করছেন ইন্ডিয়া জোটেরই সঙ্গীদের। তাও আবার সিপিএমকে। যারা কিনা আদর্শগতভাবে পুরোপুরি বিজেপি বিরোধী। রাহুল বলছেন, সিপিএম এবং সংঘের মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই। মানুষের প্রতি এঁদের কারও সহানুভূতি নেই।শনিবার বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের ভার্চুয়াল বৈঠকের আগেই কংগ্রেস ও সিপিএম সংঘাত প্রকাশ্যে চলে আসে রাহুল গান্ধীর ওই মন্তব্যকে ঘিরে। কেরলের কোট্টায়ামে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল বলেন, আমি আরএসএস ও সিপিএম-এর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ল।াই ল।ছি। আমি ধারণার ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করি। আমার সব চেয়ে ব। অভিযোগ, ওদের মধ্যে মানুষের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। আপনি যতই ভাষণ দিন না কেন, যদি মানুষের প্রতি সহানুভূতি না থাকে, যদি আপনি মানুষকে আলিঙ্গন করার মতো হৃদয় না রাখেন, তাহলে আপনি প্রকৃত নেতা হতে পারেন না। রাহুলের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সিপিএম। এক বিবৃতিতে দলের তরফে জানানো হয়েছে, ' ও সিপিআইএমের মধ্যে তুলনা টেনে রাহুল গান্ধী এক হাস্যকর ও নিন্দনীয় মন্তব্য করেছেন। তিনি ভুলে যাচ্ছেন, কেরলে আরএসএসের বিরুদ্ধে প্রকৃত ল।াইটা কে করছে। সিপিআইএম গেরুয়া সন্ত্রাস রুখতে গিয়ে বহু কর্মী হারিয়েছে। অথচ কেরলে কংগ্রেস ও আরএসএস প্রায়শই একই ভাষায় কথা বলে, কমিউনিস্ট বিরোধিতায় এক সুরে গলা মেলায়।

দুর্গার নাম নিয়ে সুযোগ চেয়েছেন মোদী! একুশেই কাউন্টার মমতার?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ একুশে জুলাই। একুশের মঞ্চ থেকেই যে তৃণমূল সুপ্রিমো ছাব্বিশের রণনীতি ঘোষণা করবেন তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই বিজেপি শাসিত রাজ্যেগুলিতে বাঙালি হেনস্থা ইস্যুতে সরব হয়েছে তৃণমূল। এবার একেবারে চেনা ছক ভেঙে একুশের আগেই পথে নেমেছিল মমতা-অভিষেক। দিনটা ছিল ১৬ জুলাই। বাঙালি অস্মিতায় শান দিয়ে তোপের পর তোপ দেগেছেন গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মত, একুশের মঞ্চেও তারও সেই প্রতিচ্ছবি দেখা যেতে পারে। তৃণমূলের কাছে এই মঞ্চ বরাবরই রাজনৈতিক শপথ গ্রহণের মঞ্চ বলে সকলেই প্রায় জানেন। এই মঞ্চই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে একসময় পরিবর্তনের আন্দোলনের অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ২০০৮ সালে এই মঞ্চেই নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণে ঝড় উঠেছিল সভাজুড়ে। এরপর ২০১১ সালে পালা বদলের পর এই মঞ্চই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিজয় উৎসবের মঞ্চ। এই মঞ্চ থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের নতুন গণসংগঠন তৃণমূল যুবর সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা হয়েছিল তাঁর।

২০১৪ সালে এই মঞ্চ থেকেই দিল্লি চলোর ডাক দিয়েছিলেন মমতা। দিলিতে অবিজেপি কংগ্রেসী সরকার গড়ার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। ঝড় উঠেছিল একুসের বিধানসভাতেও। ওই বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই একুশে জুলাই মঞ্চ থেকেই বিজেপিকে বহিরাগত আখ্যা দিয়েছিল তৃণমূল। তারপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার বঞ্চনার ইস্যুতে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তারপর থেকে কখনও একশোদিন কখনও আবাস ইস্যুতে দিল্লিতেও ঝড় তুলেছেন অভিষেকরা। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ স্বাক্ষী ছিল সেই রাজনৈতিক অভিমুখ নির্ধারণের। এরপর চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আবার দিল্লিতে অবিজেপি সরকার গঠনের ডাক দিয়েছিলেন মমতা। এই সময়েই যে রাজ্যে যে অবিজেপি দল শক্তিশালী সেই দলকে মুখ করে বিজেপির বিরুদ্ধে ওয়ান ইস্টু ওয়ান জোট গড়ার প্রস্তাবও দেন মমতা। তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট। এবার সামনে নতুন লড়াই। ইতিমধ্যেই ১৬ জুলাই পথে নেমে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবারের লড়াইয়ে বিজেপিকে রুখতে তৃণমূলের বড় হাতিয়ার বাঙালি অস্মিতা। পাশাপাশি পহেলগাঁও ইস্যুতে কেন্দ্রের ব্যর্থতা নিয়েও ইতিমধ্যে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক। সব মিলিয়ে বাঙালির উপর নির্যাতন, বাংলাকে বঞ্চনা, প্রাপ্য না মেটানো এবং বাংলা ভাষাকে অমর্যাদা করার মতো ইস্যুগুলোই এবারের একুশে জুলাই মঞ্চে প্রতিধ্বনিত হতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। তবে ইতিমধ্যেই আবার বাংলা থেকে ঘুরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাফ বলেছেন বাঙালি আবেগ বিজেপির কাছেই সুরক্ষিত। দুর্গাপুরের মঞ্চে শুরুতেই তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল কালী, দুর্গার নাম। কথা বলেছিলেন বাংলাতেও। বাংলার শিল্প সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে একবার সুযোগ চেয়ে নিয়েছিলেন বাংলার মানুষের কাছে। উল্টে আরজি কর থেকে, কসবা কাণ্ড নিয়ে গর্জে উঠেছিলেন। এবার তার পাল্টা মমতা কিছু বলেন কিনা তা দেখার। তবে এবারে মূল বিষয় বস্তু বিশেষত উত্তম কুমার।

কোচবিহারের উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে এনআরসি নোটিস পাঠানোর পরেই উত্তাল হয়েছিল বাংলার রাজনৈতিক মহল। উত্তমকুমার ব্রজবাসী কোচবিহারের প্রায় ৫০ বছরের বাসিন্দা। তাকে অসম থেকে এই নোটিস পাঠানোয় সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের নবীন থেকে প্রবীণ সমস্ত নেত্রীবৃন্দ। দলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ বলেছিলেন বাংলা বিরোধী বিজেপি পিছনের দরজা দিয়ে চোরের মত বাংলায় ঢুকতে চাইছে। বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষের প্রতিবাদে গত ১৬ তারিখ মমতা অভিষেকের নেতৃত্বে মিছিলে অংশ নিয়েছিল তৃণমূলের তাবড় নেতারা। এদিন শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো হাজির হলেন ধর্মতলায়। কথা বললেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মার সঙ্গে। এদিকে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছেন তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তম কুমার ব্রজবাসী, কোচবিহারের দিনহাটার সদিয়ালের কুঠি গ্রামের একজন ৫০ বছর বয়সী রাজবংশী সম্প্রদায়ের সদস্য, যিনি জন্ম থেকেই বাংলায় বসবাস করে আসছেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করছেন। তবুও, অসমের কামরূপ জেলার বিদেশী নাগরিক নির্ধারণ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে এনআরসি নোটিস পাঠিয়ে 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে এবার ব্রিটেনে মোদি, যাবেন মালদ্বীপেও

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ আগামী ২৩ থেকে ২৬ জুলাই ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই দ্বিদেশীয় সফরকে কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সফরের মূল লক্ষ্য দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার করা, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি ও রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হবে। সফরের প্রথম পর্বে ২৩ ও ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মোদি যাবেন ব্রিটেনে। সেখানে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরিত হবে। এই চুক্তির ফলে ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের উপর থেকে শুল্ক হ্রাস পাবে, একই সঙ্গে ব্রিটেন থেকে হুইস্কি ও গাড়ির মতো পণ্যের আমদানি সহজতর হবে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলা কঠিন আলোচনার ফলাফল এই চুক্তি। যার মাধ্যমে উভয় দেশের বাজারে প্রবেশাধিকারের পথ সুগম হবে এবং একটি উন্নততর বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে দাবি কেন্দ্রের। ভারত-ব্রিটেন এই চুক্তি কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়, নিরাপত্তা সহযোগিতাকেও আরও গভীর করবে বলে মনে করা হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় .দেশ আরও বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের পথে এগোবে। এরপর সফরের দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদি ২৫ ও ২৬ জুলাই মালদ্বীপে থাকবেন। সেখানে তিনি দেশটির ৬০তম জাতীয় দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর শাসনকালে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম মালদ্বীপ সফর এবং ২০১৯ সালের জুনের পর তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফরও বটে। সম্প্রতি ' আউট' আন্দোলন ও মালদ্বীপ সরকারের চিনপন্থী অবস্থানের কারণে ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক কিছুটা চাপের মধ্যে ছিল। সেই প্রেক্ষিতে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই সফরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি মালদ্বীপের সঙ্গে আস্থা পুনর্গঠন, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের ' প্রথম' নীতিকে পুনরায় জোরদার করার চেষ্টা করবেন। প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু ২০২৪ সালের অক্টোবরে নির্বাচনের পর ভারত সফর করে সম্পর্ক মেরামতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই পদক্ষেপেরই প্রতিফলন এবং সম্প্রসারণ ঘটবে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরের মাধ্যমে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ভারতের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার দিকেও গুরুত্ব দেবে এই সফর।

ট্রাম্পের দাবি,অপারেশন সিঁদুর আলোচনায় আপত্তি নেইঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ পহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডা ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি। সবকিছু নিয়েই সংসদে আলোচনায় রাজি মোদি সরকার। সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, সংসদ সঠিকভাবে চালানোর জন্য বিরোধীদেরও আরও দায়িত্বিবান হতে হবে। ২১ জুলাই সোমবার বাদল অধিবেশন শুরু হবে। চলবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। তবে এর মাঝে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য ১৫ আগস্ট অধিবেশন বন্ধ থাকবে। তাছা।া স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতির জন্য ১৩ ও ১৪ তারিখ অধিবেশন বসবে না। সব মিলিয়ে মোট ২১টি অধিবেশন হবে সংসদের দুই কক্ষে। সেই অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেটা নিশ্চিত করতে রবিবার প্রথামাফিক সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের সমর্থন প্রার্থনা করে সরকার। সেখানেই বিরোধীরা একাধিক বিতর্কিত ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে সরব হয়। বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, সংসদে অপারেশন সিঁদুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী আমরা। সরকার সবরকম প্রশ্নেরই জবাব দিতে প্রস্তুত। সংসদ যাতে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়, সেটার জন্য কেন্দ্র-বিরোধী সমন্বয় থাকা জরুরি। রিজিজুর বক্তব্য, অপারেশন সিঁদুর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি যা নিয়েই বিরোধীরা প্রশ্ন করুক, সরকার জবাব দিতে প্রস্তুত। তবে সব আলোচনা গঠনমুলক হওয়া উচিত। অপারেশন সিঁদুর বা পহেলগাঁও হামলা নিয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশন চেয়েছিল বিরোধীরা। সেই দাবি কেন্দ্র মানেনি। বস্তুত অপারেশন সিঁদুর এবং ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সংসদে আলোচনা এড়িয়েই যেতে চেয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু সেটা যে সম্ভব না তাও বুঝতে পারছে বিজেপি। তাছা।া আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পরও এটাই প্রথম সংসদ অধিবেশন। আবার বিহারের ভোটার তালিকার নিবি। সংশোধন নিয়েও বিস্তর হট্টগোল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্যুগুলি সংসদে উঠতে চলেছে। তাতে সরকার যে পিছিয়ে যাবে না, সেটাই বুঝিয়ে দিল মোদি সরকার।

৩ আগস্ট বনধের ঘোষণা মাওবাদী সংগঠনের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৫টি রাজ্যে বনধ ঘোষণা করলো মাওবাদী সংগঠন। আগামী ৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও অসমে বনধের ঘোষণা করেছে মাওবাদী সংগঠন। ৩ আগস্টের বনধকে সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে মাওবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমাদের দল সিপিআই (মাওবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক এবং পলিটব্যুরো সদস্য অমর শহীদ কমরেড বাসভরাজ (নাম্বালা কেশভরাও) কে শত শত লাল সেলাম! কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কমরেড বিবেক সহ লুগুবুরুতে ৮ জন কমরেডের হত্যা এবং অপারেশন 'কাগার'-এর অধীনে নৃশংস ফ্যাসিবাদী দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ৩ আগস্ট একদিনের বিহার-ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, অসম বনধ সফল করুন!

ইডি 'সুপার কপ' বা ড্রোন নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন মাদ্রাজ হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ ফের আদালতে তিরস্কারের মুখে ইডি। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল মাদ্রাজ হাই কোর্ট। উচ্চ আদালত বলে দিল, ইডি চাইলেই তাদের নজরে আসা সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করার এক্তিয়ার তাদের নেই।

পিএমএলএ বা আর্থিক প্রতারণা প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে মাদ্রাজ হাই কোর্ট বলল, ইডি কোনও ড্রোন বা আত্মঘাতী অস্ত্র' নয় যে তারা যাকে খুশি আক্রমণ করতে পারে। বা তারা কোনও সুপার কপ নয়, যে যে কোনও মামলায় হস্তক্ষেপ করবে। মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি এমএস রমেশ এবং বিচারপতি ভি লক্ষ্মীনারায়ণের ডিভিশন বেঞ্চ বলছে, ইডি শুধু পিএমএলএ আইনের অধীনে কোনও অপরাধ সংগঠিত হলে বা অপরাধের পূর্ব ইঙ্গিত পেলে তদন্ত করতে পারে। ওই ডিভিশন বেঞ্চ বলছে, পূর্ব অপরাধের ইঙ্গিত না মিললে পিএমএলএ-আইনের অধীনে তদন্ত করাটা প্রত্যাশিত নয়।আরকেএম পাওয়ারজেন প্রাইভেট লিমিটেড নামের এক সংস্থার ৯০১ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত ফ্রিজ করা নিয়ে ইডির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল ওই সংস্থাটি। মামলাকারীদের দাবি ছিল, আইন না মেনে পদক্ষেপ করছে ইডি।ইডির ক্ষমতা নিয়ে আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, পিএমএলএ মামলার ১৯ নম্বর ধারায় অভিযুক্তকে ইডি গ্রেপ্তার করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট এর আগে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, আর্থিক প্রতারণা মামলায় জামিন পাওয়াই দস্তুর, জেলযাত্রা ব্যতিক্রম। এবার ইডির কাজের পরিধি নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল মাদ্রাজ হাই কোর্ট।

বাঙালির অধিকার রক্ষায় এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না',মদনের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের প্রতি নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত। এই অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সরব হয়েছেন এবং নানা প্রতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি, কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র একটি বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি করেছেন। তিনি দাবি করেন, 'বাঙালির গায়ে হাত পড়লে বিজেপির হাতের কবজি কেটে নেবে তৃণমূল কর্মীরা''। তাঁর এই হুঁশিয়ারি, যা তাঁর দলের মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধের সঙ্কেত হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের আরও আক্রমণাত্মক অবস্থানকে তুলে ধরেছে।

মদন মিত্র এই মন্তব্য করেন বেলঘরিয়ায় এক অনুষ্ঠানে, যেখানে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা চলছিল। সেখানে তিনি বলেন, 'বাঙালি কবিতা লিখতে পারে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন বাঙালি

প্রতিবাদ করতে পারে না, তাহলে জেনে রাখুন, যেদিন একটা বাঙালির গায়ে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হাত পড়বে, সেই দিন বিজেপির হাতের মুঠো কীভাবে ভেঙে দিতে হয় তার জন্য তৃণমূলের কর্মীরা তৈরি।'' মদনের এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে বাঙালির স্বত্বাধিকার এবং সম্মান রক্ষা করা হবে প্রধান উদ্দেশ্য। মদন মিত্র আরও বলেন, ' গাড়ি চালান, রুটি বেচে খায়, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যদি তাদের উপর হাত পড়ে, তৃণমূলের বাঙালি যুব কর্মীরা ঝাঁপিয়ে .পড়বে। তবে, যদি বাঙালির গায়ে .হাত দেওয়া. হয়, তৃণমূল তাদের হাতের কবজি কেটে নেবে।'' এই বক্তব্যটির মাধ্যমে মদন মিত্র একদিকে যেমন তৃণমূল কর্মীদের একটি সংকল্পিত অবস্থান তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে এক দৃঢ় হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন।মদনের এই মন্তব্যের পর, বিজেপি পক্ষ থেকে পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে।

বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার মুখে ৪১ লক্ষ ভোটার

পাটনা, ২০ জুলাই ঃ অবৈধ ভোটার বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় হওয়ার জোগাড়! বিহারের ভোটের তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে অন্তত ৪১ লক্ষ ভোটারের নাম। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, এই ৪১ লক্ষ ভোটারকেই তাঁদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আগামী ৬ দিনের মধ্যে খোঁজ না পাওয়া গেলে এরা ভোটাধিকার হারাবেন।

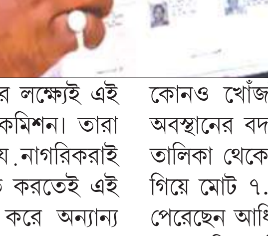

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে ' ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী- সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয .নাগরিকরাই ভোটানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। বিহারের পরে এক এক করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। তালিকাভুক্ত ভোটার বা নতুন আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় বুথ স্তরের অফিসাররা একটি ফর্ম দিচ্ছেন। সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। এর পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকত্বের সেলফ অ্যাটেস্টেট ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে। কমিশন সূত্রের খবর, ওই ফর্ম বিলি করতে গিয়ে বুথ অফিসাররা অন্তত ৪১ লক্ষ ভোটারের হদিশ পাননি। তাঁরা তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় থাকেন না। পরে খোঁজখবর করে জানা যায়, এই ৪১ লক্ষের মধ্যে ১৪.১ লক্ষ মৃত। অথচ তাঁদের ভোটার কার্ড বাতিল হয়নি। ১৯.৭ লক্ষ ভোটার অন্য এলাকায় চলে গিয়েছেন। সা।ে সাত লক্ষ ভোটার একাধিক জায়গায় ভোট দেওয়ার আবেদন করেছেন। এবং ১১ হাজার ভোটারের কোনও খোঁজই মেলেনি। আগামী ৬ দিনের মধ্যে অবস্থানের বদল না হলে এই ৪১ লক্ষ ভোটারকেই তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। এ পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোট ৭.১৫ কোটি ফর্ম এ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছেন আধিকারিকরা। আরও ৪ শতাংশ ফর্ম সংগ্রহ করা বাকি। এদিকে প্রায় ৫ শতাংশ ভোটারের হদিশই পাওয়াই যাচ্ছে না। আগামী ২৫ জুলাই ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন। সেদিনের মধ্যে ফর্ম জমা না প।লে এই ভোটারদের বাতিল করা হবে।

তিনবার জবানবন্দি এড়িয়েছেন অভিযোগকারিণী, জোকা কাণ্ডে জামিন অভিযুক্তের

দুরন্ত বার্তা, ২০ জুলাই ঃ জোকা আইআইএমে ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত পড়ুয়াকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দিল আদালত। শনিবার পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হলে অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। এদিন ৫০ হাজার টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। তবে রাজ্য ছো।ে আপাতত যেতে পারবেন না অভিযুক্ত পড়ুয়া। এদিন অভিযুক্তের জামিনের আর্জি জানিয়ে আইনজীবী সুব্রত সর্দার বলেন, নির্যাতিতা গোপন জবানবন্দি নিতে পারেননি এখনও পর্যন্ত। একবার নয় তিনবার গোপন জবানবন্দির জন্য নির্যাতিতাকে ডাকা হয়েছিল। কেন তিনি গোপন জবানবন্দি দিতে বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন? নির্যাতিতা কেন আসছেন না? এর ব্যাখ্যা পুলিশের কাছে নেই। তিনি আরও বলেন, নির্যাতিতার প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরীক্ষার কথা বলা হলেও মেডিক্যালিগো পরীক্ষা এখনও করা হয়নি। কেন করা হয়নি তারও ব্যাখ্যা নেই। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে তবে পুনরায় অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাননি। সরকারি কৌঁসুলি এদিন আদালতে অভিযুক্তের জেল হেফাজত চান।

কেন গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়নি সরকারি আইনজীবীর কাছে বিচারক জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, হয়তো নির্যাতিতা ট্রমায় আছেন। তাই হয়তো আসছেন না। তবে এখানে তদন্তকারী আধিকারিকের কোনও গাফিলতি নেই। সরকারি কৌঁসুলি আদালতকে জানান, নির্যাতিতার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট ও বয়ান মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এছাড়া এখনও নির্যাতিতা গোপন জবানবন্দি দেননি। তাই জেল হেফাজতের আবেদন করা হচ্ছে। তদন্তের প্রয়োজনে পরে পুলিশ হেফাজত নেওয়া যেতে পারে। সরকারি আইনজীবীর আর্জি খারিজ করে দেন বিচারক। সোম ও মঙ্গলবারের পর শুক্রবারে আলিপুর আদালতে নির্যাতিতা তরুণীর গোপন জবানবন্দি দেওয়ার দিন নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু আগের দু'দিনের মতো এদিনও তিনি আদালতে গরহাজির ছিলেন বলে সূত্রের খবর।আগে সোমবার ও মঙ্গলবার দু'দিন পরপর আলিপুর আদালতে তাঁকে গোপন জবানবন্দির জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই নিয়ে তিনবার আদালতে গোপন জবানবন্দি দেওয়া এড়িয়ে গেলেন নির্যাতিতা। বারবার গোপন জবানবন্দি দেওয়া থেকে এড়িয়ে যাওয়ার আইআইএমে ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে ধন্দ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এদিকে আজ, শনিবার অভিযুক্ত পড়ুয়ার পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হয়। গত ১১ জুলাই রাতে আইআইএমে পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে হরিদেবপুর থানার পুলিশ এফআইআর রুজু করে অভিযুক্ত পড়ুয়াকে ওই রাতেই গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ঘটনার পরের দিন নির্যাতিতার বাবা ধর্ষণের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে একেবারে বিপরীত বক্তব্য দেন সংবাদমাধ্যমে। নির্যাতিতার বাবাই জানিয়েছিলেন, যে মেয়ের সঙ্গে কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। ধর্ষণ নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়িয়েছেন তরুণীও। ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলেও নির্যাতিতা মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে রাজি হননি। আদালতে গোপন জবানবন্দি দিতেও এড়িয়ে যাওয়াতেই ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে ধন্দ আরও বাড়ছে।

উত্তরাখণ্ড এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে ঃঅমিত শাহ

রুদ্রপুর, ২০ জুলাই ঃউত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে গত শনিবার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন উত্তরাখণ্ড সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, আজ এখানে ১,২৭১ কোটি টাকা মূল্যের পাঁচটি উদ্বোধন এবং ১৪টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মানুষ যখন একটি রাজ্যের দাবিতে লড়াই করছিল, তখন কংগ্রেস উত্তরাখণ্ডের আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার করেছিল। উত্তরাখণ্ড তৈরির কাজটি করেছিলেন বিজেপির নেতা এবং আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। কিন্তু পরে, যারা রাজ্যের উন্নযনের বিশেষজ্ঞ, তারা আলোচনা শুরু করেছিলেন যে ছোট রাজ্যের ধারণা সফল হবে কিনা। এখন আমি সবাইকে বলতে চাই, অটলজি তিনটি রাজ্য তৈরি করেছিলেন - উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ড। এই তিনটি রাজ্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে অমিত শাহ বলেছেন, যখন আপনারা বাড়ি যাবেন, তখন একটি ডায়েরিতে লিখে রাখবেন ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, যখনই আমি উত্তরাখণ্ডে আসি, আমি নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে যাই। ২০২৩ সালে যখন গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী ধামি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ৩.৫৬ লক্ষ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমি পুষ্কর ধামিকে বলেছিলাম, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আনার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই, বীরত্ব হলো সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মধ্যে। এখন আমি মুখ্যমন্ত্রী ধামি এবং তার দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ এখন ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবে পরিণত হযেছে। একটি সমতল রাজ্যে বিনিয়োগ আনা এবং একটি পাহাড়ি রাজ্যে বিনিয়োগ আনা পাহাড়ে ওঠার চেয়েও কঠিন।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বার্সেলোনার মার্কাবার্নার সফর

ভোপাল, ২০জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব স্পেন সফরের তৃতীয় দিন শুক্রবার বার্সেলোনার মার্কাবার্নার কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল আমদানি, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ নয়, বরং বিতরণ এবং খাদ্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও পরিচালনা করে। কাজ পর্যবেক্ষণ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সফর মধ্যপ্রদেশে কৃষি-ভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক।মুখ্যমন্ত্রী মার্কাবার্নার কার্যক্রমে 'ফার্ম-টু-ফর্ক' মডেল, কোল্ড চেইন প্রযুক্তি, প্যাকেজিং মান এবং ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেন, মধ্যপ্রদেশে মেগা ফুড পার্ক, কৃষি রপ্তানি অঞ্চল এবং লজিস্টিক হাব উন্নয়নে এই ধরনের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। তিনি মার্কাবার্না পরিচালিত খাদ্য ব্যাংক, শূন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্টার্টআপগুলির জন্য তৈরি খাদ্য-প্রযুক্তি ইনকিউবেশন মডেল পরিদর্শন করে বলেন, এই উদ্যোগগুলি মধ্যপ্রদেশের উদ্ভাবন-কেন্দ্রিক কৃষি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।স্পেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাদ্য বাজারে মার্কাবার্নার ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী এই সফরকে মধ্যপ্রদেশের কৃষি রপ্তানিকারক এবং স্টার্টআপগুলির জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের এই সফর মধ্যপ্রদেশে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের দ্বিতীয় বিপ্লবের জন্য কেবল ভূমি প্রস্তুত করছে না, বরং এটি প্রমাণ করে যে রাজ্য বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে নিজেকে একটি শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দাবি সুপ্রিয়া সুলের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি জানালেন এনসিপি-এসসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর সুপ্রিয়া বলেছেন, আমরা অপারেশন সিঁদুর, কৃষক, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেছি। অনেক সাংসদ শুল্ক সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। ভারতের উত্তরগুলি জানা দরকার। বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দি ভাষার সমস্যা সহ অনেক সমস্যা রয়েছে। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিন।

মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, রওনা তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দল

জম্মু, ২০জুলাই ঃ পবিত্র অমরনাথের উদ্দেশে রওনা দিলেন ৪,৩৮৮ জন তীর্থযাত্রী। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন মহিলা। রবিবার সকালে জম্মুর ভগবতী নগর বেসক্যাম্প থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এই ২০তম যাত্রীদল যাত্রা শুরু করে।বিগত ৩ জুলাই শুরু হয়েছে এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। অনন্তনাগের নুনওয়ান-পহেলগাম ও বালতাল এই দুই পথে চলছে যাত্রা। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২.৯০ লক্ষ তীর্থযাত্রী দর্শন করেছেন।প্রশাসন জানিয়েছে, রবিবার সকাল পর্যন্ত পহেলগাম পথে ১১৫টি গাড়িতে ২,৮১৫ জন ও বালতাল পথে ৯৫টি গাড়িতে ১,৫৭৩ জন রওনা হন। তাঁদের মধ্যে ১৩০ জন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী রয়েছেন। তিনি আরও জানান,এই বার্ষিক তীর্থযাত্রা শেষ হবে ৯ অগস্ট রাখিবন্ধন উৎসবের দিনে।

জলস্তর বাড়ছেই, ডুবে যাচ্ছে বারাণসীর ঘাটগুলি-গঙ্গার রুদ্ররূপে বিপর্যস্ত শহরের জীবনযাত্রা

বারাণসীঃ-এই নামের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং গঙ্গার পবিত্র ধারার ছোঁয়া। কিন্তু সেই গঙ্গা যখন রুদ্ররূপ ধারণ করে, তখন বারাণসীর এই আধ্যাত্মিক পরিবেশও যেন বিষাদের ছায়ায় ঢেকে যায়। চলতি বর্ষায় সেই ভয়াল ছবিই আবার ফুটে উঠেছে বারাণসীর বুকে। ক্রমাগত জলস্তর বাড়তে থাকা গঙ্গা এবার ছাপিয়ে গেছে সাধারণ সীমা, যার ফলে ৮৪টি ঐতিহ্যবাহী ঘাটের সবকটিই জলমগ্ন হয়ে প।ছে। নিত্যদিনের ধর্মীয় আচার, গঙ্গা আরতি থেকে শুরু করে শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান পর্যন্ত সব কিছুতেই ছেদ পড়েছে।গত কয়েকদিনে বারাণসীতে গঙ্গার জলস্তর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৯৩ মিটার, যা বিপদসীমা ৭১.২৬ মিটারের একেবারে ধারেকাছে। নদী যতই ফুলে-ফেঁপে উঠছে, ততই ঘাটের জলের তলায় চলে যাওয়া অংশের পরিমাণ বাড়ছে। ঘাটগুলির আশপাশে বসবাসকারী মানুষজন কার্যত ঘরছাড়া হয়ে প।ছেন। বিশেষ করে মণিকর্ণিকা ও হরিশচন্দ্র ঘাটে মৃতদেহের দাহকার্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মণিকর্ণিকা ঘাটের নিচের স্তর সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ায় এখন শুধুমাত্র উপরের স্তরে শবদাহ সম্ভব হচ্ছে। হরিশচন্দ্র ঘাটের পরিস্থিতি আরও জটিল-সেখানে নিতান্ত গলির ভিতরেই চলছে দাহকার্য।দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতির যে চেনা দৃশ্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনে, সেই দৃশ্য এদিন ভিন্ন। ঘাট তলিয়ে যাওয়ায় এবার গঙ্গা আরতির মূল মঞ্চ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘাট সংলগ্ন এক ছাদে। গলিপথে দাঁ।য়ে ভক্তরা প্রার্থনায় মুখর হলেও, সেই চেনা আবহ আর নেই। আসসিঘাটের পরিস্থিতিও ভিন্ন নয়। সেখানেও গলির মধ্যে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন পুরোহিত ও আরতিতে নিযুক্তরা। রাস্তাগুলি জলমগ্ন হওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি সাধারণ নৌকা চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।বারাণসীর শুধু ঘাট বা শহর নয়, পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিও এখন বন্যায় প্লাবিত। সালারপুর, পুরানা পুল, হুকুলগঞ্জ সহ একাধিক অঞ্চলের চিত্র অত্যন্ত করুণ। বহু মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরে। প্লাবনের জেরে বহু বাড়ি জলের নিচে চলে যাওয়ায় খাদ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা সবেতেই দেখা দিয়েছে চরম সংকট। বহু এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং ত্রাণ সংস্থাগুলি মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে এই বন্যার প্রভাব। আনুমানিক ৫০০ একর সবজি ক্ষেত ইতিমধ্যে জলের তলায় চলে গেছে। চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। এই বিপুল জমি ডুবে যাওয়ার ফলে উপাদন একদিকে যেমন চরমভাবে ব্যাহত হবে, অন্যদিকে কৃষকদের জীবিকাও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে। এই বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ইতিমধ্যেই রাজস্ব দফতরের দল নেমে প।ছে মাঠে। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখে রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু করেছেন।এই মুহূর্তে বারাণসীতে প্রশাসনিক ও উদ্ধার কার্য প্রায় যুদ্ধকালীন তপরতায় চলছে। প্রতিটি জলমগ্ন অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরিকল্পনাও প্রশাসনের বিবেচনায় রয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রতিটি নাগরিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর। মাইকে সচেতনতা প্রচার, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, এবং আশ্রয় শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে পুরোদমে।গঙ্গার রুদ্ররূপে বিপর্যস্ত বারাণসী শুধুই এক দুর্যোগের চিত্র নয়, বরং এই শহরের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারাও বিপর্যস্ত হয়ে প।ছে। দিনের পর দিন জলস্তর বৃদ্ধি বার্তা দিচ্ছে-জলবায়ু পরিবর্তনের এই অভিঘাত আমাদের রোজকার জীবনের মধ্যে ঢুকে প।ছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে, যদি বর্ষার দম না কমে। উত্তরের জলধারাগুলি যখন এই শহরের বুক দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তার ভয়াবহতা প্রতিবারই বারাণসীকে কঠিন পরীক্ষার মুখে দাঁড় করায়।তবু, এই সংকটের মাঝেও বারাণসী থেমে থাকে না। গঙ্গা আরতি হয়তো আজ ছাদে হচ্ছে, দাহকার্য হয়তো গলির ভিতর, তবু বারাণসীর ধর্মীয় চেতনা, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতা এখনও জ্বলন্ত প্রদীপের মতো জেগে আছে। সময় হয়তো কঠিন, কিন্তু এই শহর আগেও দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছে-এবারও উঠবে। মানুষের সহানুভূতি, প্রশাসনের তৎপরতা আর আস্থা-এই তিনের হাত ধরেই বারাণসী একবার ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে, এমনটাই আশা সকলের।

লরেটো কলেজের কূটনৈতিক আলোচনাসভায় বক্তা ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ লরেটো কলেজের ইউএন-এমইউএন সেলের তত্বাবধানে আয়োজিত হলো এক কূটনৈতিক আলোচনাসভা। আলোচনাসভার বক্তা হিসেবে শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ডঃ এন্ড্রু ফ্লেমিং। এদিন লরেটো কলেজের পাশাপাশি উপস্থিত ছিল স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের পড়ুয়ারা।উল্লেখ্য, ট্র্যাডিশনাল টাইস, মডার্ন টুলসঃরিশেপিং ডিপ্লোম্যাসি শীর্ষক বক্তৃতাটি এদিন কূটনীতির গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছেয় অন্য মাত্রায়।আলোচনাকে মনোগ্রাহী করতে লরেটো কলেজেরই চার ছাত্রীকে প্যানেলিস্ট হিসাবে বেছে নেন বক্তা স্বয়ং। তাদের আলোচনায় উঠে আসে নারী সুরক্ষা ও অধিকার, লিঙ্গ বৈষম্য ও পরিবেশ ও শিক্ষা সংক্রান্ত অতি প্রাসঙ্গিক বিষয় ।শুধু আলোচনাই নয়, কথোপকথনের ফাঁকে ডঃ ফ্লেমিং সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন তাঁর কূটনৈতিক জীবনেট অভিজ্ঞতাও। সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য ও সামাজিক কূটনীতি বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের।

এইডস নিয়ে উদয়পুরে কর্মশালা, সচেতনতায় গুরুত্বারোপ

উদয়পুর (ত্রিপুরা),২০ জুলাই ঃ গোমতী জেলার স্বাস্থ্য দফতর এবং এপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি এর যৌথ উদ্যোগে উদয়পুরের পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল এইচআইভি - এইডস এর উপর এক দিবসীয় কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেব রায, বিধাযক অভিষেক দেবরায, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য সহ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সহ অন্যান্যরা। কর্মশালার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, এইচআইভি - এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখতে হবে। তিনি উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, শিরাপথে মাদক ব্যবহারের ফলে রাজ্যে এইচআইভি ছড়াচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌনসংযোগ, অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সুচের বহুজনের ব্যবহারে নেশা গ্রহণ এবং আক্রান্ত মা থেকে শিশু এই সব কারণে এইচআইভি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে বলে উপস্থিত সকলের কাছে এই বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য আবেদন জানান বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং বলেন, গোমতী জেলায় যেভাবে এইচআইভি-এইডস ছড়াচ্ছে আগামীদিনে তা একটি অশনি সংকেত। এই বিষয়ে এখন থেকে প্রত্যেক অভিভাবককে ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েরা কোথায় যাচ্ছে কি করছে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। যত বেশি করে সচেতনতার কর্মসূচি করা যাবে ততই মঙ্গল হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত এনজিও, ক্লাব, বাজার কমিটি সহ সবাই যদি একইসঙ্গে

তদন্ত প্যানেলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা, রিপোর্ট বাতিলের দাবি

নয়াদিল্লিঃনয়াদিল্লির বিচারাঙ্গনে ফের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উন্মোচিত হল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে নিজের বিরুদ্ধে গঠিত অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্যানেলের বিরুদ্ধে সরব হলেন। তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সেই সঙ্গে বাতিল করতে হবে তকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার সুপারিশও, যাঁর ভিত্তিতেই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল।এই ঘটনাপ্রবাহের সূচনা ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ, যখন বিচারপতি ভার্মার সরকারি বাসভবন থেকে হঠাৎ করে নগদ বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার হয়। সেই সময় গোটা বিচারব্যবস্থায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্তের নির্দেশ দেয়। রাষ্ট্রপতির তরফে বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে বদলি করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠানো হয়। এই রদবদল কার্যত একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই দেখা হয়েছিল। পরে ২২ মার্চ, তিন সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই কমিটিতে ছিলেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জিএস সান্ধাওয়ালিয়া এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি অনু শিবরমন।এই কমিটি বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিস্তারিত তদন্ত করে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তবে সেই রিপোর্টেই আপত্তি তুলে এখন সুপ্রিম কোর্টে নতুন আবেদন জানালেন বিচারপতি ভার্মা। তাঁর দাবি, গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াই ছিল পক্ষপাতদুষ্ট, এবং এর ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্টে সত্যতা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বিচারপতির মতে, যেভাবে তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে, তাতে তাঁর ন্যায্যতা ও মর্যাদার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।এই আবেদনের ফলে বিচারব্যবস্থার অন্দরমহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের জন্ম হয়েছে। একজন উচ্চপদস্থ বিচারপতির বিরুদ্ধে অর্থ কেলেঙ্কারির মতো গুরুতর অভিযোগে তদন্ত চালানোর পর তা নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তোলা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন ঘটনা। এখন দেখার বিষয়, শীর্ষ আদালত কীভাবে এই আবেদন বিবেচনা করে এবং তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভবিষ্য কী হয়।আপাতত দেশের বিচারব্যবস্থা ও আইনি মহল এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে নজরে রেখেছে। কারণ, একটি তদন্ত কতটা নিরপেক্ষ এবং তার স্বচ্ছতা ঠিক কোথায় গিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে- এই প্রশ্নের উত্তরও নির্ভর করছে এই মামলার পরবর্তী পদক্ষেপের উপর।

২১ জুলাই থেকে শুরু বাদল অধিবেশন, ১২ থেকে ১৮ আগস্ট বিরতি

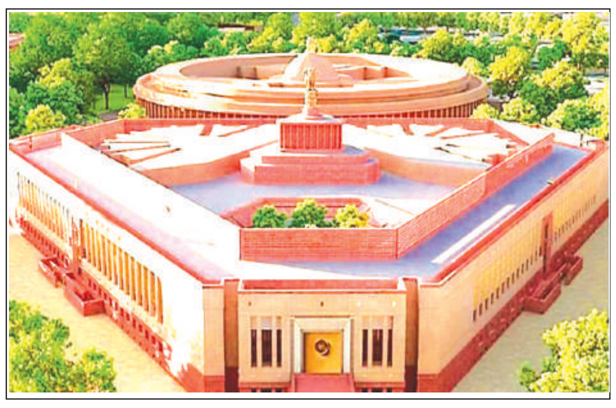

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ সংসদে ২১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বাদল অধিবেশন। বর্ষাকালীন অধিবেশনে ৮টি বিল থাকতে পারে আলোচ্য সূচিতে। ২১ জুলাই থেকে শুরু হয়ে, ২১ আগস্ট পর্যন্ত সংসদে বাদল অধিবেশন চলবে। ২১টি অধিবেশন হবে। মাঝে ১২ থেকে ১৮ আগস্ট বিরতি থাকবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে সংসদে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস এবং আরজেডি। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতিদিন লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন বসবে বেলা এগারোটা থেকে। পহেলগাম হামলা, তার পরবর্তীতে অপারেশন সিঁদুর নিয়েও আলোচনা হতে পারে সংসদের বাদল অধিবেশনে।

সুস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার, বারাণসীতে আয়োজিত সানডে অন সাইকেল ইভেন্ট

বারাণসী, ২০ জুলাই ঃ সুস্বাস্থ্যকেই অগ্রাধিকার, অন্যথা হল না এই রবিবারও। রবিবার সকালে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আয়োজিত হল ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল ইভেন্ট। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল'-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, কাশীতে বিকশিত ভারতের জন্য নেশা-মুক্ত যুবাদের নিয়ে তিন দিনের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রবিবার সাইকেল চালানো দেশের একটি অভিযানের মতো। প্রধানমন্ত্রী মোদী ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং রবিবার সাইকেল চালানোর মাধ্যমে দেশের যুবসমাজ ফিট থাকবে।কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ এল. মান্ডভিয়া বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিট ইন্ডিয়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি একটি সাইকেল র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। এই প্রোগ্রামে বিএইচইউ-র শিক্ষার্থী এবং মাদকমুক্ত যুব অভিযানের স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা যুবসমাজের মধ্যে ফিটনেস এবং মাদকমুক্ত জীবনযাত্রার বার্তা প্রচার করবে।

বিকট শব্দে রাস্তায় গর্ত, কলকাতা-দিল্লি জাতীয় সড়কে ধস

আসানসোল, ২০ জুলাই ঃ কলকাতা-দিল্লি সংযোগকারী ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস। রবিবারের এই ঘটনায় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল উত্তর থানার মরিচকোটা এলাকায় আটকে পড়ে যানবাহন। এদিন ভোরে বিকট শব্দে রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ ধসে যায়। প্রায় ২৫ ফুট গভীর এবং ৮ ফুট প্রশস্ত গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে জায়গাটি ঘিরে রাখে। পরে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনাস্থলে যান জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা।রঘুনাথবাটির কাছে জাতীয় সড়ক ২-এ একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফলে ভূমিধসের পর একটি বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, যার ফলে কলকাতা-দিল্লি রুটে যান চলাচল ব্যাহত হয়। জাতীয় সড়কের আরটিও উপল মাঝি বলেন, আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছেছি এবং যে কোনও দুর্ঘটনা এড়াতে সমস্ত দিক থেকে ব্লকটি ঘিরে ফেলেছি।

সর্বদল বৈঠক খুবই গঠনমূলক ছিলঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ সর্বদল বৈঠক খুবই গঠনমূলক ছিল। বললেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু বলেছেন, সংসদ অধিবেশন শুরুর আগে সমস্ত দলের ফ্লোর লিডারদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল এবং নির্দল সাংসদরা অংশগ্রহণ করেন। এই ৫১টি দলের ৫৪ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৪০ জন তাদের দলের পক্ষে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেছিলেন। এটি খুবই গঠনমূলক ছিল। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা তাদের দলের অবস্থান এবং এই অধিবেশনে তারা কী কী বিষয়গুলি আনতে চান তা জানিয়েছেন।রিজিজু আরও বলেছেন, সরকার তাদের বক্তব্য নোট করেছে। আমরা অনুরোধ করেছি, সংসদ সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য, শাসক দল এবং বিরোধী দলকে সুসমন্বয়ের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে হবে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দল হতে পারি, কিন্তু সংসদ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা সকলের দায়িত্ব - বিরোধী দল এবং সরকারের উভয়েরই। রিজিজু আরও বলেছেন, ছোট রাজনৈতিক দলের সদস্যরা, বিশেষ করে যাদের ১-২ জন সাংসদ রয়েছে, তারা কথা বলার জন্য কম সময় পান, কারণ তাদের সংখ্যা অনুসারে সময় বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু আমরা এটি বিবেচনা করেছি। আমরা ছোট দলগুলিকে পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করতে সম্মত হযেছি। আমরা এটি লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থাপন করব এবং তারপর আমরা এই বিষয়টি কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে উত্থাপন করব।

রাঁচির মান্দারে ১৪০ মিমি বৃষ্টিপাত

রাঁচি, ২০ জুলাই ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় রাঁচির মান্দারে সর্বোচ্চ ১৪০.২ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার দফতরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, আগামী ২১ এবং ২২ জুলাই রাজ্যের কিছু জায়গায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বজ্রপাত এবং তীব্র বাতাস সহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে, ২৩ জুলাই রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া, কিছু এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে তীব্র বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।রবিবার, রাঁচিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০.৭ ডিগ্রি, জামশেদপুরে ৩৫.৪, ডাল্টনগঞ্জে ৩৩.৮, বোকারোতে ৩২.২

রাশিফল

মেষঃ আজ ভালো ভালো খাবার ও নতুন পোশাক পেতে পারেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দূর হবে। ভ্রমণের সময় নতুন বন্ধু তৈরি হবে। রাজনৈতিক সম্পর্কের সুফল পাবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হবে।

বৃষঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। মোটের উপর এক লাভজনক দিন, কিন্তু এমন কেউ যাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন বলে ভাবেন সে আপনাকে নীচু দেখাবে। প্রেমের সুযোগগুলি (সম্ভাবনাগুলি) স্পষ্ট- কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হবে। নতুন মক্কেলদের সাথে আপস আলোচনা করার জন্য এই দিনটি চমকার।

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার মনে নতুন নতুন ধারণা আসতে পারে। নতুন ধারণা এবং সৃজনশীলতা আপনার আপনার কাজে নতুন উচ্চতা অর্জন করতে সাহায্য করবে।

কর্কটঃ প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলুন। প্রেমের যাদু ফিরে পেতে কিছু মজাদার বাড়ির ভিতরে খেলা যায় এমন খেলার আশ্রয় নিন।

সিংহঃঅহংকারকে আলাদা করে রাখলে সফল জীবনে প্রেমে সাফল্য পাবেন। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের সমর্থন জিতে নেবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আপনার বড় বিনিয়োগগুলিতে সতর্ক থাকুন।। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা দেখানোর দিন আজ।

কন্যাঃ আজ আপনার সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের থেকে বরং এটি শিখে নিন।।

তুলাঃকিছু আকর্ষণীয় ভাবের আদানপ্রদান আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু উৎপাদনশীল সময় কাটানোর মেজাজ থাকতে পারে আজ।

বৃশ্চিকঃ এই সপ্তাহটি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির জন্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে।

ধনুঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে একটি ক্লান্তিকর দিন পরে, আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে মালিশ পাওয়া আপনাকে সজীব করে তুলবে। আপনার সঙ্গী আপনার যত্ন নেবেন এবং তার উপস্থিতিতে আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আর্থিকভাবে সন্দেহ এড়াতে আপনার যৌথ অ্যাকাউন্ট করা উচি নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাজের জায়গায় আপনার দিনটি নষ্ট করবে। সময় এবং দক্ষতার ব্যবস্থাপনা করা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন আজ। তাদের উপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার থেকে বরং একসঙ্গে উপভোগ করুন। ভালো সংগীত এবং বইগুলি আপনার সন্ধ্যাকে আলোকিত করে তুলবে। অনুমানমূলক বিনিযাগের জন্য এটি ভালো দিন না। ভাগ্য অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শিখুন। কাজের জায়গায় সিনিয়রদের দায়িত্ব নিতে দিন।

। **মীনঃ**আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিযন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। আগে থেকে করা ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্য স্থগিত হয়ে যেতে পারে। আপনার বিষণ্ণ জীবন আপনার পত্নীর উত্তেজনা কারণ হতে পারে।

আবহাওয়া

বর্ষা সক্রিয়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় হয়েছে অক্ষরেখা। নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপরে। ফলে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্রও। শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ন-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রদা ৯৫ শতাংশ এবং ৮৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে-০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত আজকের দিনে জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হবেই।

চলে গেলেন ২১ জুলাইয়ে গুলিবিদ্ধ অনিল মিশ্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাত পোহালেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি ২১ শেষ জুলাইয়ে শহীদ দিবস। লক্ষ লক্ষ মানুষ ধর্মতলায় সমবেত হবে। উল্লেখ্য ১৯৯৩ সালে তৎকালীন যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তঃপ্রাণ হাওড়ার বাগনানের হাটুড়িয়া গ্রামের যুবক অনিল মিশ্র 'নো আইডেন্টিটি কার্ড ও নো ভোট' আন্দোলনে সামিল হন। সেই আন্দোলনে গুলি চলেছিল। তেরো জন মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেই আন্দোলনে হাওড়ার একমাত্র গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন অনিল মিশ্র। এর পর তার আর কোন খোঁজ মিলছিল না। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সহযোগিদের বাড়িতে না জানাতে বলেন। পরে আট দিন পর তিনি বাড়ী ফেরেন এবং তখন স্ত্রী জানতে পারেন। পরে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন। গত শনিবার এহেন মমতাপন্থী মানুষ মারা যান। ফলে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে তিনি এবছর ২১ জুলাই যেতে না পারার আক্ষেপ করেছেন। সেই মানুষ আজ নেই। ইতিমধ্যেই তার পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানো হয়েছে বাগনান তৃণমূল কংগ্রেস। বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নয়ন হালদার জানান, দউনি তৃণমূল কর্মী। পাগলের মতো দলকে ভালো বাসতেন। ওনার মৃত্যুতে বিধায়ক অরুণাভ সেন সহ গোটা তৃণমূল পরিবার শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

আন্তর্জাতিক দাবা দিবস পালন

দুরন্তবার্তা, বোলপুর ঃ আন্তর্জাতিক দাবা দিবস পালিত হলো বিশ্বভারতী এবং বীরভূম জেলা দাবা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে। বীরভূম দাবার সংগঠনের সদস্য তথা বোলপুর মহকুমা দাবা সংগঠনের সেক্রেটারি শুভাশিস রায় বলেন যে, ১৮ই জুলাই পাঠভবনে ওয়ার্কসপ, উনিশে জুলাই শিক্ষা সত্র এবং আজ বিশে জুলাই বিনয় ভবনের জিমনেসিয়ামে এই দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ সমীরণ মন্ডলের কাছে আমরা আগু গেই আবেদন রেখেছিলাম। তিনি রাজি হন। সর্বমোট ১১০ জন সারা জেলার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য দাবা সংগঠনের সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়ার পরামর্শ মত এই দাবা ওয়ার্কসপ এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মূল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। তাদের ভালো দিকে মন ঘোরানো আরেকটি দিক। বর্তমানে বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে চোখ রাখলে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের দাবারুরা সারা বিশ্বের তাবড় তাবড় দাবারুদের হারিয়ে দিচ্ছে। দাবা আমাদের ভারতবর্ষের খেলা। বর্তমানে এই দাবার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বেড়েছে। এটা এতটাই যে আমরা বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি।

হাত বদলের আগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাত বদলের আগেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মুর্শিদাবাদে জলঙ্গি থানার কীর্তনীয়া পাড়া এলাকায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতেই তল্লাশি চালিয়ে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি দেশে তৈরি পাইপ গান , তিন রাউন্ড গুলি সহ দুজনকে গ্রেফতার করে জলঙ্গী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় পাচারের উদ্দেশ্যে এই সীমান্ত এলাকায় চারচাকা গাড়িতে ঘোরাঘুরি করা অবস্থাতে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র তারপরেই তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম বিশ্বজিৎ বর্মন, শম্ভু বর্মন তাদের বাড়ি কোচবিহার জেলায়। ধৃতদের আজ পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জেলা আদালতে পাঠায় জলঙ্গি থানার পুলিশ। আর এই ঘটনা সঙ্গে কে বা কারা জড়িত আছে তার ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে জলঙ্গি থানার পুলিশ।

মা ভাড়া করে অবৈধভাবে জাল নথিপত্র তৈরি করে সীমান্তে বসবাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বাংলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেতুলিয়ার বাসিন্দা বিশ্বনাথ শিকদার তার স্ত্রী শ্যামলী সিকদার তার বাড়িতে চুমকি বলে একটি মেয়ে দীর্ঘদিন থাকতো স্থানীয় বাসিন্দারা আর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছিল। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে শ্যামলী জাল নথিপত্র তৈরি করে চুমকি শিকদারের আশ্রয় দিয়েছিল। পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। পুলিশে শুয়ো মোটো মামলা করে তদন্ত শুরু করে। চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে শ্যামলী সিকদার তার স্বামী বিশ্বনাথ সিকদার প্রায় এক বছর আগে চুমকি নামে এক যুবতী তার বাড়ি বাংলাদেশের নড়াইল থানা এলাকায়। সীমান্ত সুরক্ষার নজর এড়িয়ে এদেশে ঢুকেছিল এদেশে আশ্রয় নেয় শ্যামলী ও বিশ্বনাথ জাল নথিপত্র তৈরি করে ।পাশাপাশি মেয়ে বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল ।আজ ভোর বেলায় তেতুলিয়ার বাসিন্দা শ্যামলী সিকদার অবৈধভাবে বসবাসকারী চুমকি শিকদার কে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদেরকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে পাশাপাশি বিশ্বনাথ সিকদার কেউ আগামী দিন গ্রেফতার করা হবে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে এখন প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে তার নাম পরিচয় দিয়ে জাল নথিপত্র তৈরি করে আশ্রয় দিল এর পিছনে অন্য কোন বড়সড়চক্র আছে না তো সেটাও তদন্তকারীদের মাথা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কি কারণ ? তৃণমূল নেতা খুনে আটক এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের কয়েকঘণ্টা আগে রক্তাক্ত বীরভূম, বোমা মেরে খুন করা হল মল্লারপুরের তৃণমূল নেতা বাইতুল্লাহ শেখকে শনিবার সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পর শনিবার রাতেই বিশাল বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ। একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। তারপর রাতেই একজনকে আটক করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ কর হচ্ছে। আরও কয়েকজনের উপর নজর রাখছেন তদন্তকারীরা। তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। ঘটনার আসল কারণ জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে নাকি, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে তাও জানার চেষ্টা চলছে। স্থানীযভাবে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় একটি পুকুরপাড়ে বসে ২১ জুলাইয়ের সভায় যাওয়া নিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধক্ষ বাইতুল্লাহ শেখ। সেই সময় পিছন থেকে তিনটি বোমা মারে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর আহত হন তৃণমূল নেতা-সহ আরও দু'জন। তিনজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা বাইতুল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দু'জন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইতুল্লাহ শেখএলাকায় পরিচিত মুখ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। বিষিয়াগ্রামে তৃণমূল নেতার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তৃণমূল নেতার খুনের পর এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে সাইথিয়া থানা এলাকায় তৃণমূল নেতা পীযূষ ঘোষও খুন হন। যা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর রয়েছে জেলায়। এরইমধ্যে বীরভূমে বোমা মেরে খুন হল আরও এক তৃণমূল নেতাকে। দুই তৃণমূল নেতা খুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিৎ রায়ের অভিযোগ, একাজের সঙ্গে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী জড়িত রয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন তিনি।

বর্ষার জল তার ওপর ডেয়ারীর দূষিত নোংরা জলে নরক যন্ত্রণা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ একেই বর্ষার জমা জল ঘরে ঘরে তার মধ্যে আবার বারাসাতের নীলগঞ্জ মেট্রো ডেয়ারীর পচা দূষিত নোংড়া জল মিশে গিয়ে নরক যন্ত্রণায় ওষ্ঠাগত প্রাণ স্থানীয় মানুষদের। স্থানীয় নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে দীর্ঘ দিন ধরে জানিয়েও কোনো কিছু সুরাহা হয়নি। চাঁপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রবিবার সকালে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাত পোহালে ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহীদ দিবসের সভায় যোগদানের জন্য গ্রামবাসীদের বলতে এলে সদস্যকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখতে থাকেন। পঞ্চায়েতের নূন্যতম নিকাশি ব্যবস্থা না করলে একুশে জুলাই ধর্মতলায় মিটিংয়ে না যাওয়ার হুমকি দিলেন স্থানীয় মানুষজন। মেট্রো ডেয়ারীর নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত জল বজ্র পদার্থ জমে জমে নিকাশি নালা ভর্তি হয়ে গেছে। অতিবৃষ্টির জেরে জমা জল তার সাথে মিশে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ। ইছাপুর নীলগঞ্জ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মেট্রো ডেয়ারী নামে একটি বেসরকারি দুধ প্রস্তুতকারীর কারখানার কর্তপক্ষ অবশ্য এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। প্রায় একমাস যাবৎ শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে বিষধর সাপ ও কিট পতঙ্গের সঙ্গে জীবন যাপন করছেন কয়েকশো পরিবার। সমস্যার কথা পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানিও কোন সুরাহা না হওয়ায়, এলাকার মানুষদের ঘোষণা, যতদিন না সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কোনরকম মিটিং মিছিলে এলাকার লোক যোগদান করবেন না। এমনকি আজ রাত পোহালেই আগামীকালের একুশে জুলাইয়ের সভায় তারা যাবেন না বলে ঠিক করেছেন। তবে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভের মুখে স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে দ্রুত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের ওপর আস্থা না রাখতে পারছেন না। তার আগেই রবিবার দুপুরে জলবাহিত নানা রোগ এবং বিষধর সাপ ও কীটপতঙ্গের কামড়ের হাত থেকে নিজেদের পরিবারের সকলের জীবন বাঁচাতে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ ও নিকাশি নালা পরিষ্কার করতে শুরু করেন।

মোদির সভার পর জীর্ণ দশা নেহরু ময়দান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার পর থেকেই মাঠের অবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভার জেরে মাঠ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিন সেই ক্ষতিগ্রস্ত মাঠে জমে থাকা জলে ও কাদামাটিতে ধানের চারা পুঁতে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মাঠকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার নেহরু স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোড়া সভা করেন। সেজন্য মাঠে হ্যাঙার ও বিশাল মঞ্চ করা হয়। মাঠের বিভিন্ন জায়গা খোঁড়াও হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী সভায় জনসমাগমও হয়েছিল। সভা শেষের পর শনিবার দেখা যায় মাঠের বেহাল দশা। বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে জল জমে গিয়েছে। সবুজ মাঠের চেহারা প্রায় সম্পূর্ণই বদলে গিয়েছে। খেলার জগতে এই মাঠের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। সভার জন্য মাঠ নষ্ট হল বলে অভিযোগ ওঠে। দিনভর বৃষ্টি হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর মাঠের অবস্থা একেবারেই ধান জমির আকার নেয়। জল জমে পরিণত হয়েছে জলা জমিতে। এই ইস্যুতেই সরব হয়েছে তৃণমূল। আজ, শনিবার তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়। স্টেডিয়ামের মাঠের হতশ্রী চেহারার প্রতিবাদে এদিন মাঠে গিয়ে ধানের চারা লাগান তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ছিলেন তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'রঞ্জি ট্রফি থেকে বড় বড় টুর্নামেন্ট এই মাঠে হয়েছে। দুর্গাপুরের ঐতিহ্য বলা যেতে পারে এই নেহেরু স্টেডিয়ামকে। দুর্গাপুরের অন্য জায়গাতেও সভা করা যেত। কিন্তু সেসব জায়গা ছেড়ে খেলার মাঠে সভা করে সব শেষ করে দিলেন। আমরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষকে চিঠি করছি। দ্রুততার সঙ্গে আগের ছন্দে নেহেরু স্টেডিয়ামকে ফিরিয়ে দেওয়া না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব।' পাল্টা কটাক্ষ করেছেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের জমিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা করেছেন। এখনও ২৪ ঘন্টা পেরোয়নি। মণ্ডপ খোলার কাজ চলছে। তার আগেই তৃণমূলের জেলা সভাপতি এসে ধানের চারা রোপন করলেন। উনি এখন কৃষিমন্ত্রী হতে চাইছেন। সেজন্যই এইসব করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'মণ্ডপ খোলা শেষ হলেই বিজেপি কর্মীরা মাঠকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনবেন।'

একুশে জুলাইয়ে লক্ষাধিক মানুষ বীরভূম থেকে, অধিকাংশই যুবক ঃ মন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, বীরভূম ঃ একুশে জুলাইয়ে লক্ষাধিক মানুষ বীরভূম থেকে, তাদের মধ্যে যুবকের উচ্ছাস চোখে পড়ার মতো। রবিবার ২০ শে জুলাই গোটা দিন গোটা রাত এবং একুশে জুলাই সকাল পর্যন্ত মানুষ শহীদ স্মরণ সভার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা কর্মীদের সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছেন। ট্রেনের তিল ধারণের জায়গা নেই। সিট না পেয়েও অনেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। একুশে জুলাই মানুষের কাছে এক বড় আবেগ। ২৬শে বাংলা কার তা নিশ্চিত করার দিন। মন্ত্রী বলেন, একুশের শহীদ মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন তা শোনার জন্য কাতারে কাতারে যুবক মহিলা এবং বিভিন্ন সংগঠনের মানুষ সেখানে হাজির হবেন। ইলামবাজার সহ অন্যান্য জায়গা থেকেও অসংখ্য মানুষ বোলপুরে উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার থেকে সারাদিন বিভিন্ন ট্রেনে মানুষ ধর্মতলা অভিমুখী। আমরা কর্মীদের বিস্কুট এবং জলের বোতল দিয়েছি। কলকাতায় দুটি জায়গা ঠিক করা হয়েছে, সেখানে আমাদের কর্মীরা উঠবেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মতলা সভা মঞ্চে উপস্থিত হবেন। সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, বীরভূম থেকে সাড়ে তিনশো ৪০০ বাস যাচ্ছে , ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বলার জন্য বাংলাদেশী তকমা দিয়ে মানুষকে অযথা হয়রানি করার জবাব দিতে ২৬ শে নির্বাচনে মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একুশের শহীদ মঞ্চে তার গণগর্জন শোনা যাবে। মানুষ বাঙালির এই অপমান মেনে নেবে না।

বহরমপুরে নামজাদা আবাসনে ডাক্তার কন্যার সঙ্গে কুকীর্তি, গ্রেপ্তার নিরাপত্তারক্ষী

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার এক নামি শল্য চিকিৎসকের ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া কন্যাকে 'যৌন নির্যাতন' করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বহরমপুর শহরের একটি নামজাদা আবাসনের এক নিরাপত্তারক্ষী। ওই চিকিৎসকের তরফ থেকে দায়ের হওয়া লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতেই বহরমপুর শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। হরিদাসমাটি সংলগ্ন একটি এলাকা থেকে সুজয় দত্ত নামে (৪০) নামে অভিযুক্ত ওই নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত নিরাপত্তারক্ষী সুজয় দত্তের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর ৬৫ (১) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার তাকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন সংলগ্ন একটি নামজাদা আবাসনের বাসিন্দা ওই চিকিৎসক। অভিযুক্ত সুজয় দত্ত ওই আবাসনে দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার বিকাল নাগাদ অভিযুক্ত ওই নিরাপত্তারক্ষী বহরমপুর শহরের একটি নামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া ডাক্তার কন্যাকে নিয়ে আবাসনের ছাদে যান। অভিযোগ নিরাপত্তারক্ষী, ছাত্রীটিকে বলেছিলেন আবাসনের ছাদ থেকে বহরমপুর শহরের খুব সুন্দর 'ভিউ' পাওয়া যায়। সে নিজের মোবাইল ফোনে ছবি তুলে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। এর পাশাপাশি আরও অভিযোগ উঠেছে ওই নিরাপত্তারক্ষী ছাত্রীটিকে বলেছিলেন আবাসনের ছাদের বাগানে প্রচুর ভালো ফুল ধরেছে। সেই ফুলও ছাত্রীটিকে দেখাবেন বলেছিলেন। আবাসনের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, সুজয় দত্ত নামে ওই নিরাপত্তারক্ষীকে আবাসনের অনেক ছোট বাচ্চা 'কাকু' বলে ডাকে এবং ভালোবাসে। সূত্রের খবর, ওই নাবালিকা ছাত্রী 'কাকু'র কথায় বিশ্বাস করে ছাদের বাগানে ফুল দেখার জন্যই গিয়েছিল। সেখানে ওই নিরাপত্তারক্ষী ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়ার উপর যৌন নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। বহরমপুর থানার ওই আধিকারিক বলেন ,হরিদাসমাটি এলাকার বাসিন্দা ওই নিরাপত্তারক্ষী এই ঘটনাটির পর দ্রুত আবাসন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশের একটি বিশেষ দল বিভিন্ন জায়গায় হানা দিতে শুরু করে। ওই ব্যক্তি পুলিশকে আসতে দেখে যখন একটি টোটো করে পালিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

থাকবে না 'ব্যাকবেঞ্চার', সকলেই গুরুত্ব পাবে, অভিনব উদ্যোগ মুর্শিদাবাদের স্কুলে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মিঠুন হালদার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের ৫৬ নম্বর গোপালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের এক অভিনব উদ্যোগ। এবার থেকে ওই বিদ্যালয় থাকবে না কোনও ব্যাকবেঞ্চার'। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নজরে থাকতে পারে তার জন্য চিরাচরিত বেঞ্চের সারির ধারণাই বদলে দিলেন তারা। এখন থেকে সেখানে থাকবে না প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা শেষ বেঞ্চ। অর্ধচন্দ্রাকৃতির আদলে বেঞ্চ বিন্যাসের অভিনব কৌশল আনলেন তারা। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভারতের একটি বিদ্যালয়ের এই ধরনের অর্ধচন্দ্রাকৃতির বেঞ্চ বিন্যাসের ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখান থেকে ধারণা নিয়েই ক্লাসের পেছনের সারিতে যাতে আর কোনও ছাত্র-ছাত্রী না থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করলেন মুর্শিদাবাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় ,ক্লাসে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনায় সামান্য দুর্বল কিংবা অতিরিক্ত দুষ্টু, তাদের জায়গা হয় ক্লাসের সব থেকে শেষের বেঞ্চে। স্বভাবতই এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অজান্তেই নজর কম পড়ে। তুলনায় সামনের সারিতে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা থাকে তারাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে তথাকথিত 'ভালো' ছাত্র-ছাত্রীর তকমা পায়। তাই অনেক সময় দেখা যায় 'ব্যাকবেঞ্চার'দের ইচ্ছে বা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বেঞ্চের সারি বিন্যাসের কারণে তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে না। সেই 'অসাম্য' দূর করতে এবার থেকে একই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই ভেদাভেদ দূর করার অভিনব পদক্ষেপ নেওয়া

হল এই বিদ্যালয়। প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫৬ জন। প্রত্যেকটি ক্লাসেই এমন বেঞ্চ বিন্যাস করা হয়েছে যাতে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের সামনে থাকেন। নতুন এই বিন্যাস শুরুর পর থেকে ক্লাসের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে সমান গুরুত্বও পাচ্ছে। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোহন অধিকারী বলেন,'সম্প্রতি বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের একটি স্কুলের ছবি খুব ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একজন শিক্ষক সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে চোখের সামনে রাখার জন্য 'ব্যাক বেঞ্চ' প্রথা তুলে দিয়েছেন। এই ছবিটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও নিজেদের স্কুলে 'ব্যাক বেঞ্চ' প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আরও বলেন,' দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি শ্রেণীকক্ষের সামনের বেঞ্চে বসা ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় পেছনের সারিতে বসা ছাত্রছাত্রীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা উপেক্ষিত থেকে যায়। আমাদের স্কুলে মোট আটটি ঘর রয়েছে এবং সেগুলোতে বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। সেই সুবিধা ব্যবহার করে আমরা সমস্ত শ্রেণী কক্ষগুলো থেকে 'ব্যাকবেঞ্চ' তুলে দিয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিক্ষকের চোখের সামনে থাকতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে বেঞ্চগুলো অর্ধচন্দ্রাকারে সাজিয়ে সেখানে তাদের বসানো হচ্ছে।' নতুন এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে পারছেন তা মেনে নিয়েছেন রোহনবাবু। ওই প্রধান শিক্ষক আরও জানিয়েছেন, এই নতুন ব্যবস্থা চালু করার পর তার ছবি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং স্কুল শিক্ষাদপ্তরও বিষয়টিতে যথেষ্টই খুশি। হরিহরপাড়ার ওই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রেয়সী মন্ডল বলেন,' আগে আমরা যখন পেছনের বেঞ্চে বসতাম তখন পড়াশোনা বুঝতে অসুবিধা হলেও লজ্জার কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলতে পারতাম না। নতুন এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর আমরা সবাই শিক্ষকদের সামনেই বসছি। শিক্ষকরাও আমাদের সকলকে প্রশ্ন করছেন এবং কেউ পেছনের বেঞ্চে লুকিয়ে থাকতে পারছে না।'

জয়নগরের ময়দা থেকে ধর্মতলা সাইকেল চেপে ২১ জুলাইয়ের সভায় দুই তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ লক্ষ্য একুশে জুলাইয়ের সভা। আর তাই ৫৫ কিলোমিটার রাস্তা সাইকেলে চেপে জয়নগর থেকে দুই ভাই রওনা দিল ধর্মতলার পথে। একুশে জুলাই আবেগ ভরা তৃণমূলের মহাসমাবেশ। আর সেই মহাসমাবেশে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিশা ও নির্দেশনা শুনতে রবিবার সকালে জয়নগর বিধানসভার ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা গ্রাম থেকে সুশিক্ষিত সাইকেলে চেপে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূল অন্তপ্রাণ দুই ভাই মনিরুল সাফুঁই ও ইকবাল সাফুঁই। তাদের এই সাইকেল যাত্রাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য হাজির ছিলেন স্থানীয় ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান মানু মন্ডল ও উপপ্রধান আব্দুর রহিম মোল্লা। পরে জয়নগরের দক্ষিণ বারাশতে তৃণমূল কর্মী ওই দুই ভাইক গলায় ফুলের মালা পরান জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও জয়নগর এক নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস। এদিন বিধায়ক বলেন,তাদের এই যাত্রার সাফল্য কামনা করি।

আক্রমণাত্মক দিলীপ, খড়্গাপুরে ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালনের ঘোষণা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ 'বঙ্গ বিজেপিতে কোণঠাসা দিলীপ ২১-এর মঞ্চে যোগ দিতে পারেন তৃণমূলে।' গত কয়েকদিন ধরে বঙ্গ রাজনীতির অলিতে গলিতে শোনা যাচ্ছিল এমনই জল্পনা। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন বাংলায় দিলীপ তখন দিল্লি। শনিবার সেখান থেকে ফিরেই নব উদ্যমে মাঠে নামার বার্তা দিলেন একদা বঙ্গ বিজেপির কাণ্ডারি। ১৯ জুলাই ঘোষণা করে দিলেন, ২১-এর শহিদ মঞ্চে তিনি যোগ দেবেন ঠিকই, তবে তৃণমূল নয়, খড়গপুরে বিজেপির শহিদ সভায়। শুক্রবার দুর্গাপুরে মোদির সভায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'দল না ডাকলেও বিজেপির সাধারণ কর্মী হিসাবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত থাকবেন।' কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলান। বলেন, 'আমাকে কর্মীরা ডেকেছিল তাই যাব বলেছিলাম। কিন্তু পার্টি হয়ত চায়নি আমি যাই সেই জন্য যাচ্ছি না।' বিশেষ কাজে দিল্লি যাওয়ার কথা জানান। শনিবার দিল্লি থেকে ফিরে দিলীপ বলেন, 'আমার মনে হল, আমি গেলে আমায় কোথায় রাখা হবে সেটা ঠিক করতে পারছে না। সে জন্য যাব না। সেই সময় মাননীয় সভাপতি (নাড্ডা) ডাকলেন, আমি দিল্লি চলে গেলাম।' পাশাপাশি দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে কী আলোচনা হল সে বিষয়ে জানান, 'রাজ্যের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। সামনে বিধানসভা ভোট। তার সংগঠন, প্রস্তুতি সবকিছু নিয়েই আমাদের কথা হয়েছে। উনি জানিয়েছেন, রাজ্যে ফিরে গিয়ে জোরদার লড়াই করুন।' নাড্ডা সাক্ষাৎ সেরে বাংলায় কর্মসূচিরও ঘোষণা দিয়ে দেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, ত্বাংলায় প্রায় আড়াইশো কর্মী তৃণমূলের হিংসার বলি। ২১ জুলাই খড়গপুরে শহিদ স্মরণ দিবস পালন করে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাব।দ পাশাপাশি নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টেও ২১ জুলাইয়ের খড়গপুরের গিরি ময়দানে দুপুর ৩টেয় শহিদ স্মরণ দিবস পালনের ডাক দেন দিলীপ।

এক্সপ্রেসের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু, রেলকর্মীদের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর.

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাতির মৃত্যুকে ঘিরে বন দফতরের দায় চাপানোর অভিযোগ খারিজ করে প্রেস বিবৃতি জারি করল রেল কর্তৃপক্ষ। গত ১৮ জুলাই রাতে ঝাড়গ্রাম ও সরডিহা স্টেশনের মাঝে বাঁশতলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ডাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় এক মা হাতি ও তার দুই শাবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনার জেরে রেলের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে এফআইআর দায়ের করে বন দফতর। তবে শনিবার প্রকাশিত বিবৃতিতে রেল কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দেয়, এই মৃত্যুর দায় তারা মানছে না। রেলের দাবি, বন দফতরের তরফে কোনও লিখিত বা টেলিফোনিক বার্তা দেওয়া হয়নি। সাধারণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রাত ১০টা ৫৬ মিনিটে একটি সতর্কতা পাঠানো হলেও, গভীর রাতে এমন বার্তা সঙ্গে সঙ্গে পড়া প্রত্যাশিত নয়। রেলের বক্তব্য, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বন আধিকারিকদের উচিত ছিল নিশ্চিতভাবে ফোনে বা লিখিতভাবে যোগাযোগ করা। উদাহরণস্বরূপ রেল স্বীকার করেছে, গত ৬ জুলাই মানিকপাড়া রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার একটি লিখিত মেমো দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। অতীতেও এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেমন চলতি বছরের ৮ মে, ১ এপ্রিল, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ও ২৪ জানুয়ারি গত পরশু (শুক্রবার) রেল কর্তৃপক্ষ যৌথ পরিদর্শনের প্রস্তাব দিয়েছিল ও শনিবার বন দফতর ও রেলের আধিকারিকরা মিলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেন। রেল ও বন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতেও হিজলিতে খড়গপুর ডিভিশন অফিসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএম কে আর চৌধুরী ও মুখ্য বনপাল বন্যপ্রাণ (দক্ষিণবঙ্গ) সন্দীপ সুন্দ্রিয়ালের উপস্থিতিতে রেল ও বন দফতরের বৈঠক হয়। রেল লাইনের উপর থাকা করিডোরে হাতি পারাপারের ক্ষেত্রে রেল দুর্ঘটনা রুখতে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। হাতি মৃত্যুর তদন্ত এখনও চলছে। রেল কর্তৃপক্ষ বৈঠক শেষে এক সংবাদ বিবৃতিতে জানায়, হাতি যাতে নিরাপদে লাইন পারাপার করতে পারে তার জন্য রেল ও বন দফতরের মধ্যে উন্নত সমন্বয় রাখা হবে। আগাম সতর্কতার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। রেল জানিয়েছে, ৫ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও, তারা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বন দফতরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করবে। রেল ও বন দফতর যৌথভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মুখ্য বনপাল বন্যপ্রাণ (দক্ষিণবঙ্গ) সন্দীপ সুন্দ্রিয়াল বলেন, 'হাতির করিডোরগুলিতে তারা কীভাবে তাড়াতাড়ি রেললাইন পারাপার করতে পারবে সেই সমস্ত বিষয়ে রেলকে সঙ্গে নিয়ে খতিয়ে দেখা হয়। প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে ঝাড়গ্রাম জিআরপি থানায় জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের চালক, সরডিহা স্টেশন ম্যানেজার এবং খড়গপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল ট্রাফিক ইন্সপেক্টর রেল এই তিনজনের নামে ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের তরফ থেকে এফআইআর করা হয়। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন আইন ১৯৭২, এলিফ্যান্ট রিজার্ভেশন আইন ১৮৭৯ এবং বিএনএস ৩২৫ স্বেচ্ছায় গুরুতর আঘাত করা এই ধারায় মামলা রুজু করে জিআরপি। ঝাড়গ্রামের ডিএফও ফরেস্ট অফিস) উমর ইমাম বলেন, 'জিআরপি থানায় রেলের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। আগামী দিনে রেল ও বন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হবে।

লাগাতার বর্ষণে ইছামতি নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে ভাঙ্গতে পারে কাঠের সেতু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ভোট চেয়েছিলেন। ভোট দিলেও' গ্রামবাসীরা আজও পেল না কংক্রিটের সেতু! কবে হবে কেউ জানে না, সেতু হারিয়ে একের পর এক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে স্বরূপনগরের দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরুণীপুরে কাঠের সেতুর একপাড়ে রয়েছে বনগাঁ ব্লকের গোপালপুর অন্য পাড়ে রয়েছে স্বরুপনগর ব্লকের তরণীপুর দুই পাড়ের মানুষের নিত্য প্রয়োজনে পারাপার করতে হয় এই সেতু দিয়ে। আর সেই সেতুর হাল একেবারেই বেহাল। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিন ধরে কংক্রিটের ব্রিজ এর দাবি করলেও কয়েকবার শিলান্যাস হয়ে যাওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি কংক্রিটের সেতু, তার বদলে মানুষের মন রক্ষা করতে ইছামতির উপর তৈরি করা হয় একটি কাঠের সেতু ইতিমধ্যে এই সেতুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।একদিকে গত কয়েকদিন ধরে টানা বর্ষণের ফলে ইছামতি নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে অন্যদিকে পদ্মা এবং যমুনার খালে ব্যাপক পরিমাণে কচুরি পানা জলের অভাবে আটকে ছিল বৃষ্টির জল পড়তেই জমে থাকা কচুরিপানা ব্যাপক পরিমাণে বেরিয়ে নদীকে গ্রাস করে নিয়েছে, যার কারণে সেই চাপ গিয়ে পড়ছে স্বরূপনগর ব্লকের যে কটি কাঠের সেতু রয়েছে প্রতিটা সেতু একেবারেই শেষ পর্যায়ে। বেশ কয়েক দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির ফলে নদীতে ব্যাপক স্রোত এবং সেই স্রোতে কচুরিপানায় এসে চাপ দিচ্ছে তরুণীপুর কাঠের সেতুর উপরে তাই যে কোন মুহূর্তে ভাঙতে পারে এই সেতু এমনটাই আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন আগে স্বরূপ নগর এর কাটাবাগান এবং চারঘাটের একটি সেতু ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাই আগেভাগে প্রশাসন সতর্ক হোক। তা না হলে আবারো লক্ষ লক্ষ মানুষের রাস্তা হারাতে হবে এই সেতু যদি ভেঙে যায়। বনগাঁ সংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ভোটের আগে কথা দিয়েছিলেন তরণীপুর সহ একাধিক কাঠের সেতু গুলি কংক্রিটের করা হবে, নদীগুলি ড্রেসিং করা হবে পাশাপাশি কর্মসংস্থানের রোগ আশ্বস্ত করেছিলেন গ্রামবাসীদের সেই উদ্যোগ নিয়ে তরণী পুরের এই কংক্রিটের সেতু হওয়ার জন্য শিলান্যাস করেছিলেন তারপর পুরো বিষয়টি অথই জলে পড়ে রয়েছে। বিরোধীরা এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে পিছপা হচ্ছে না, তারা জানাচ্ছেন সাংসাদের কোটায় এই সেতু করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল সেই অর্থ কোথায় গেল? কেন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এই সেতু কংক্রিটে হবে না এর পুরো জবাব সাংসদ কে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কথামতো বোঝা যাচ্ছে যে এই সেতু নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে আদৌ কি এই অসহায় গ্রামবাসীরা কংক্রিটের সেতু দিয়ে হেঁটে পারাপার হতে পারবে? না সংসদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি রয়ে যাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩০, সোমবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩২

বাংলার শাড়ী বালুচরি

বালুচরি ও পূজার কেনাকাটা। অমায়িক দোকানদার তেনাকে সক্কালবেলাই সুসংবাদ দিয়েছেন। ভদ্রমহিলা আমাকে বগলদাবা করে গড়িয়াহাটে নিয়ে গিয়ে ফেললেন। এখানে ঘাড় নাড়া ছাড়া আমার কোনো ভূমিকা নেই। তাই, লেমন টিতে চুমুক দিতে দিতে কুতকুতে চোখ মেলে মোবাইলে প্রুফ দেখে চলেছি। আচমকাই খট করে লাগল কানে, শ'দুই বছরের পুরাতন বালুচরি ঘরানার ডিজাইন এটা। এক্কেবারে অথেনটিক।আমতা আমতা করে বললুম, এ তো আরও পুরাতন। গিন্নি রাম চিমটি কাটলেন। এটা তোমার ফেসবুকের দেওয়াল নয়, বকা বন্ধ কর। নাহলে, বাইরে গিয়ে ধোঁয়া খাও। উঠেই যেতুম কিন্তু রোখ চেপে গেল। দৃঢ় স্বরে বললুম, বালুচরি ২০০ বছরের পুরাতন নয়। আরও বেশি প্রায়, ৩৫০ বছরের কাছাকাছি। আর সে ডিজাইন এ রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা বা রাধাগোবিন্দ ছিলেন না। তাতে গড়গড়ায় টান দেয়া আছো আব বাদশা বেগমের কাজ থাকত! মিনার থাকতো গম্বুজ থাকত। মালকিন ভদ্রমহিলা বেশ পরিচিত মুখগ্ধ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় প্রতিদিনই আসেন। পাশে টুল নিয়ে বসলেন। সম্মতি বুঝে ঝুলি ঝাড়লুম। রিবেট হতে পারে... মায় বউয়ের কাছে কলার তোলার সুযোগ। আরঙ্গজেবের বদ নাতির সাথে বেদম ঝগড়াঝাঁটির পর মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে এসে বসলেন মুর্শিদাবাদে। সাথে করে নিয়ে এলেন ঢাকার কিছু বস্ত্র বয়ন শিল্পীকে। অধুনা জিয়াগঞ্জ এর কাছাকাছি ভাগীরথীর বালুচড়ায় শিল্পীদের থাকার জায়গা দিলেন। শিল্পীরা জায়গা পেল, মান পেল। মুর্শিদকুলি খাঁ-র চরিত্রটি ছিল কর্মবিলাসী। যারা কাজ করত তাদের তিনি খুশি করে দিতেন। অতএব শিল্পীরাও তারা মনের সুখে তাদের কাজ চালিয়ে গেল। বালুচর থেকে শাড়ির নাম হল বালুচরি। বেশ নাম হল। বাধ সাধল ভাগীরথীর বন্যা, ভেঙে ধুয়ে গেল বালুচর। তাঁদের আর কে দেখে। নবাব গত হয়েছেন। যিনি আছেন তিনি নিজেই তখন টলমল। বেচারা শিল্পীরা গিয়ে উঠলেন বিষ্ণুপুর। তখন গোপাল সিংহ মল্ল সিংহাসনে বসে আছেন তিনি এবং সাহিত্যের দারুন অনুরাগী ছিলেন। জোড় মন্দির, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার কাজ। আশা ছিল, এহেন মানুষ কদর করবেন। অনুমান সত্যি হল। সাদরে গ্রহণ করলেন বালুচরের শিল্পীদের। আবার শুরু হল বালুচরির যাত্রা। তবে এবার পটপরিবর্তন হল। শাড়ির কাজে রামায়ণ-মহাভারত এল, নারায়ণ এলেন, গোবিন্দ এলেন, এল পৌরাণিক বিভিন্ন গাথা। অর্থাৎ বালুচরি, বালুচরি নাম পেয়েছিল মুর্শিদকুলি খাঁ সময় থেকে। কিন্তু তার পূর্ব হতেই ঢাকায় বেগমদের জন্য রেশমের উপর মোটিফের কাজ করা অর্থাৎ গল্প বলা শাড়ীর প্রচলন ছিল, তবে তার নাম অন্য ছিল। কাজেই এই বিশেষ ঘরানার উৎপত্তি অফিসিয়ালি সাড়ে তিনশো বছর হলেও আনঅফিসিয়ালি বলা মুশকিল। তাই সীলমোহর দিয়ে মুর্শিদাবাদই এর জন্মস্থল। আধুনিক বালুচরিকে তাবড় জগতের সাথে পরিচয় করান শ্রী শুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সেই সময় হ্যান্ডিক্র্যাপ্টের রিজিওনাল ডিজাইন হেড ছিলেন। তিনি সেই লুপ্ত বালুচর গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে, কোনওমতে একটি সংরক্ষিত আঁচল উদ্ধার করে আনেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিষ্ণুপুরের শিল্পী অক্ষয় দাস রিভার্স ডিজাইন করে পুরাতন ও নতুন ঢং মিশিয়ে বালুচরির পুনর্বয়ন শুরু করেন। ১৯৬৩ থেকে ২০২৫ সেই জয়যাত্রা অব্যহত। এখনও বালুচরির কদব।। মহিলা মহলে এর মূল্য আছে। যা কিছু আমাদের, তা ধরা থাক এটুকুই চাওয়ায়।

কথা সাহিত্যিক বনফুল

কঠিন অস্ত্রোপচার করাতে বনফুল নার্সিং হোমে ভর্তি হবেন শুনে সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী তাঁর স্বামীকে নিয়ে দেখা করতে গিয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবীর স্বামী বনফুলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন- কী পড়ছেন এত মন দিয়ে? উত্তর শুনে কার্যত স্তম্ভিত হবার জোগাড়!পড়ছিলেন পৃথিবীতে কত প্রজাতির ব্যাঙ আছে তার ইতিবৃত্ত। বললেন 'ভারী ইন্টারেস্টিং বই বুঝলে ,যদি নার্সিংহোম থেকে আর ফেরা না হয়,এটা আমার অজানা থেকে যাবে। তাই যেটুকু বাকি আছে তাড়াতাড়ি শেষ করছি। এর আগে আশাপূর্ণার স্বামী ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন 'কতদিন আপনাকে বেলভিউতে থাকতে হবে দাদা? বনফুল হেসে বললেন, 'বেঁচে ফিরলে সপ্তাহ ছয়,না ফিরলে ওখানেই শেষগ্ধনা ফিরতেও পারি। জীবনমরণের ব্যাপার তো!' সাহিত্যিক বনফুল দীর্ঘকাল ভাতের সঙ্গে মাংস খেতেন, রাতে মাংস, দিনে দু'রকম মাছ না হলে চলত না, পরিমাণ নেহাত খুব কম নয়,খেতে পারতেন খুব ঝালও,নিজের মুখে বলতেন মাংস খাওয়ার পর মিস্টি খাওয়া ভাল। শুধু বলা নয় ডায়াবেটিসের রোগী হয়েও রাজভোগ খেতেন নিজের হাতে,আবার নিজের হাতে নিজের ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতেন,ডাক্তার ছিলেন,বিদ্যাটা নিজের উপর চমৎকার ভাবে প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে বনফুল তাঁর অসমান্য জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামলাতে পারছেন না,কারণ ল্যাবরেটরির কাজের জন্য দিনের বেলা লেখার সময় পাচ্ছেন না একদম। সেইসময় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় খেয়ে শুয়ে পড়তেন,ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠতেন ঠিক রাত্রি একটার সময়। টানা তিন ঘন্টা লিখে চারটের সময় আবার ঘুমাতে যেতেন উঠতেন বেলা আটটায়। সাহিত্যচর্চা করে যে অর্থাগম হবে একথা তিনি ভাবেন নিগ্ধ সেই অর্থ যখন নিজে থেকে আসতে লাগল, বনফুলও লেখার বেগ বাড়িয়ে দিলেন। ক্রমেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁর রচনায় যেমন আছে অতি ক্ষুদ্র গল্প আবার আছে অতি দীর্ঘ উপন্যাস। রসে,বশে,কোমলে,ভোগে,যোগে বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বনফুলের জীবনদর্শনের ভঙ্গি বেশ আশ্চর্য রকমের স্বতন্ত্র। ডাঃ চারুব্রত রায় শর্ত দিয়েছিলেন কলকাতায় প্র্যাকটিস করা যাবে নাগ্ধ বললে হয়ত সত্যের অপলাপ হয় না,ভাগলপুরের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক বনফুলকে যে বৈচিত্র্য দিয়েছে ডাক্তার বাবুকে সেটা দেয় নি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

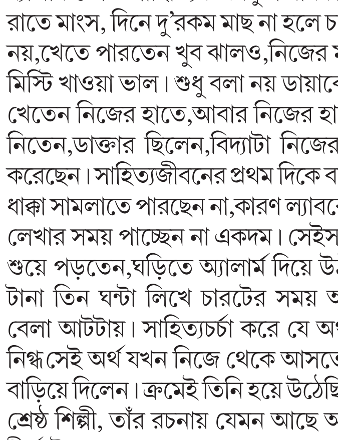

ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা কররে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। র্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে।

রাজ্য রাজনীতিতে শাসক দলের বার্তা উঠে আসছে একুশে জুলাই-এর শহীদ দিবসে

বিশেষ প্রতিবেদক

একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিন রাজ্য রাজনীতির ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার বার্তা দিতে চলেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জাতীয় রাজনীতির পরিস্থিতি কোনও দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাতে চাইছেন না। তিনি পরিস্কার করে করতে হবে। সেই আসন সংখ্যাকে আগামি দিনে আরও বৃদ্ধি করতে হবে বলে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ওড়িশা কেন্দ্রীয় রাজনীতির দলের পাশে রয়েছে। ফলে সেখানকার রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপি বেশি কদর। দিল্লি এবং জাতীয় রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে ঘরের রাজনীতির অবস্থা একবারে কাহিল

সমর্থকদের বলে দিচ্ছেন যে এবার থেকে রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে এগিয়ে রাখতে হবে। সেই কারণে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাদ যাচ্ছে না দার্জিলিংও। এবারে দার্জিলিংয়ে গিয়ে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন দার্জিলিং ভাগ করা নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করছেন তাদেরকে রাজ্য সরকার আর আমল দিতে চায় না। সেই কারণে বিমল গুরুংকে এখন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে বেশি পাত্তা দিচ্ছেন না। তিনি তাঁকে একেবারে একঘরে করে রেখে দিয়েছেন। যারা গোর্খাল্যাণ্ড দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে এখন আর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি আমল দিচ্ছেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থাকবে। একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিন নেত্রী পরিস্কার করে বলে দেবেন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্বকে অটুট রাখতে হবে। জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করার চেয়ে রাজ্য রাজনীতির ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল নেত্রী একেবারে আশাহত। তিনি এ ব্যাপারে আর কোনও আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। তিনি বলেছেন, এবার থেকে রাজ্যের রাজনীতির দিকে তৃণমূল কংগ্রেস বেশি করে নজর দেবে। সংসদের লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি আর রাজি নন নেত্রী। এবারে সেটার মেরামত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন নেত্রী। নেত্রী মমতা বলেছেন, সংসদের আসনকে সুদৃঢ় করতে হবে। এর ওপরে ভিত্তি করে কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইছেন। কেন্দ্র সব সময়ে চাইবে পশ্চিমবঙ্গ তাদের অনুকূলে রায় দিক। কেন্দ্র রাজ্যকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। রাজ্য সরকারের নিজস্ব শক্তি রয়েছে তার ফলে কেন্দ্র প্রায় সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দিল্লিতে রাজ্য সরকারের একটিগুরুত্ব থাকবে যদি এই সংখ্যাক আসনকে বজায় রাখা সম্ভব হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে পশ্চিমবঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে একেবারে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হিসাব কষে দেখেছেন যে বিরোধীরা যদি পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী হয় তাহলে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে দিল্লি একেবারে পাত্তা দেবে না। উল্টে তারা প্রায় সময়ে বিভিন্ন কথা বলে রাজ্যেকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু দিল্লি যাতে রাজ্য সরকারের কথাকে প্রাধান্য দেয় তার জন্য আরও বেশি করে লোকসভার সংসদ এর প্রয়োজন রয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে কথা বলার মতো শক্তি কংগ্রেস এবং বাম দলের নেই। তারা এখন বিজেপি বিরোধী জোট করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এখন বিজেপি বিরোধী জোটের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপি বিরোধী জোটের কোনও নির্দিষ্ট নীতি নেই। শুধু মাত্র বিজেপি দলের বিরোধিতা করা ছাড়া। এটাকে নেত্রী একেবারে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে তাদের কোনও অভিযোগ নেই। বিজেপি দল যে নীতি নিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার বিরোধিতা করছে। হিন্দুত্বের নীতি গ্রহণ করে বিজেপি দল চলতে শুরু করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে বিজেপি পরিচিত। সেই কারণে বিজেপি দলের সঙ্গে নীতির লড়াই করছেন নেত্রী। বিজেপি দলের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু বিজেপি দল যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলকে পরিচালনা করছে তাতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই কারণে নেত্রী এই বিজেপি দলের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে রামায়ণ ভারতের মহাকাব্য। এটা ভারতের সম্পদ। রাম নাম গ্রহণ করতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিজেপি দল রামনামকে রাজনীতির প্রাঙ্গনে নিয়ে এসেছে। রামকে সমানে রেখে রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। রামকে নিয়ে রাজনীতি করাটাই তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ। সেই কারণে বিজেপি সমর্থকেরা যখন জয় শ্রীরাম বলে ধ্বনি দিতে থাকে তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। ধর্মতলার শহিদ দিবসের দিন নেত্রী মমতা এবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন যে আগামী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দলকে শক্তিশালী এবং বিরোধী দল বিজেপি যাতে একটি আসনও লাভ না করে। এ ব্যাপারে দলের নেতা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হামিক বলেছেন নেত্রী আগামি দিনে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও পথ ধরে চলবে তা নিয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। দলের প্রতিচি সদস্যকে তা মেনে চলতে হবে। সেই পথ ধলে তৃণমূল কংগ্রেস চলবে। তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সেলের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণরা আগামি দিনে কোনও পথ ধরে দলকে পরিচালনা করবে তার দিশা দেখাতে চলেছেন। দলের শীর্ষ নেতা সুব্রত বক্সিও দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করতে চলেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। করোনা আবহের কারণে একুশে জুলাই শহিদ দিবস পালন করা একেবারে সম্ভব হয়নি। তখন ভার্চুয়াল সমাবেশ করার আয়োজন করা হয়েছিল।এবারে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিশাল সমাবেশকে সফল করে তুলতে ব্লক স্তর থেকে শুরু করে ওয়ার্ড স্তরে প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে বলা যেতে পারে। ধর্মতলার মঞ্চ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন দলের শীর্ষ নেতারা। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুব্রত বক্সি সহ আরও বেশ কয়েকজন মূল মঞ্চ পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি আগেকার শহিদ দিবসে সক্রিয়ভাবে কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করে দিয়েছেন একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে উৎসব। শহিদ স্মরণ দিবস নয়। কুনাল ঘোষ বলেছেন, শুভেন্দু অধিকারী আগে এই দলে ছিলেন। তখন তিনি এই শহিদ দিবসে উৎসব বলে আখ্যা দিতে পারেননি। আজকে তিনি বিরোধী দলের নেতা। সেই কারণে শাসক দলের শহিদ দিবসকে উৎসব বলতে আখ্যা দিতে শুরু করে দিয়েছেন। এদের কোনও নীতি নেই। এরা যে দলে থাকে সেই দলের হয়ে কথা বলে। তৃণমূল কংগ্রেসে থাকলে তৃণমূলের হয়ে কথা বলে। আরা বিজেপি দলে থাকলে বিজেপি হয়ে কথা বলে থাকে। আসলে এরা হচ্ছে পোষা ভাড়াখাটা লোক। মানুষ নয়। মানুষ হলে এই রকম কথা বলতে পারতেন না।

আগামী দিনে রাজ্যের বিধানসভার দিকে লক্ষ্য রেখেই এবারে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় নীতি ঘোষণা করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। তারা মনে করছে জাতীয় রাজনীতিতে একটি বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভবিষ্যতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকছেন না। তার স্থানে কেন্দ্রীয় বিজেপি দল নয়া প্রধানমন্ত্রী মুখ খুঁজে বের করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে তখনকার জাতীয় রাজনীতির একটি বিরাট পরিবর্তন হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীনিতে শাসক দল তাদের প্রাধান্য অটুট রাখতে প্রস্তুত। তারা পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছে যে এখন বাংলার জনগণ তৃণমূল কংগ্রেসকে চায়। অন্য রাজ্য থেকে বাংলা ভাষার মানুষকে বাংলাদেশি বলে বিতাড়িত করা হচ্ছে। বাংলা ভাষা বলাতে তাদেরকে পুলিশি হয়রানি করা হচ্ছে। বাঙালির অস্তিত্বকে রক্ষা করতে বাংলার সম্মানকে রক্ষা করতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদযাত্রা করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের ওপরে হেনস্থার জবাব দিতে চেয়েছেন। ফলে বিজেপি দল একন খুবই চিন্তিত। তারা এখন ভাবছে বাংলাভাষীদের ওপরে হেনস্থা নয়।

বাংলার কবি বিষ্ণু দে - এক ব্যতিক্রমী শিল্প চেতনা

বিশেষ প্রতিবেদক

কবি বিষ্ণু দে - এক ব্যতিক্রমী শিল্প চেতনা। কফি হাউজের আড্ডায় নিখিলেশ-সুজাতারা নিয়মিত তর্কে মেতে উঠতেন বিষ্ণু দে'কে নিয়ে। এই গানের সুবাদে হয়তো অনেকের কাছেই বিষ্ণু দে খুব পরিচিত একটি নাম। তবে শুধু নামটিই তার পরিচয় পেয়েছে, তিনি কিংবা তার কবিতাগুলো দূরেই রয়ে গেছে। খুব বেশি পরিচিত কবির তালিকায়ও তার নাম পাওয়া যাবে না।

তবু কফি হাউজের গানটি শুনতে গিয়ে কখনো না কখনো আপনার মনেও নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছিলো - তকে এই বিষ্ণু দে?

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের যে কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতা লেখার কলম ধরেছিলেন, তাদেরই একজন বিষ্ণু দে। কল্লোল যুগের পঞ্চপান্ডব কবি রবীন্দ্রবেষ্টনীর মধ্যেই সীমিত থাকলেও বিষ্ণু দে নিজেকে সেই সীমায় আটকাননি। তিনিই প্রথম খোলাখুলিভাবে বলতে পেরেছিলেন। বাংলা কবিতা তিরিশের দশকে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। তিরিশের কাব্যধারায় প্রথম যে কবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথও তরুণ সেই কবির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন নতুন পথের সম্ভাবনা।

তিরিশের কাব্য ধারায় বিষ্ণু দের মধ্যেই প্রথম রাবিন্দ্রীক কাব্যবলয় অতিক্রমণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্প সম্মত করে উপস্হাপনার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অপরিসীম। বিষ্ণু দে একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, শিল্পানুরাগী এবং চিত্র সমালোচক। ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই কোলকাতার পটলডাঙ্গায় তাঁর জন্ম। পিতা অবিনাশচন্দ্র দে ছিলেন অ্যাটর্নি এবং মা মনোহারিণী দেবী ছিলেন গৃহিণী। হাওড়া জেলার পাঁতিহাল গ্রাম থেকে আগত তার পূর্বপুরুষ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় বসবাস করতে আসেন। উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় জাগরণের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্ক ছিল বলে স্বদেশ আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে বিষ্ণু দে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএ (১৯৩০), সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি. এ. অনার্স (১৯৩২) এবং থেকে ইংরেজিতে এম. এ. (১৯৩৪) ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ১৯৩৫ সালে কলকাতার রিপন কলেজে যোগদান করেন। পরে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কলেজ এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন।

আধুনিক বাঙ্গালি কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু দে তাঁর কাব্য রচনার মূল গঠনে যেমন ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের চিহ্ন রেখেছেন, তেমনই কবি টি এস এলিয়টের রচনাশৈলী এবং ভাবনা দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি বামপন্থী দর্শনে উদ্বুদ্ধ বিষ্ণু দে-র রচনায় প্রভাব ফেলেছিল মার্কশীয় দর্শন। তিরিশের কাব্যধারায় বিষ্ণু দে-র মধ্যেই প্রথম রাবীন্দ্রিক কাব্যবলয় অতিক্রমণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্পসম্মত করে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অপরিসীম।

১৯২৩ সালে 'কল্লোল পত্রিকা' প্রকাশের ফলে যে নতুন সাহিত্য উদ্যম ও ব্যতিক্রমী শিল্প চেতনার সৃষ্টি হয়, বিষ্ণু দে ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩০ সালে 'কল্লোল পত্রিকা' বন্ধ হয়ে গেলে তিনি ১৯৩১ শে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয় পত্রিকা'র দায়িত্ব পালন করেন ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

কবি বিষ্ণু দের মধ্যে নতুন এক পথ দেখতে পেয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বেছে নিয়েছিলেন নগর জীবনের নাগরিক শব্দমালাকে, যে শব্দমালা তাঁর কবিতায় আমরা পাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তিনি নিজে 'নিরুক্ত' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। শুধুমাত্র সাহিত্যে নয় - শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিবিধ বিষয়ে তাঁর একাধিক বুদ্ধিদীপ্ত রচনা অভিনন্দিত হয়েছে।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আনয়নে তার অনেকটাই ভূমিকা ছিলো। প্রচন্ড প্রগতিশীল ভাবধারার এই কবি কবিতা ছাড়া গদ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন, কিন্তু কবিসত্ত্বাটিই তার সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এজন্য বিষ্ণু দে'কে জানতে হলে তার কবিতাকে জানাই যথেষ্ট। তার মতাদর্শ, জীবনবোধ, তাড়না, বাস্তববাদিতা সবকিছুরই দেখা মেলে তার কবিতায়। যা কখনো বিশ্বাস করেননি তা তার কবিতায় তিনি লেখেননি, কোনো মিথ্যে বিশ্বাস কবিতায় রেখেও যাননি।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪), 'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬), 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'(১৯৫৩), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' (১৯৬৩), 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' (১৯৬৬)। অনুবাদ কবিতাও কবির আছে।

স্যার আশুতোষ মুখার্জির কথায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ালেন সত্যেন বোস

বিশেষ প্রতিবেদক

ছোটবেলায় স্কুলে অংক পরীক্ষা দিয়ে ফিরলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'অংকে ১০০-র মধ্যে ১১০ পাবে তো?' কথাটির মানে তেমন বুঝতাম না। তবে সত্যিই এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কথাটি সত্যি প্রমাণ করেছিলেন। অথবা বলা যায় তাঁর জন্যই কথাটি প্রচলিত হয়েছে। হিন্দু স্কুলে হল তিনি পরীক্ষায় রেকর্ড স্কোর করেন যা এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষত আছে।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলেছিলেন , যখন তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবে , মনে রেখ ,এইরকম মেধা নিয়ে আর কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানী আসেননি।

তিনি বাংলা তথা ভারতের গর্ব বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৮৯৪

খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার গোয়া বাগান অঞ্চলে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পাশে ২২ নম্বর ঈশ্বর মিত্র লেনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম।

এন্ট্রান্সের টেষ্ট পরীক্ষায় তিনি অঙ্কের সব প্রশ্নগুলির উত্তর তো করেছিলেনই, উপরন্তু জ্যামিতির প্রশ্নগুলি একাধিক উপায়ে সমাধান করে দেন। অংকের শিক্ষক শ্রী উপেন্দ্রনাথ বক্সী খুশি হয়ে তাঁকে ১০০-র মধ্যে ১১০ দিয়েছিলেন। স্কুলের পর তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে আই.এস.সি পাশ করেন প্রথম হয়ে। এই কলেজে তিনি সান্নিধ্যে আসেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতন অধ্যাপকদের। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক এবং ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে একই ফলাফলে মিশ্র গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তবে যা শুনলে আপনি কিছুটা হলেও বিস্মিত হবেন তা

বিদেশে গিয়ে পড়ালেখা করার ইচ্ছে সত্যেন বসুর ছোটবেলা থেকেই ছিল। এম-এস-সি'তে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পাবার পর তাঁর শিক্ষক প্রফেসর ডি এন মল্লিক সস্নেহে ডেকে বললেন, এত বেশি নম্বর পেয়েছ পরীক্ষায়, বড় বেমানান লাগছে হেদ। সত্যেন্দ্র নাথ ভাবলেন এবার মনে হয় সুযোগ এলো বিদেশ যাবার। কিন্তু হল না। সে বছর পদার্থবিদ্যা বা গণিতের জন্য কোন বৃত্তি দেওয়া হল না। সবগুলো বৃত্তি পেল রসায়নের শিক্ষার্থীরা। এত ভালো রেজাল্ট করার পরেও ভালো কোন চাকরির ব্যবস্থা হল না। কিংবা বলা যায় এত ভাল রেজাল্টের কারণেই কোন চাকরি পাওয়া গেল না। এত ভাল ছাত্রকে কেউ সাধারণ চাকরি দিতে চান না। তাঁর বাবা রেলওয়ের বড় অফিসারদের ধরে রেলওয়েতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ রাজী হলেন না।

একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাছ থেকে ডাক এল। শুধু সত্যেন বসু নয়, তাঁর মত আরো সব কৃতী ছাত্রদের ডেকেছেন তিনি। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে লাইব্রেরি ঘরের পাশে স্যার আশুতোষের খাস কামরায় হাজির হলেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, শৈলেন ঘোষ। স্যার আশুতোষ শুনেছেন এই নবীন ছাত্ররা চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় পড়ানো হোক। তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, তোরা পড়াতে পারবি? সত্যেন বসু উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, যা বলবেন তা-ই যথাসাধ্য চেষ্টা করব। স্যার আশুতোষ সস্নেহে হাসলেন।

মেঘনাদ সাহার উপর ভার পড়লো কোয়ান্টাম থিওরি নিয়ে পড়াশোনার। সত্যেন বসুকে পড়তে হবে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি। কিন্তু বই পাবেন কোথায়? রিলেটিভিটির কিছু ইংরেজি বই পাওয়া গেল। শিবপুর কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ডঃ ব্রাউলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে পাওয়া গেল কিছু জার্মান বই। মেঘনাদ সাহা জার্মান শিখলেন এবং বইগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। কিছু প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গেল ফরাসী ভাষায়। সত্যেন বসু ফরাসী ভাষা শিখলেন বইগুলো পড়ার জন্য। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সত্যেন বসু সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টোলোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। একদিন ক্লাসে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ও অতিবেগুনি রশ্মি বিপর্যয় পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান তত্ত্বের দুর্বলতা বোঝাতে এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পার্থক্য তুলে ধরেন। ঠিক ঐ সময় তত্ত্বটিকে অঙ্কের মাধ্যমে বোঝাতে গিয়েই তিনি ভুলটা করে ফেলেন। পরে দেখা যায় তার ঐ ভুলের ফলে পরীক্ষার সঙ্গে তত্ত্বের অনুমান মিলে যাচ্ছে! তিনি তখন মনে মনে ভাবলেন, সে ভুল নিশ্চয় কোনো ভুল নয়। শুরু হলো তার উপর নিজের মতো করে গবেষণা। প্রথম প্রথম কেউ তার কথা মানতে চাননি। (বসু পরে তার ঐদিনের লেকচারটি একটি ছোট নিবন্ধ আকারে 'Planckós Law and the Hypothesis of Light Quanta নামে প্রকাশ করেন।)

পরবর্তীতে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ চিত্তে গবেষণাপত্রটি আইন স্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আইনস্টাইন পুরো ব্যাপারটি বুঝে ফেলেন এবং সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বসুর সেই ভুল অঙ্কটিই এখন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত। আইনস্টাইন এই ধারণাটি গ্রহণ করে তা প্রয়োগ করলেন পরমাণুতে। এই থেকে পাওয়া গেল নতুন কনডেনসেট যা এখন বোস- আইনস্টাইন কনডেনসেট নামে পরিচিত। এটি আসলে বোসন কণার একটি ঘণীভুত রূপ। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এক পরীক্ষায় এটির প্রমাণ পাওয়া যায়। আর বিশ্বজগতের যে কণাগুলোর স্পিন পূর্ণসংখ্যা বসুর নামে পল ডিরাক তার নামকরণ করা করেন বোসন কণা। ১৯২৪ সালে সত্যেন বসু গেলেন ইউরোপে শিক্ষা সফরে

পাঠকদের কলমে বলাই চাঁদ মুখার্জি

শংকরলাল কর্মকার

আনন্দবাজারের সাংবাদিক এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন -' অনেক পুরস্কার তো পেয়েছেন, কোনটিকে জীবনের সেরা পুরস্কার বলে মনে করেন? তিনি কিঞ্চিৎ ভেবে বললেন, ' সে অর্থে আমার জীবনের সেরা পুরস্কার কিন্তু অন্যরকম !' একটু খুলে যদি বলেন, দেখুন, ভাগলপুর রেল স্টেশনের দিকে একপ্রকার দৌড়েই যাচ্ছি, সাথে কুলি আছে।- কলকাতা যাবার বিশেষ তাগিদে ....রেল স্টেশনে পৌঁছনোর আগেই দেখি ট্রেন ছেড়ে দিল।

এবারে ট্রেন পরদিন। কি করব ভেবে পাচ্ছি না! এদিকে না গেলেই নয় ! এই রকম অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে স্টেশনের ভিতরে একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। ভাবছি, কি করা যায় ! কিছুক্ষণ পরেই দেখি যে প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনটি (কলকাতা যাবার) ছেড়ে চলে গেল এইমাত্র । ওই প্লাটফর্মেই পিছন দিক থেকে একটা ট্রেন ব্যাক করে আসছে! ট্রেন দাঁড়ালো ।অনেকেই হৈ চৈ করছেন । এক ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন, স্যার আমি আপনাকে চিনি ডাক্তার হিসেবে তো বটেই , কিন্তু তার থেকেও বেশী করে চিনি কারণ আপনার সব কটি লেখাই আমার পড়া।

আপনাকে দৌড়াতে দেখেই বুঝতে পেরেছি .....কলকাতা যাবার গাড়ী ধরতে আসছেন । আমিই স্যার এই ট্রেনের ড্রাইভার । তাই আপনার জন্যই গাড়ী ব্যাক করে নিয়ে এলাম । চলুন --- স্যার তাড়াতাড়ি চড়ুন।

একজন ট্রেন চালক রেল গাড়ী ব্যাক করে আমাকে ট্রেনে তুলে , তারপর আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করে। এর চাইতে বড় পুরস্কার কি হতে পারে।

তিনি বনফুল। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তখন তিনি বিহারের সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুলের ছাত্র। লেখালিখির শুরু তখন থেকেহ। সেই সময়ে 'বিকাশ' নামে হাতে লেখা পত্রিকায় কবিতা লেখালিখি চলত। পরে 'মালঞ্চ' পত্রিকায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ছাপা হল উ অসন্তুষ্ট হলেন হেডপণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা। তার মনে হল লেখালিখির কারণেই সংস্কৃতে কম নম্বর পাচ্ছেন বলাই। তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন বলাইকে। ফাঁপরে পড়ল কিশোর বলাই উ অগত্যা উপায় ? ছদ্মনাম নিলেন বনফুল। বনফুল ছদ্মনামেই চলতে লাগল লেখালিখি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না হেডপণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা-র কাছে ধরা পড়ে গেলেন। নির্দেশ অমান্য কেন? জানতে চাইলেন পণ্ডিতমশাই। বলাইয়ের জবাব, 'না লিখে পারি না যে'! পণ্ডিতমশাই আর বাধা দিলেন না। পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে তিনি স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

পরবর্তীতে একদিন জিজ্ঞেস করা হল, এত কিছু নাম থাকতে আপনার ছদ্মনাম বনফুল কেন? বনফুল বললেন - বন তাঁর বরাবরই খুব পছন্দের, বন তাঁর কাছে সবসময় রহস্য নিকেতন। তাই বনফুল নামটা তাঁর ভারী পছন্দের। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি। বনফুলের গল্পে বারবার উঠে এসেছে আর্ত , পীড়িতের কথা। নিরন্ন,খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের কথা। বনফুল হাজারেরও বেশি কবিতা, ৫৮৬টি ছোট গল্প, ৬০টি উপন্যাস, ৫টি নাটক, জীবনী ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস গুলি নিয়ে বিখ্যাত সিনেমাও হয়েছে - যেমন মৃণাল সেনের পরিচালনায় ভুবন সোম, ডা অগ্নীশ্বর প্রভৃতি উ সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ।

'তৃণমূলের এখন অনেক টাকা হয়েছে, তাই বিনা পয়সায় কেউ শহিদ দিবসে যান না'

তৃণমূল নেতার বক্তব্য পোস্ট সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২০ জুলাইঃ তৃণমূলের এখন অনেক টাকা হয়েছে। তাই কলকাতার তৃণমূলের শহিদ দিবসে বিনা পয়সায় কেউ যায় না। কেউ ট্রেনের এসি কামরায় আবার

কেউ বাসে করে কলকাতায় যায়। একুশে জুলাইয়ের ঠিক আগের দিনই জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের ভিডিয়োতে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। আর তা ঘিরেই শোরগোল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। ইতিমধ্যেই সেই ভাইরাল ভিডিয়ো নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এবং সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে সরব হয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। যদিও এই ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। প্রসঙ্গত, গত তিন দিন আগে পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা করা হয়। কয়েকদিন আগে বংশীহারীতে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সভাপতি সুভাস ভাওয়াল। ভিডিয়োতে তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে বলতে শোনা যায়, ''আমরা যা জানি এই ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁরা আর কেউ এসে বিনা পয়সায় যান না। তৃণমূলের এখন বা টাকা হয়েছে, তাতে কেউ বিনা পয়সায় যান না। বিনা পয়সায় যাওয়ার লোক এগুলা না। এরা মোটামুটি কেউ এসি, কেউ বাসে, কেউ ট্রেনে ব্যবস্থা করেছেন বা করবেন।'' তৃণমূল জেলা সভাপতির এই বক্তব্য সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়, যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলার রাজনীতিতে। যদিও নিজের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, ''এটা একান্তই আমাদের দলীয় ব্যাপার। কর্মীদের শাসন করতে যা বলার দরকার, সেটাই আমি বলেছি। সুকান্তবাবু আমার সম্পূর্ণ ভিডিয়োটি দেননি। মাঝখান থেকে কেটে ভিডিয়োটি নিজের মতো করে পোস্ট করেছেন। আমি ওই ভিডিয়োতে এটাই বলতে চেয়েছি নিজেদের এক একটি বিভিন্নভাবে চলে আসেন। এবারে যেন কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়েই তাঁরা ধর্মতলার উদ্দেশ্যে আসেন। সেই কথাই আমি বলতে চেয়েছি।'' যদিও কেবল বিজেপি নয়, এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কটাক্ষ করেছে সিপিএমও। সিপিএম নেতা অনিমেষ চক্রবর্তী বলেন, ''সুভাষবাবু জেনে বুঝে বলুক বা না জেনেই, তৃণমূল দলের যা বর্তমান পরিস্থিতি তা সত্যিটাই বলেছেন।''

নিজের তৈরি করা ফাঁদে মৃত্যু সন্তানের, দেহ ফেলে পালাল পরিবার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ জুলাইঃ নিজের তৈরি করা ফাঁদে খোয়ালেন নিজেরই সন্তানকে। বাড়ির সামনে বিচুলির গাদা রাখা ছিল, তাতে যাতে কেউ হাত না দেন, তার জন্য বিদ্যুতের তার ফেলেছিলেন তাতে। তাতেই তারেই বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল নিজের সন্তানের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়া থানার সন্নিয়া, সরদার পাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ফেরদৌসি খাতুন (২০)। খালেক সরদার নামে ওই ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সামনে বিচুলির গাদা দেওয়া আছে। কিন্তু সেই বিচুলি যাতে চুরি না হয় বা গরু ছাগলে খেতে না পারে সেই জন্য বিচুলি গাদার পাশ দিয়ে লোহার তার লাগিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে রাখে প্রতিদিন। শনিবার রাতেও একইভাবে রেখেছিলেন সেই বিচুরির গাদা। সকালে নিজের মেয়ে ফেরদৌসি খাতুন উঠোন ঝাড় দিতে গিয়ে সেই বিচুলি গাদায় হাত দেন এবং বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর তার বাবা-মা বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে ফেরদৌসি খাতুনকে উদ্ধার করলে তাঁরা বুঝতে পারেন শরীরে আর সাড় নেই। আর এর পরের ঘটনা আরও ভয়ঙ্কর। মেয়ের মৃত্যু হয়েছে, এটা দেখেই দেহ ফেলে পালান পরিবারের সদস্যরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করেছে। পরিবারের সদস্যদের ওপর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। এলাকার মানুষের দাবি, এই অন্যায়ের কাজের বিচার হওয়া উচিত।

শ্রী তুলসি অনলাইন.কম লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৯৯৯৯৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৫৭৬

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০০১,

ইমেলঃ investors@shreetulsionline.com ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **কোম্পানির তেতাল্লিশতম (৪৩তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সোমবার সকাল ১১:০০টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। **কোম্পানি ১৫.০৭.২০২৫ তারিখে ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদন** ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।

২. অধিকন্তু, এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬(১) (খ) অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী চিঠিটি ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি।

৩. ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সম্বলিত কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shreetulsionline.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। এর একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com/-এও পাওয়া যাবে।

৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ ('আইন') যা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের এমসিএ সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯/২০২৪ এবং এসইবিআই (এলওআরডি) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, যা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 এর সাথে পঠিত, তা মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল নিয়োগ করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ০৯:০০) থেকে
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	রবিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫:০০ টা) পর্যন্ত

এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না,

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে, সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ ('কাট-অফ ডেট') তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সভার সময় উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভার সময় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, অন্যথায় উভয় ভোটেই প্রদত্ত ভোট গণনার উদ্দেশ্যে কেবল ই-ভোটিং গণনা করা হবে,

গ. যে ব্যক্তির নাম কেবল কাট-অফ ডেটে সদস্যদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন,

ঘ. নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হয়ে ওঠা এবং কাট-অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ার ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তিঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা সিডিএসএল-এর প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে উল্লেখ করতে পারেন। কাট-অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত,

৫. আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের ধারা ৯১ এবং তদধীনে প্রণীত বিধি এবং এসইবিআই (এলওআরডি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।**

শ্রী তুলসি অনলাইন.কম লিমিটেড-এর পক্ষে
বিনোদ কুমার বোথরা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
(ডিআইএনঃ ০০৭৮০৮৪৮)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৯.০৭.২০২৫

আর কত দিন? কেন উদাসীন পঞ্চায়েত?

আরামবাগে রাস্তা আটকে তুমুল বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ২০ জুলাইঃ বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিতে জলে ডুবেছে আরামবাগ, খানাকুলের বিস্তৃর্ণ এলাকা। যে রাস্তাগুলি জেগে রয়েছে তারও সিংহভাগেরই অবস্থা বেহাল। অন্যদিকে গোটা এলাকাতেই বেহাল দশা একের পর এক সেতুর। দীর্ঘদিন থেকেই ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। এবার একেবারে পথ অবরোধ। স্থায়ী সেতু, রাস্তার বেহাল দশা, নদী পারাপারের জন্য নৌকার দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার বাসিন্দারা। শাসকদলের প্রধান ও উপপ্রধানের উদাসীনতার প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে তিনটি গ্রামের মানুষ একযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। খবর শুনেই ছুটে এসেছেন রামমোহন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুজিত ঘোষ। কিন্তু তাঁকে দেখেও তেড়ে যান আন্দোলনরত গ্রামবাসীরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় পুরশুড়া-খানাকুল রাজ্য

সড়কের কাছে খানাকুলের হেলান এলাকায়। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভের পর আরও বাড়ে তীব্রতা। রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপ্রান্ত থেকে বাঁশ ফেলে রাস্তাও আটকে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীদের স্পষ্ট কথা কারও যাতায়াত করার দরকার নেই। ক্ষোভের সুরেই গ্রামবাসীরা বলছেন, বারবার বলার পরেও পরিস্থিতির কোনওরকম পরিবর্তন হয়নি। ঠিক হয়নি রাস্তা, ঠিক হয়নি সেতু! কিন্তু এভাবে আর কতদিন? যদিও দ্রুত নৌকা আনার আশ্বাস দেন উপপ্রধান, রাস্তা মেরমতিরও আশ্বাস দেন! কিন্তু, তাতে যে খুব একটা চিঁড়ে ভিজেছে এমনটা নয়। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বচসাও হয় উপপ্রধানের। কেন সরকার, কেন পঞ্চায়েত এত উদাসীন? কেন হচ্ছে না এলাকার উন্নয়ন? প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়তে থাকেন গ্রামবাসীরা। সব মিলিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খানাকুল থানার পুলিশ। বেশ কিছু সময় পরে উঠে যায় অবরোধ।

রাতভর গর্জন, ভোর রাতে চা বাগানের মাঝে পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল সে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাইঃ গয়েরকাটা চা বাগানে ফের ধরা পড়ল চিতাবাঘ। স্বস্তির নিঃশ্বাস শ্রমিক মহলে। আবারও চিতাবাঘ ধরা পড়ল ডুয়ার্সের চা বাগানে। রবিবার সকালে বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা বাগানের আংড়াভাসা সেকশনে

বনদফতরের পাতা খাঁচায় ছাগলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ধরা পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। রবিবার সকালবেলা শ্রমিকরা বাগানে কাজে যোগ দিতে গিয়ে হঠাৎ চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাঁরা খাঁচার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, বনদফতরের ফাঁদে ধরা পড়েছে চিতাবাঘটি। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাগান এলাকায়। উৎসুক মানুষের ঢল নামে চা বাগানের সেই অংশে। প্রসঙ্গত, প্রায় দু'সপ্তাহ আগে এই গয়েরকাটা চা বাগানেই চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হয়েছিলেন চারজন শ্রমিক। সেই ঘটনার পর থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের তরফে এলাকায় একটি খাঁচা পেতে নজরদারি চালানো হচ্ছিল। অবশেষে সেই ফাঁদেই ধরা পড়ল চিতাবাঘটি। বন দপ্তরের কর্মীরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। বাঘটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর গভীর জঙ্গলে ছাড়া হবে বলে জানা গিয়েছে। চিতাবাঘ ধরা পড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন চা বাগানের শ্রমিকরা। তাঁদের কথায়, এই ক'দিন দারুণ আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম আমরা। এখন অন্তত নিশ্চিন্তে কাজে করতে পারব।

E-TENDER NOTICE

Online bids are invited for the year 2025-26 from the bonafied contractors for listed work under 15th F.C (Tied) and (Untied) in respect of **NIT no- 182/SUSU/2025, 183/SUSU/2025, 184/SUSU/2025,185/SUSU/2025, Dated-18.07.2025.** Last date of paper submission on **26.07.2025** for detail information contact to the undersigned.

Sd/- **Prodhan**
Susunia Gram Panchayet

যে এলাকায় একজনও সংখ্যালঘু নেই, সেখানেও ভোটার তালিকায় তাদের নাম!

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২০ জুলাইঃ সংখ্যালঘু ভূতুড়ে ভোটার! যে এলাকায় একজনও সংখ্যালঘু ব্যক্তি থাকেন না, বা যে এলাকায় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বই নেই, সেখানেই কয়েকজন সংখ্যালঘু ভূতুড়ে ভোটার। ভোটার তালিকা সংশোধনের পরেও দুজনের নাম রয়ে গিয়েছে। দাবি বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনের। অনুপ্রবেশকারীদের এলাকায় আশ্রয় দেওয়া ও ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার অভিযোগ তুলছেন তিনি। এই বিষয়ে এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধান গিয়ে সেই দু'জনের নাম চিহ্নিত করে ইতিমধ্যেই জেল প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি পুনরায় ভোটার তালিকা সংশোধন করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ঘটনা মালদহের গাজোলের। উল্লেখ্য, এই গাজোল থেকেই সম্প্রতি চার জন বাংলাদেশিকে ধরে পুলিশ। তাঁদের আরও লোকজন এক সঙ্গে এসে বসতি করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত চলছে। গাজোল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাকসল এলাকায় পরিদর্শনে যান গাজোল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উর্মিলা রাজবংশী। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, নতুন ভোটার লিস্টের দুইজন অপরিচিত ব্যক্তির নাম। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধানকে অভিযোগও

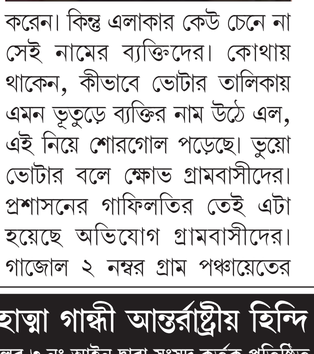

করেন। কিন্তু এলাকার কেউ চেনে না সেই নামের ব্যক্তিদের। কোথায় থাকেন, কীভাবে ভোটার তালিকায় এমন ভূতুড়ে ব্যক্তির নাম উঠে এল, এই নিয়ে শোরগোল পড়েছে। ভুয়ো ভোটার বলে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের। প্রশাসনের গাফিলতির তেই এটা হয়েছে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গাজোল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উর্মিলা রাজবংশী বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। যাঁদের নাম দেখা যাচ্ছে ভোটার লিস্টে, তাঁদেরকে চেনেন কিনা সে বিষয়েও প্রধান এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি এই বিষয়ে তিনি গজোল ব্লকের বিডিওকে বিষয়টি জানান। গাজোল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাকসোল এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও স্নেহাশিস টুডু বলেন, ''অভিযোগ পেয়েছি প্রশাসনকে জানিয়েছি। ভোটার লিস্ট থেকে নামগুলি দ্রুত বাদ দেওয়া হবে, তবে ভোটার লিস্টে নাম আসার বিষয়টি জানা ছিল না। ডাটা এন্ট্রির সময় অনলাইনে সমস্যা হতে পারে। নতুন ভোটার লিস্ট থেকে দুজন অপরিচিত ব্যক্তিদের নাম কাটা হবে।'' মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, ''বিজেপি বিহারে যেটা করছে, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট রায় দিয়েছে। ভোটার লিস্টে কারচুপি করে ইতিমধ্যেই বিজেপি দিল্লিতে জিতেছে।''

মহাত্মা গান্ধী আন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়

(১৯৯৭ সালের ৩ নং আইন দ্বারা সংসদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ঠিকানাঃ হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, গান্ধী হিলস, ওয়ার্ধা (মহারাষ্ট্র)-৪৪২০০২

ইমেলঃ ddeadmission@hindivishwa.ac.in ওয়েবসাইটঃ www.hindivishwa.org/distance

টোল ফ্রি নং. ১৮০০২৩৩১৫৭৫ / ৮২৭৫২২১৬১৯ এনএএসি কর্তৃক 'এ' গ্রেড স্বীকৃত

জ্ঞান শান্তি মৈত্রী

দূরশিক্ষা অধিদপ্তর

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা অধিবেশন জুলাই-আগস্ট, ২০২৫

হিন্দি মাধ্যমের নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলিতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছেঃ

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামঃ ১. মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ)** ২. ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (বি.এড.) ৩. সমাজবিজ্ঞান (এমএএস) ৪. এমএ ইতিহাস (এমএএইচ) ৫. এমএ রাষ্ট্রবিজ্ঞান (এমএপিএস)

পি.জি. ডিপ্লোমা এবং ডিপ্লোমা প্রোগ্রামঃ ১. জার্নালিজম অ্যান্ড ম্যাস কমিউনিকেশন-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিজেএমসি) ২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া অ্যান্ড ফিল্ম প্রোডাকশন-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিইএম অ্যান্ড এফপি) ৩. কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিসিএ) ৪. ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিসিডব্লিউ) ৫. ট্রান্সলেশন-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিটি) ৬. ড্রামা অ্যান্ড থিয়েটার-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিডি অ্যান্ড টি) ৭. মিডিয়া রাইটিং-এ পিজি ডিপ্লোমা (পিজিডিএমডব্লিউ) ৮. কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এ ডিপ্লোমা (ডিসিএ)

সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম (৬/৩ মাস)ঃ ১. সামাজিক নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থায় সার্টিফিকেট (সিএসএলঅ্যান্ডজি) ২. চীনা ভাষায় সার্টিফিকেট (সিসিএল) ৩. ফরাসি ভাষায় সার্টিফিকেট (সিএফএল) ৪. জাপানি ভাষায় সার্টিফিকেট (সিজেএল) ৫. স্প্যানিশ ভাষায় সার্টিফিকেট (সিএসএল) ৬. এনজিও প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট (সিএনজিওএম) (৩ মাস)

দ্রষ্টব্যঃ *শুধুমাত্র সদর দপ্তর থেকেই পরীক্ষা দেওয়া হবে / পরিচালিত হবে।
পরীক্ষা শুধুমাত্র ওয়ার্ধা সদর দপ্তর এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে - প্রয়াগরাজ এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

অনলাইন আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখঃ

সাধারণ প্রোগ্রামঃ ০৪.০৭.২০২৫ (শেষ তারিখঃ ৩১.০৮.২০২৫)

বি.এড. প্রোগ্রামঃ ০৪.০৭.২০২৫ (শেষ তারিখঃ ১৭.০৮.২০২৫)

আঞ্চলিক কেন্দ্র / শিক্ষা কেন্দ্রের তালিকা এবং আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২৩৩১৫৭৫/৮২৭৫২২১৬১৯ এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ভর্তি পোর্টালের লিঙ্ক

সাধারণ প্রোগ্রামঃ **https://mgahvdde.samarth.edu.in/**

বি.এড. প্রোগ্রামঃ **https://mgahvddeadmission.samarth.edu.in/**

cbc21207/12/0004/2526 (ডিরেক্টর)

বিশেষ ঘোষনা

আমি ভিনিতা আচার্য্য, স্বামী - অলোক আচার্য্য **''ইভি ফিউচার টেকনোলজিস্ট প্রা.লি.''** এর পক্ষে ডাইরেক্টর বিগত ইংরাজি ২০২৩ সালে হাওড়া D.S.R.-II অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৯৪১ নং দলিল দ্বারা ''মনোজ কুমার আগরওয়াল'' নিকট হইতে জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- নরেন্দ্রপুর, জে.এল নং- ২৯, এল. আর. দাগ নং-১৯৬, খতিয়ান নং- ৪৮৩০, মোট ১১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকে। উক্ত জমিতে বর্গা মকবুল মল্লিক নাম রেকর্ড আছে। বর্গা নাম কর্ত্তন করার জন্য জগৎবল্লভপুর B.L & L.R.O অফিসে আবেদন করিয়া থাকি, আবেদন এর ভিত্তিতে B.L & L.R.O অফিস থেকে বর্গাকে চিঠি পাঠিয়ে বর্গা মকবুল মল্লিককে কোনো রুপ খোঁজ পাওয়া যায়নি। উক্ত বর্গা মকবুল মল্লিক বা ওয়ারিশগন, এই দাগের বর্গার নাম কর্ত্তন করিবার সংক্রান্ত বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকিলে আগামি ৩০ দিনের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রইল। অন্যথায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী কার্য করা হবে।

Publised advertisment Memo No. 2568(1) (2)/ BLLRO/JBPUR/2025

বিশেষ ঘোষনা

আমি মনোজ কুমার আগরওয়াল, পিতা - লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়াল **''জে.বি.এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স প্রা.লি.''** এর পক্ষে ডাইরেক্টর বিগত ইংরাজি ২০২২ সালে হাওড়া D.S.R.-II অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫২০ নং দলিল দ্বারা ''ভগৎ প্রডিউশ এজেন্সি প্রা. লি.'' নিকট হইতে জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, মৌজা- কৃষ্ণনন্দপুর, জে.এল নং- ২০, এল. আর. দাগ নং-১০, খতিয়ান নং- ১০৩২, মোট ২০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকি। উক্ত জমিতে বর্গা মহবুল আহম্মদ আলী নাম রেকর্ড আছে। বর্গা নাম কর্ত্তন করার জন্য জগৎবল্লভপুর B.L & L.R.O অফিসে আবেদন করিয়া থাকি, আবেদন এর ভিত্তিতে B.L & L.R.O অফিস থেকে বর্গাকে চিঠি পাঠিয়ে বর্গা মহবুল আহম্মদ আলীকে কোনো রুপ খোঁজ পাওয়া যায়নি। উক্ত বর্গা মহবুল আহম্মদ আলী বা ওয়ারিশগন এই দাগের বর্গার নাম কর্ত্তন করিবার সংক্রান্ত বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকিলে আগামি ৩০ দিনের মধ্যে জগৎবল্লভপুর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রইল। অন্যথায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী কার্য করা হবে।

Publised advertisment Memo No. 2567(1) (2)/ BLLRO/JBPUR/2025

মাভেনস বায়োটেক লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭২৯৭ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২২৬

রেজিস্টার্ড অফিসঃ রুম নং.-৪০৭, ৪র্থ তল, প্রিমিসেস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেলঃ investors@mavesbiotech.com

ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **কোম্পানির ৪৩তম (তেতাল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১:৩০ মিনিটে** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। **কোম্পানি ১৫.০৭.২০২৫ তারিখে ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদন** ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।

২. এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬(১) (খ) অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত চিঠিটি ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানির সাথে বা কোম্পানির কোনও ডিপোজিটরি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি।

৩. ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সম্বলিত কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। এর একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com/-এও পাওয়া যাবে।

৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ ('আইন') যা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের এমসিএ সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৯/২০২৪ এবং এসইবিআই (এলওআরডি) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, যা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 এর সাথে পঠিত, তা মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল নিয়োগ করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ০৯:০০) থেকে
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	রবিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫:০০ টা) পর্যন্ত

এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না,

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে, সোমবার, অর্থাৎ ৪ আগস্ট, ২০২৫ ('কাট-অফ ডেট') তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সভার সময় উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভার সময় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, অন্যথায় উভয় ভোটেই প্রদত্ত ভোট গণনার উদ্দেশ্যে কেবল ই-ভোটিং গণনা করা হবে,

গ. যে ব্যক্তির নাম কেবল কাট-অফ ডেটে সদস্যদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন,

ঘ. নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হয়ে ওঠা এবং কাট-অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ার ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তিঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা সিডিএসএল-এর প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে উল্লেখ করতে পারেন। কাট-অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত,

৫. আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং এসইবিআই (এলওডিআর) প্রবিধানমালা, ২০১৫ এর ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, **সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ০৫.০৮.২০২৫ থেকে সোমবার, ১১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।**

মাভেনস বায়োটেক লিমিটেড-এর পক্ষে
জয় প্রকাশ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
(ডিআইএনঃ ০২৫২৫৪১৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৯.০৭.২০২৫

PUBLIC NOTICE

Loss of the share certificate

Notice is hereby given that share certificate no 135210,976318,1130526. for 270 equity shares of Rs. 10/- Only each bearing distinctive nos. 5578964 – 5578981, 18581704 – 18581739, 310241274 - 310241489 of SRF LTD. Registered in the name of NITYA NANDA DEY under folio no. N0001706 has been lost and has applied to the company to issue duplicate certificate. Now I Surya Kumar Dey S/O Late. NITYANANDA DEY am the Legal heir of this shares. Any person who has/have any claim in respect of the Said share certificate should lodge such claim with the company at its registered office The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, New Delhi, Delhi, 110091. within 15 days of the publication of this notice, After which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificate.

NIQ
Govt of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with 'Mahanayaker Smarane- Uttam Kumar Award Ceremony 2025' at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 24-07-2025 (Primary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/040 of 25-26]. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-025/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing : **23.07.2025 up to 05.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with 'Mahanayaker Smarane- Uttam Kumar Award Ceremony 2025' at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 24-07-2025 (Secondary Internet Feed)" [Job No. KIT/RW/041 of 25-26]. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-026/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing: **23.07.2025 up to 05.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD**
Kolkata IT Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-I, KMC** invites e-Tender online percentage Bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/192/WD-31/BR-III/Z-1/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at CIT Road and other places in Ward No.-31 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **4,96,244.36**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.**

(2) NIT No.: LTG/212/WD-31/BR-III/Z-1/25-26
Name of Work: **Improvement of Bustee lighting system at Narkeldanga Main Road Bustee and other Bustees in Ward No.-31.** Estimated Amount: ₹ **1,97,802.31**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No.: LTG/211/WD-33/BR-III/Z-1/25-26
Name of Work: **Improvement work of Park lighting arrangement at Gurudas Park, Trikone Park and other Parks under Ward No.-33.** Estimated Amount: ₹ **1,98,292.88**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No.: LTG/182/WD-31/BR-III/Z-1/25-26
Name of Work: **Repairing & replacement work of road side Garden lighting arrangement at U. C. Banerjee Road and other places in Ward No.-31.** Estimated Amount: ₹ **1,87,665.11**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date and time of submission of Bid: **30.07.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-Tender by Two Bid system for the following work:
NIT No.: LTG/146/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Short term lighting arrangement in surrounding areas of different Temples for Holy Sharban Month in Borough-V areas.** Estimate Amount: ₹ **1,98,924.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **28.07.2025 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2025 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E. E. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/318
Name of Work: **Repairing of Bustee lighting system at Motijheel Lane Bustee and other different places in Ward No.-56, Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,49,410.31**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/331
Name of Work: **Miscellaneous works for protection of Poles by using UPVC pipe for safety of pedastrian at R. N. C. Road, Kamardanga Road & surroundings in Ward No.-56, Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,58,962.18**. Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **29.07.2025 – 12.30 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for Technical Proposals: **30.07.2025 – 2.30 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2025 at 6 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/316
Name of Work: **Installation of Video monitoring system for Udjapan Community Hall at Southern Avenue in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimate Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **29.07.2025 – 6 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals: **29.07.2025 – 6.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2025 at 6 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **E. E. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-Tender online, two part Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/98/25-26/PD
Name of Work: **Replacement of defunct LED fittings at Subodh Park, Naskar Para, Subodh Garden etc. areas in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,88,846.49**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **30 days** . Last date and time of completion of Bid: **29.07.2025 upto 2 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/161/25-26/PD
Name of Work: **Improvement of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Coal India Housing, A. G. Bengal Housing, Purbasa etc. areas in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,98,961.78**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/172/25-26/PD
Name of Work: **Improvement of Bustee lighting arrangement at Sardar Para, Taltala, Bidhan Colony etc. Bustee and slum areas in Ward No.-103, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,054.18**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/173/25-26/PD
Name of Work: **Improvement of Bustee lighting arrangement at Briji Shibtala, Gazi Pukur etc. Bustee and slum areas in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,162.07**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 2 to 4). Last date and time of completion of Bid: **30.07.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **22.07.2025 from 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4). **(696/25-26)**

বিজ্ঞান-পরিবেশ

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় গ্রহাণু, যারগতি ১৪ হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টা

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় এক গ্রহাণু! আকারে সে একটি বাড়ির সমান! নাসা জানিয়েছে, আগামী ১৭ জুলাই সেটি পৃথিবীর কাছাকাছি আসবে। এটিকে 'নিয়ার আর্থ অ্যাস্ট্রয়েড' তথা এনইএ হিসেবে ধরা হচ্ছে। সংঘর্ষের সম্ভাবনা কতটা তা ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে বলে খবর। এই বিষয়ে অবশ্য সতর্ক করছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। জানিয়েছে, পৃথিবী থেকে নিরাপদ দূরত্ব দিয়েই সেটি চলে যাবে। ইসরোর তরফেও একই কথা জানানো হয়েছে। ১২০ মিটার ব্যাসের গ্রহাণুটি পৃথিবী থেকে ৪.১৫ মিলিয়ন কিমি দূর দিয়ে চলে যাবে। যদিও দূরত্বটা অনেক বেশি বলে মনে হতে পারে, তবে মহাজাগতিক দূরত্বের হিসেবে সেটা খুব বেশি নয়। গ্রহাণুটির গতি ১৪ হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টা। কিন্তু যদি এমন আকারের কোনও গ্রহাণু সত্যিই একদিন আছড়ে পড়ে

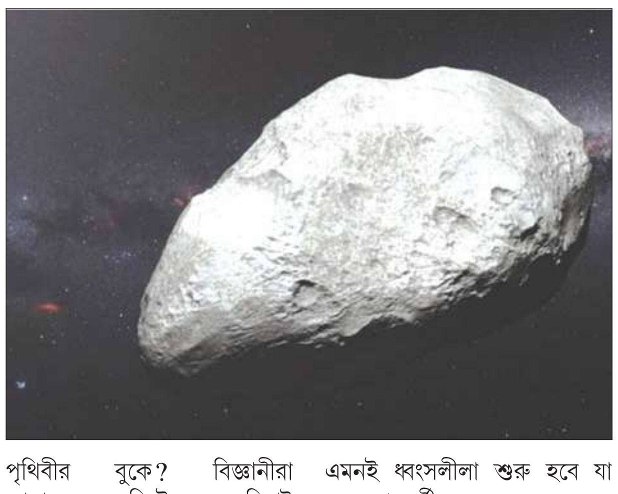

পৃথিবীর বুকে? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সত্যিই এমন বিরাট চেহারার কোনও গ্রহাণু আছড়ে পড়লে কয়েকশো পরমাণু বোমা ফাটার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। এমনই ধ্বংসলীলা শুরু হবে যা চলবে পরবর্তী কয়েক বছর ধরে। বহু বছরের জন্য পৃথিবীর আবহাওয়ার চেহারাই বদলে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে গ্রহের বহু অংশ। বিপুল প্রাণহানিতে পৃথিবী পরিণত হবে এক শ্মশানে।
প্রসঙ্গত, এই ধরনের আগন্তুক গ্রহাণু অতীতে বহুবার পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে, এবং পৃথিবীর বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করা ডাইনোসরদের অবলুপ্তির পিছনেও এই ধরনের মহাজাগতিক বস্তুর আছড়ে পড়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিক অতীতে বহুবারই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে মানব সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার নানা জল্পনা শোনা গিয়েছে। কিন্তু এবার কি হবে। তাই নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রপুঞ্জে দাপাদাপি

মহাশূন্যে দিনরাত কত কী মহাজাগতিক ঘটনা ঘটে চলেছে, তার হদিশ নেই। তার বেশিরভাগই বিজ্ঞানীদের নজরের বাইরে। তবু ইদানীং প্রযুক্তি আর নিত্যনতুন যন্ত্র উদ্ভাবনে মহাকাশের 'সব কিছু' ধরা দেয়। তেমনই এক ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এল। বিজ্ঞানীরা জানালেন, আমাদের সৌরজগতের বাইরে একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে। আর তার শক্তি এতটাই যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর রীতিমতো টলে গিয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্রে বড়সড় প্রভাব পড়েছে এর জেরে। এখন বিস্ফোরণ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য বিশ্লেষণ করে বিপদ আমাদের পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ স্যাজিটারিয়াস। তারই একটা নক্ষত্র SGR 1806-20. বলা হচ্ছে, সেখানেই দৈত্যের দাপাদাপি চলছে। বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছে। তা থেকে নির্গত অতিচৌম্বকীয় শক্তির প্রভাব এসে পড়েছে পৃথিবীতে। তা নজরে আসার পর পরীক্ষানিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য এই বিস্ফোরণের জেরে নির্গত

আলো নাকি পৃথিবীকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।এখনও পর্যন্ত এটা সৌরজগতের বাইরে সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরণ, তা জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিস্ফোরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, পূর্ণিমার চাঁদের যে আলো, কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য ততটা আলোকিত হয়েছিল পৃথিবী। আর শক্তির হিসেব করতে গিয়ে তাঁদের রীতিমতো চোখ কপালে! দেড় লক্ষ বছরে সূর্য যে পরিমাণ শক্তি দেয়, তার চেয়েও বেশি শক্তি নির্গত হয়েছে ওই নক্ষত্রে বিস্ফোরণের ফলে। গামা রশ্মিতে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর আয়ন তৈরি হয়েছে।আমেরিকার লস অ্যালামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড পালমারের কথায়, এটা এমন একটা ঘটনা, যা একজীবনে একবারই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তবে আমি এরকম দুটি ঘটনা দেখলাম। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরেও আমাদের ছায়াপথ থেকে এমন বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। টেলিস্কোপের মাধ্যমে তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। SGR 1806-20 নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, একটা সময় পৃথিবী থেকে প্রাণীদের বিলুপ্তির কারণ এই নক্ষত্র। ১০ আলোকবর্ষ পরপর এখানে এমন বিস্ফোরণ পৃথিবীর ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত করে সর্বনাশা কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাই এবারের বিস্ফোরণ কতটা প্রভাব ফেলবে, সেদিকে অবশ্যই নজর বিজ্ঞানীমহলের।

পৃথিবীর ঘূর্ণনে বদল, কমছে দিনরাতের দৈর্ঘ্য! বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকুন

বিরল মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে চলতি মাস। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতিতে বদল আসছে। তার জেরেই এ মাসের দু'দিন দিনরাতের দৈর্ঘ্য কমবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজির এক পদার্থবিজ্ঞানী জুডা লেভাইন হিসেবনিকেশ করে এমনই পূর্বাভাস দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, জুলাই এবং আগস্টের মোট তিনটি দিন পৃথিবী একটু বেশি গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। যার জেরে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যে ফারাক হবে। যদিও তা নগণ্য - কয়েক মিলিসেকেন্ড মাত্র। এমনটা হওয়ার কারণ কী? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, জলবায়ু বদলের একাধিক প্রভাবের জেরে এই বিরল ঘটনা ঘটতে চলেছে।বিজ্ঞানীদের নয়া গবেষণা অনুযায়ী, জুলাইয়ের ২২ এবং আগস্টের ৫ তারিখ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি একটু বাড়বে। মূলত চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে আমাদের গ্রহের এই দ্রুত ঘূর্ণন। আর তার জেরে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যে খুব সামান্য বদল হবে। হিসেব বলছে,

১.৫১ মিলিসেকেন্ড সময়ের হেরফের হতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানী জুডা লেভাইনের মতে, পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি বৃদ্ধির পূর্বাভাস যেমন আছে, তেমন পৃথিবীর গতি শ্লথ হতে পারে, তাও বলা যায়। এই ভারসাম্যটা জরুরি। আর তার প্রভাবে যা ঘটতে চলেছে, তা কিন্তু বেশ বিস্ময়কর।বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, এই যে জুলাই ও আগস্টের তিনদিন ১.৫১ মিলিসেকেন্ড করে সময়ের ফারাক হবে, বিশ্বের ঘড়িতে সামগ্রিকভাবে তার প্রভাব টের পাওয়া যাবে সেই ২০২৯ সালে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানীর কথায়, এটা আমাদের ভাবনার বাইরে। পৃথিবীর গতি হঠাৎ বেড়ে যাওয়া বা আচমকা কমে যাওয়ার কোনও ব্যাখ্যা নেই। অনেকে মনে করেন, এটা পৃথিবীর অভ্যন্তরের কিছু ঘটনার জন্য বলেই মনে হয়।তবে তিনি যাই বলে থাকুন, বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানীদের আরেকাংশ। বলা হচ্ছে, এই তিনটি দিন পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর চাঁদের অবস্থান থাকে সবচেয়ে কম দূরত্বে। ফলে টান বাড়ে। এদিকে, মেরুপ্রদেশের হিমবাহ গলন, এল-নিনোর প্রভাবে আবহাওয়া বদলের কারণে পৃথিবীর ভরবেগে পরিবর্তন হচ্ছে। সবমিলিয়ে আমাদের গ্রহের ঘূর্ণনগতির হ্রাস-বৃদ্ধির নেপথ্যে এসব কারণ রয়েছে বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

ফের ভারত-সহ ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিপুল অঙ্কের জরিমানা চেয়ে মামলা

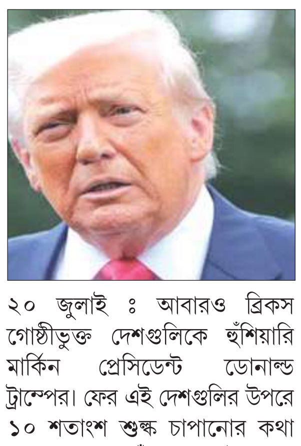

২০ জুলাই ঃ আবারও ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ফের এই দেশগুলির উপরে ১০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা শোনা গেল তাঁর মুখে। ট্রাম্পের হুমকি, আমাদের নিয়ে কাউকে খেলতে দেব না। সেই সঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা গেল, যদি দলটি কখনও অর্থপূর্ণভাবে গঠিত হয়, তাহলে খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।
ঠিক কী বলতে চাইছেন ট্রাম্প? আসলে আগে তিনি বলেছিলেন, ডলারকে গুরুত্বহীন করে অন্য কোনও দেশের মুদ্রাকে সেই জায়গাটা দিতে চাইছে ব্রিকস। ডলারের অবক্ষয় ঘটানোর এই ' নিয়েই তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই বিষয়টিই এবার ফের তাঁর মুখে শোনা গেল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ডলারের বৈশ্বিক মর্যাদা সংরক্ষণে যেমন তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তেমনই আমেরিকায কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রাও তৈরি হতে দেবেন না।
প্রসঙ্গত, রিও ডি জেনেইরোতে সম্প্রতি আয়োজিত হয়েছিল এবারের ব্রিকস সম্মেলন। ভারত ছাড়াও এই গোষ্ঠীতে রয়েছে ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এছাড়াও ছয়টি নতুন সদস্য দেশও যোগ দিয়েছিল সম্মেলনে। সেই সম্মেলনের পর থেকেই নতুন করে ক্ষুব্ধ হতে দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে। আসলে মার্কিন ডলারই বিশ্ববাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা। কিন্তু বহু দেশই বারবার অভিযোগ করেছে যে বিশ্ব অর্থনীতিতে আমেরিকার ' তারা ক্লান্ত। গত অক্টোবরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকাকে কাঠগড়ায় তুলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে ওয়াশিংটন ডলারকে ' হিসেবে ব্যবহার করে ' ভুল' করছে। তারপর থেকেই ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে এই নিয়ে। ফের সেই আক্রমণাত্মক মেজাজেই ধরা দিলেন ট্রাম্প।
এদিকে বহু নাবালিকার যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত ছিলেন তিনি। শেষে জেলের কুঠুরিতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলেই দাবি। প্রায় ছ'বছর আগে প্রয়াত মার্কিন ধনকুবের জেফরি এপস্টেইন ফের উঠে এলেন আলোচনায়। কেননা এবার তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্প এপস্টেইনকে তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনে একটি চিঠি পাঠান। তাতে নাকি একটি নগ্ন নারীর ছবি আঁকা ছিল। আর এতেই ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। তিনি ওই সংবাদমাধ্যমের মালিক সংস্থা ডো জোন্স ও তার মালিক রুপার্ট মারডকের বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মামলা করেছেন। ট্রাম্পের দাবি, ওই চিঠি সম্পূর্ণ 'ভুয়ো'।
কী দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে? সেখানে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে এপস্টেইনের ৫০তম জন্মদিনে অনেকেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রাম্পও। তিনি যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি নগ্ন নারীর ছবি আঁকা ছিল। তখনও এপস্টেইন যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হননি। এই চিঠি ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, ওই প্রতিবেদন ' ক্ষতিকর, অবমানানামূলক'। আর তাই তিনি বিপুল অঙ্কের জরিমানা চেয়ে মামলা দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি কখনওই নারীদের ছবি আঁকেন না। ওই চিঠির ভাষাও তাঁর নয়। পুরোটাই বানিয়ে তোলা।
এদিকে ডো জোন্সের মুখপাত্র বিবিসিকে একটি বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের প্রতিবেদন সত্যতার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। এবং যে কোনও মামলার বিরুদ্ধে আমরা জোরাল লড়াই করব। তিনি জানিয়েছেন, মামলা হলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাঁদের সংস্থা প্রস্তুত।

অপারেশন সিঁদুর'-এ ভারতের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পাক পরমাণু ঘাঁটিও!

২০ জুলাই ঃ দেখতে দেখতে দু'মাস পেরিয়ে গিয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর। তবু তা নিয়ে চর্চা হয়েই চলেছে। এবার বিদেশি উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষক ড্যামিয়েন সাইমন দাবি করলেন, ওই অপারেশনের সময়ই ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল কিরানা পাহাড়েও। সেখানেই পরমাণু অস্ত্রের ঘাঁটি তৈরি করেছে পাকিস্তান! এই দাবি নিয়ে অবশ্য এখনও নয়াদিল্লি কিংবা ইসলামাবাদ মুখ খোলেনি। তবে এর আগে ভারতীয় সেনা কিন্তু জানিয়েছিল, কিরানা হিলসে কোনও হামলা চালানো হয়নি।
প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে সারগোদা জেলায় অবস্থিত এই পাহাড়ি এলাকা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অন্যতম বড় ঘাঁটি। মনে করা হয়, পাকিস্তানের হাতে যে ১৭০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই তালিকায় আছে এই কিরানা হিলও। সেই

পাহাড়ই ভারতের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন আশঙ্কা শুরু হয়েছিল আগেই। এবার সামনে এল গত মাসে গুগল আর্থের নতুন ছবি। সেই তথ্য খতিয়ে দেখে সাইমন দাবি করেছেন, মে মাসে ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি উপগ্রহ চিত্রে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই তিনি যে আরেকটি ছবি দেখিয়েছেন সেটি সারাগোধা বিমান ঘাঁটির। সেখানেও ভারত হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ছবিটিতে সারিয়ে তোলা রানওয়ে দেখা যাচ্ছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর কিরানা হিলস ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয় সোশাল মিডিয়ায়। ভারত সেখানে হামলা চালিয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে এয়ার মার্শাল এ কে ভারতী স্পষ্ট ভাষায় সে দাবি খারিজ করে জানান, ' এমন কোনও জায়গায় হামলা চালায়নি ভারত।'' তাঁকে পরিষ্কার বলতে শোনা যায়, 'কিরানা হিলসে যে পরমাণু ঘাঁটি রয়েছে এ তথ্য আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে কিরানা হিলসে আমরা হামলা চালাইনি। সেখানে যাই থাকুক না কেন। এবার ফের বিতর্ক ছড়াল ড্যামিয়েন সাইমনের দাবি ঘিরে।

আহমেদাবাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী একই পরিবারের ৫ সদস্য

আহমেদাবাদ, ২০ জুলাই ঃগুজরাটের আহমেদাবাদে বিষ খেয়ে আত্নঘাতী হলেন একই পরিবারের ৫ সদস্য। আহমেদাবাদের বাভলায় একটি বা।তিতে ভাড়া থাকতেন তাঁরা। বিষাক্ত কিছু খেয়ে পরিবারের ৫ সদস্য আত্মঘাতী হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন, বিপুল কাঞ্জি ওয়াঘেলা (৩৪), তার স্ত্রী সোনাল (২৬) এবং তাদের দুই মেয়ে (১১ এবং ০৫) এবং এক ছেলে (০৮)।
রবিবার সকালে আহমেদাবাদ গ্রামীণের পুলিশ সুপার বলেছেন, বাভলার ভাড়া বাড়িতে বিষাক্ত তরল পান করে একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য আত্মহত্যা করেছেন। তাদের আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি। তারা সকলেই মূলত ধোলকার বাসিন্দা।

ফের বিমান বিভ্রাট! ইঞ্জিনে আগুন! লস অ্যাঞ্জেলসে জরুরি অবতরণ

২০ জুলাই ঃ মাঝআকাশে ইঞ্জিনে আগুন! বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমান। পাইলটের তৎপরতায় তড়িঘড়ি সেটিকে লস অ্যাঞ্জেলস বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে লস অ্যাঞ্জেলস থেকে আটলান্টার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ডিএল ৪৪৬ বিমানটি। উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের উপর আচমকা বিমানটির বাঁ দিকের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। গল গল করে বেরোতে থাকে কালো ধোঁয়া। এরপরই হুলস্থূল পড়ে যায় বিমানের ভিতর। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। দুর্ঘটনা এড়াতে তড়ঘড়ি লস অ্যাঞ্জেলস বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট। সবুজ সংকেত মিলতেই বিমানটি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লস অ্যাঞ্জেলসে অবতরণের পরই ছুটে আসেন দমকলকর্মীরা এবং উদ্ধারকারী দল। একে একে যাত্রী এবং ' দের নিরাপদে বিমান থেকে বের করে আনা হয়। দমকলকর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টা পর নিভে যায় আগুন। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) তরফে ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে তদন্ত। ডেল্টার এক মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন, মাঝআকাশে বিমানের ইঞ্জিনে আচমকা আগুন লেগে যাওয়া। এরপরই পাইলট তড়িঘড়ি সেটিকে লস অ্যাঞ্জেলসে ফিরিয়ে নিয়ে আনেন। বিমানের যাত্রী এবং 'ক্রুররা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন।

কঠোর পদক্ষেপ প্রশাসনের, চন্ডীগড়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ বাজার

চন্ডীগড়, ২০ জুলাই ঃ চন্ডীগড়ের ৫৩ ও ৫৪ নম্বর সেক্টরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিতিতে একটি অননুমোদিত আসবাবপত্র বাজার ভেঙে ফেলা হয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে চালু থাকা এই অননুমোদিত বাজারটিতে ১১৬টি দোকান রয়েছে এবং ৫৩ ও ৫৪ নম্বর সেক্টরে প্রায় ১৫ একর কৃষিজমি রয়েছে। রবিবার সকালে বুলডোজার চালিয়ে ওই অবৈধ বাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসডিএম (পূর্ব) খুশপ্রীত কৌর বলেন, আমরা তাদের মাঝে মাঝে আল্টিমেটাম দিচ্ছিলাম। গত বছর, বাজার খালি করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। এরপর, তারা কয়েকটি আবেদন করেছিল এবং আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, আমরা সমস্ত পদক্ষেপ বাতিল করে দিয়েছিলাম। সিদ্ধান্তের বিষয়ে আবেদনের পর, আমরা সময়ে সময়ে তাদের জানিয়েছিলাম, এটি খালি করা দরকার। আমরা গত ১০-১২ দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে ঘোষণা করেছিলাম। তাই, তাদের যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল।

গুজরাটের ছোটা উদয়পুরে গাছে ধাক্কা গাড়ির মৃত্যু একজনের

ছোটা উদয়পুর, ২০ জুলাই ঃ গুজরাটের ছোটা উদয়পুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল একটি যাত্রীবোঝাই ইকো গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। মৃতের নাম - রমেশ সোলাঙ্কি। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বোদেলির পিঠা গ্রামের কাছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গোন্ডাল থেকে মধ্যপ্রদেশগামী একটি ইকো গাড়ি বোদেলির পিঠা গ্রামের কাছে একটি গাছে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় রমেশ সোলাঙ্কি নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন আহত হন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বোদেলি পুলিশ তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

বই পর্যালোচনা

শিরোনাম : Inclusive Growth in India with Special Reference to Its Socio-Economic Perspective **লেখকঃ ড. জ্যোতি কুমারী শর্মা**

পর্যালোচনা- ড. জ্যোতি কুমারী শর্মা রচিত আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ উল্লেখ সহ ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি হল ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি অন্বেষণকারী একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পণ্ডিতিপূর্ণ কাজঃ সমাজের সকল অংশের জন্য উপকারী প্রবৃদ্ধি অর্জন। বইটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারণার গভীরে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর বহুমাত্রিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। ড. শর্মা পরিসংখ্যানগত তথ্য, কেস স্টাডি এবং তাত্ত্বিক আলোচনার সমন্বয়ে একটি সু-গবেষিত আখ্যান উপস্থাপন করেছেন। তিনি পরীক্ষা করেছেন যে অর্থনৈতিক সংস্কার, বিশ্বায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ কীভাবে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী, বিশেষ করে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলেছে। বইটির অন্যতম শক্তি হল আঞ্চলিক বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেওয়া, যা এটিকে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং অর্থনীতি ও উন্নয়ন অধ্যয়নের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ করে তুলেছে। ডঃ শর্মার লেখা স্পষ্ট এবং নিয়মানুগ, যদিও মাঝে মাঝে তথ্যে ভরপুর, যা সাধারণ পাঠকদের জন্য চ্যালেঞ্জের কারণ হতে পারে। তবে, ভারতের প্রবৃদ্ধির দৃষ্টান্তের কঠোর পরীক্ষা খুঁজছেন এমন পাঠকদের জন্য, এই স্তরের বিশদ একটি নিশ্চিত সম্পদ।সামগ্রিকভাবে, বইটি উন্নয়ন অর্থনীতি এবং জননীতি সম্পর্কিত সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যা ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত অগ্রগতিতে রূপান্তরিত করার জন্য সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং গঠনমূলক সুপারিশ উভয়ই প্রদান করে।এর জন্য প্রস্তাবিতঃ গবেষক, নীতিনির্ধারক, অর্থনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী এবং ভারতের উন্নয়নের গতিপথে আগ্রহী যে কেউ।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির মাঝে ভিয়েতনামে নৌকাডুবি, মৃত অন্তত ৩৪ পর্যটক

২০ জুলাই ঃ ভিয়েতনামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিখ্যাত হালং উপসাগরে যাত্রী সমেত উলটে গেল একটি নৌকা। দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৪ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আরও অনেকে। যুদ্ধকালীন তপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।ভিয়েতনামের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নৌকাটিতে ৪৮ জন পর্যটক এবং ৫ জন ' ছিলেন। শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৪৮ মিনিট নাগাদ ডাউগো গুহার কাছে ভয়াবহ দুর্যোগের কবলে পড়ে নৌকাটি। প্রবল জলোচ্ছাস এবং ঝোড়ে হাওয়ার জেরে আচমকা উলটে যায় নৌকাটি। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩৪ জন পর্যটকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে অনেক শিশুও। তবে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে ১১ জন। যদিও আরও আট জন যাত্রীর এখনও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। তাঁদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রাতে উদ্ধারকাজ বন্ধ ছিল। রবিবার সকাল থেকে ফের তা শুরু হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।প্রসঙ্গত, ভিয়েতনামের হালং উপসাগর পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি জায়গা। সারা বছরই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন। এটি একটি ইউনেস্কোর দ্বারা চিহ্নিত একটি হেরিটেজ সাইটও।

My client Runa Chakraborty w/o late Prabir Mukherjee alias Prabir Kumar Mukherjee of 97, Uttar Kasta Danga Road, Sarsuna, P.O and P.S-Sarsuna, District-South 24 Parganas-700061 her husband Prabir Mukherjee alias Prabir Kumar Mukherjee since deceased by virtue of two registered bengali Deed of Sale dated 19.03.1980, executed and registered in the office of D.S.R, Alipore, South 24 Parganas, recorded in Book No.I, Volume No.92, Pages from 6 to 10, being No.2083 for the year 1980 became the absolute owner and occupier of bastu land measuring about 3 cottahs 14 chittaks together with 100 sq.ft R.T. shed structures standing thereon comprised in C.S. and R.S. Dag No.216 and 216/2554 appertaining to R.S. Khatian No.3245, Mouza-Sarsuna, J.L. No.17, P.S-Sarsuna (Old Behala), Dist-South 24 Parganas and also by registered bengali Deed of Sale dated 18.10.1982 executed and registered in the office of D.S.R, Alipore, South 24 Parganas, recorded in Book No.I, Volume No.364, Pages from 156 to 161, being No.14221 for the year 1982 became the absolute owner and occupier of bastu land, measuring about 1 cottah 8 chittaks together with100 sq.ft R.T. shed structures standing thereon comprised in R.S. Dag No.216 and 216/2554 appertaining to R.S. Khatian No.3245, Mouza-Sarsuna, J.L. No.17, respectively corresponding to Municipal holding no 74/1, Uttar Kasta Danga Road, Sarsuna, P.O and P.S-Sarsuna, District-South 24 Parganas-700061 K.M.C Ward No.25 (Previously South Suburban Municipality), P.S-Sarsuna (Old Behala), Dist-South 24 Parganas. The original title deeds in respect of the aforesaid properties of my client's husband could not be traced out and my client apprehend that the two deeds has been misplaced or lost from her custody and she had lodged a diary, being G.D. Entry No.1974 dated 31.05.2025 before the locale Sarsuna P.S. If anyone having any trace about the said deeds may kindly inform me in the below referred address.

Raju Rabi Das
Advocate
Judges' Court Howrah
9830430861

Name Change

I, Raksha Devi Halder, W/O Sasti Charan Halder,dcate of birth 05/07/1973, by religion Hindu, residing at Vill Anandanagar, PO Maniknagar, PS Beldanga, Dist Murshidabad, pin 742133,West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare as follows; my actual name is Raksha Devi Halder, W/O Sasti Charan Halder.In the court of Executive / JM 1st class Magistrate at Berhampore, Murshidabad.My husband name Sasti Charan Halder & Shasthi Charan Haldar is the one ,same & identical person and my name Rakhadebi Haldar & Raksha Devi Halder & Rakshadebi Haldar is the one, same & identical person.

Name Change

I,ABDUL HALIM SK son of Late SAID ALI SK and Late SAID ALI SK son of MUJAHAR ALI SK ,residing at village + PO- kolorah,P.S –Domjur,District – Howrah,PIN-711411,West Bengal.As Per Aadhar card,Voter card,Ration card , PAN Card and Warrison Certificate my name is ABDUL HALIM SK has been recorded and my father name recorded as SAID ALI SK. As per C.S Porcha my Grandfather name has been recorded as MUJAHAR ALI SK son of DIDAR SK and as per L.R Porcha my father name has been recorded as SAID ALI MONDAL son of MUJAHAR and also as per KOLORAH-II Gram panchayet issued a certificate that SAID ALI SK and SAID ALI MONDAL is the same and one identical person. That SAID ALI SK and SAID ALI MONDAL is the same and one identical person vide Affidavit LD.Executive Magistrate,1st Class at Howrah, date- 16/07/2025.

Name Change

I, SAKILA MONDAL (Old Name) W/O GIYASUDDIN MANDAL Residing at VILL - Khodar Bazar, P.O. & P.S. - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAKILA MANDAL (New Name) as declared before the Ld. Court of 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur vide affidavit no 4969 dated 18-07-2025. SAKILA MONDAL (Old Name) and SAKILA MANDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I Shaikh Alamgir (old Name) S/O Sekh Sajahan residing at vill. Bahukhedail P.O -Hayatpur, P.S- Arambagh Dist-Hooghly pin-712412 W.B., Have changed my name and shall henceforth be know as Sekh Alamgir (New Name) As declared before the Arambagh court Executive Magistrate Hooghly District vide Affidavit (Sl.-NO-7246) Dated 28/05/2025 Shaikh Alamgir (Old Name) and Sekh Alamgir (New Name) both are same and Identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shaikh Alamgir (Old name) পিতা Sekh Sajahan ঠিকানা Vill Bahukhedail, P. O. - Hayatpur,P.S - Arambagh.. ,Dist - Hooghly Pin No - 712412 . প ঃ বঃ স্থায়ী বাসিন্দা আরামবাগ কোর্টের , এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা , এফিডেভিট দ্বারা Sekh Alamgir (New name) পরিচিত হলাম । এফিডেভিট (Sl. No 7 246) তারিখ 28.05.2025 Shaikh Alamgir (Old name) এবং Sekh Alamgir (New name) একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম

Name Change

I, SYEDA HABIBA (Old Name) W/O ABDUL GAFFAR SARDAR Residing at Alipara Enayetpur Kulpi, P.O.- Enayetpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743351 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as HABIBA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 18-07-2025. SYEDA HABIBA (Old Name) and HABIBA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, FIRDOUSHI BEGAM (Old Name) W/O MD MUSTAFIJUR RAHAMAN MANDAL Residing at Punisole Aguri Band Punisole Onda, District - Bankura, Pin - 722101 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as FIRDOUSHI BEGAM MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 18-07-2025. FIRDOUSHI BEGAM(Old Name) and FIRDOUSHI BEGAM MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, GIYASUDDIN MONDAL (Old Name) S/O SULTAN ALI MANDAL Residing at VILL - Khodar Bazar, P.O. & P.S. - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GIYASUDDIN MANDAL (New Name) as declared before the Ld. Court of 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur vide affidavit no 4968 dated 18-07-2025. GIYASUDDIN MONDAL (Old Name) and GIYASUDDIN MANDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Tiasha Das (Old Name) D/o Chandrani Mukherjee Residing at 83D, Naskar Para Road, Near Ajeya Sanghati Club, Paschim Putiari, District - Kolkata, Pin - 700041 West Bengal shall henceforth be known as Tiasha Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 07 Dated 06-08-2022. Tiasha Das (Old Name) and Tiasha Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Chandrani Das (Old Name) D/o Chandra Sekher Mukherjee Residing at, 83D, Naskar Para Road, Near Ajeya Sanghati Club, Paschim Putiari, Kolkata (MC), District - Kolkata, Pin - 700041 West Bengal shall henceforth be known as Chandrani Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 08 Dated 06-08-2022. Chandrani Das (Old Name) and Chandrani Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

১৩ টি মেহগনি গাছ বসিয়ে অরণ্য সপ্তাহ ও শহীদ দিবস পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ জুলাই ঃ অরণ্য সপ্তাহ ও শহীদ দিবস পালন করলো জয়নগর তৃণমূল কংগ্রেস জয়নগরে।গত ১৩ ই জুলাই থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে অরণ্য সপ্তাহ। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় শনিবার সরকারি উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন করা হয়।আর এদিন বিকালে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর দু নং ব্লকের গড়দেওয়ানী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মোল্লারচক বামনের মোড়ে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই শহীদ হয়েছিলেন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী।আর তাদের স্মরণে প্রতিবছর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবস পালন করা হয়।আর এদিন সেই ১৩ জন শহীদের স্মরণে তাদের নামে ১টি পৃথক মেহগনি গাছ বসানো হলো।এদিন গড়দেওয়ানী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখের নেতৃত্বে এই গাছ গুলো বসানো হয়।এব্যাপারে শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে অরণ্য সপ্তাহ ও শহীদ দিবস একসাথে পালন করা হলো।গাছ বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে।বাঁচবে আমাদের জীবন।

বাঙালির অপমান বাংলার মানুষ মেনে নেবে নাঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জুলাই ঃ ১০ কোটি বাঙালির অপমান বাংলার মানুষ কখনও মেনে নেবে না, বললেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেন, সামনে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন। আগস্ট মাস থেকেই আমাদের মাঠে নামতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় আরও বেশি করে প্রচার কর্মসূচি রাখতে হবে। ওই জনসভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ বছরের ২১শে জুলাই আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ২৬-র নির্বাচনের আগে নেত্রী কি বার্তা দেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আপনি দেশের বিরোধী নেতা-নেত্রীদের সহ্য করতে পারেন না। আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহ্য করতে পারেন না। জেনে রাখবেন ভারতবর্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটাই তৈরি হয়। আর মোদি তৈরি হয় হাজারটা। আজকে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপছন্দ করেন বলে ১০ কোটি বাঙালিকে অপমানিত করছেন। এটা বাংলার মানুষ কখনও মেনে নেবে না। পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের বাম শাসনের অপসারণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানে আপনি তো কোন ছার। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বামেদের বিরুদ্ধে সেই লড়াই আপনার বিজেপির কোনও নেতা-কর্মী করেনি। সেই লড়াই করেছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৪ বছরের বাম শাসনের পতন ঘটেছে।

বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান

শিলিগুড়ি,২০ জুলাই ঃ একুশে জুলাই শিলিগুড়িতে বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান। একদিনেই রাজ্যে দুটি বড় অনুষ্ঠান। একটি শাসকদলের অপরটি বিরোধী দলের।একুশে জুলাই কলকাতায় শহীদ দিবসের দিন শিলিগুড়িতে উত্তর কন্যা অভিযানে অনুমতি দেয়নি রাজ্য সরকার। আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখিয়ে রাজ্য সরকার বিজেপির এই কর্মসূচিতে বাধা দেয়। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি যুব মোর্চা। আদালত বিজেপি যুব মোর্চার এই কর্মসূচিতে রায় দেয়। একুশে জুলাই শিলিগুড়িতেবিজেপির উত্তর কন্যা অভিযানে থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হবে এই উত্তর কন্যা অভিযান। উত্তরকন্যা অভিযান নিয়ে পুলিশের অনুমতি না মেলায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি যুব মোর্চা। বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সর্বোচ্চ দশ হাজার কর্মী অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই কর্মসূচিতে। তবে নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থেকেই আয়োজন করতে হবে এই কর্মসূচি। কর্মসূচি আয়োজন করতে হবে শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় থেকে চুনাভাটি ফুটবল গ্রাউন্ডের মধ্যে নির্ধারিত এলাকায়। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যেই শেষ করতে হবে কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে দশ হাজার মানুষ যোগ দিতে পারবেন। নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষ নজর দিতে হবে পুলিশকে। আদালতের নির্দেশে অনুযায়ী, প্রতিটি ১০০ জনের মিছিল বা গ্রুপের সামনে ও পিছনে পুলিশ ভ্যান মোতায়েন থাকবে যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে। বিজেপির যুব মোর্চার এই অভিযান ঘিরে ব্যাপক পুলিশি বন্দোবস্ত করছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন।

মুখচুপ করে 'বাংলাদেশি ট্যাগ' শ্রমিকদের প্রতি এক নীরব ষড়যন্ত্র

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদক ঃ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে পাড়ি জমানো হাজার হাজার বাংলাভাষী শ্রমিকের জীবনে একটি অদ্ভুত, অত্যন্ত পীড়াদায়ক কাল ঘনিয়ে উঠেছে। এই নিবিড় অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুর প্রানের ভাষা নয়, সেই ভাষাভাষীর বেঁচে থাকার অধিকার হ্রাস পাচ্ছে - তাঁর অহঙ্কার, অভ্যুদয়, আত্মপরিচয়, সবই সংকুচিত হয়ে আছড়ে পড়ছে এক অদৃশ্য দরজায়। বাংলায় কথা বললেই ঘাড়ে লেগে যাচ্ছে বাংলাদেশি অভিযুক্তি - এই এখন প্রায় এক হাতাহাতিতে টেনে আনা হয়েছে ভাষাভিত্তিক হেয় প্রতিপত্তি, যা নিজস্ব রাজ্যের সংকটকেই আরও সংকীর্ণ করে তুলছে। ফরিদাবাদের এসএসবি ক্যাম্পে জন্ম হয়ে যায় নদিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার এইসব শ্রমিকরা। তাদের বিরুদ্ধে ধরাও ডাটা শোনা হয় তারা বাংলাদেশি, বাংলাদেশি, প্রায় বাংলাদেশি সিক্যুয়েন্স শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর কথা তো বাদই দিলাম - খেলার দিন কথা নয়, বরং অপরিচিত শহরের থানা চত্বরে বসে থাকতে মনে হতে পারে মাটি ছেড়ে ভেসে যাওয়া কোন দুর্বোধ্য স্পেসে আছি, যেখানে ভাষা না বলে দাঁড়াতেও হল না। উৎসব, কাজ, ইতিহাস- সবকিছু মিলেই বাংলাভাষী শ্রমিক জড়িয়ে আছেন এ দেশের গায়ে। তাঁদের হাতে অডিও পরিচয়পত্র, আধার, EPIC, জন্মনিবন্ধন-সবই থাকার পরও তাদের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ওড়িশা থেকে, হরিয়ানা থেকে, গোটা উত্তরপ্রদেশ থেকে এমনই বহু ঘটনার সাক্ষী রয়েছেন আমরা, যেখানে ১২ জন হিন্দু হোন বা একটি আসন্ন প্রসবের মহিলা, বাংলায় কথা বললেই তাঁরা ব্যাংগালডিশি হিসেবে সন্দেহের তালিকাভুক্ত। এই ' বিস্তা।কিরণ' কেবল ব্যক্তিগত অপমান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থেকে একটা রাজনৈতিক-আন্ত ঃরাজ্য বিতর্কে রূপ নেয়। তথাকথিত কেন্দ্রীয় নির্দেশ ও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোর নীরব চুক্তি যেন এক গোপন প্রকল্প, যার লক্ষ্য শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করা - দলে দল মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকার, স্বাধীন বাংলা ভাষার মাতৃতান্ত্রিক ইতিহাস- এসব স্রেফ নিশ্চুপ হবার নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওয়ায় গেরুয়া বৃষ্টিতে রাস্তায় নামেন, অভিবাসী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে 'বাংলাদেশি ট্যাগের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন এক বর্ণহীন সংগ্রাম। সেদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বৃষ্টি হীন দাবি তাঁদের 'সাংবিধানিক অধিকার', 'ভাষার মর্যাদাবোধ', 'ভারতীয় নাগরিকত্ব সংশয় দূর করার প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এই মুহূর্তে ঘটনাগুলো যে শুধুই কিছু নির্দিষ্ট স্থানীয়তার নয়, বরং রাষ্ট্রীয় চুক্তিপত্রের একটি অস্বীকারযোগ্য অংশ, তা স্পষ্ট। জাতীয় নাগরিক রেজিস্টার বা এনআরসি'র আবির্ভাব এক প্রেক্ষাপটে-যেখানে অন্য রাজ্যের বাংলাভাষীদের 'বিদেশি' বিজ্ঞাপিত করার চেষ্টা হচ্ছে-সেটি শুধু রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, মানবাধিকারের অবমাননাও। সামিরুল ইসলাম, যিনি পরিযায়ী শ্রমিককল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান, বলছেন-ওদের গ্রেপ্তার, নির্যাতন, আটক, অভিযোগ সবই ঘটে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে যেখানে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে লেখা হচ্ছে বাংলার ইতিহাস থেকে আগত নাগরিকদের পতন-লিপি। ওড়িশা, হরিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সব জায়গায় বাংলাভাষীদের শনাক্তকরণে সাংবাদিকতার মতোই একটি 'বারকোড যোগানো হচ্ছে-বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা'। মুখ্যধারার দাবি, এটা সংখ্যালঘু টার্গেটিং না, বরং 'গণ পলিসি যুদ্ধে একটি বিশেষ হাতিয়ার! এই চিত্রে মন্নির দ্বিতীয় ধরন - দেশের একটা বড় জনগোষ্ঠীর প্রতি ভাষার কারণে সরকারি সন্দেহের আইনানুগ সহযতা- যা আদালতের নজরেও এসেছে। কলকাতা হাইকোর্টে দাখিল হয়েছে হেবিয়াস কর্পাস বিসর্জন এবং অবিলম্বে আইনগত তদন্ত শুরু করার আদেশ। নাগরিক সংঘর্ষের মাত্রা এতটাই পৌঁছে গেছে যে আইনপ্রণেতারা বলছেন-এক ভাষায় কথা বললে কেউ বাংলাদেশি তো নয়ই! আর এখন প্রশ্ন উঠে- আমরা কি এই অসম্মানিত পৃথিবীতে নিবিড় বেদনার নীরবতা মেনে নিব? বাংলা ভাষাবাদী হবার মেয়াদ হয়ে যাবে কখন? বাংলা ভাষা যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, বরং ' সংলাপ, ইতিহাসের প্রতীক' তা আমরা বুঝি। রবীন্দ্রনাথ আকাশ হেঁটে বলেছিলেন, আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। সেই হাতই আজ ছিন্ন হওয়ার পথে। ভাষার পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিল-ভাষাবৃত্তি পরিমাপ করে ' -যে পরীক্ষার নামে প্রতিদিন হয় মানুষের আত্মহত্যা, ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। রাজধানীর রাস্তায়, গ্রামের পথযাত্রী থেকে মেট্রোর যাত্রী-যখন বাংলায় কথা বলা ' নতুন রূপ নেয়, তখন তো ভাষাই নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে! বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন একটি বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় সংকটের প্রতিবিম্ব। এখানে শুধু আতঙ্কতা নয়, বরং বাংলার আত্মপরিচয় বিলীনতার সংকট কাজ করছে। যে বাংলা এক সময় নীরবে পৃথিবীতে উৎসব ছড়াত, তার ভাষাভাষীর আত্মবিশ্বাস আজ যেন এক প্রান্তে ছিঁড়ে পড়ছে। এই সংকট নিরসনে দরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমর্থন নয়, বরং নাগরিক ক্ষেত্রের কঠোর নেতৃত্বও। বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবটাই যেন এই তো আমাদের ভাষা, আমাদের জাতি, আমাদের অধিকারের ভাষা-সেই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হয়। অসহায় শ্রমিক, তাঁরা ঢাকা থেকে আসে না, ঢাকা থেকে নয়, তাঁরা আমাদের রাজ্যের ইতিহাসের স্রোত। তাঁদের সম্মান কেড়ে নেওয়া মানে আমরা নিজেদের ইতিহাস, সাহস, ভাষা, সম্ভাবনা-সবই কেড়ে নিচ্ছি।একটি দিশার আলোতে ফিরে যেত-যেখানে ভাষা ' নয়, ' যেখানে বাংলাভাষী শ্রমিক ' নয়, এই দেশের হিম্মতির সঙ্গে নাম লেখানো সন্তানের মতো যেখানে আমি বাংলায় ভালোবাসি কথার পেছনে লুকানো শক্তি, আশার আলো, হৃদয়ের দূরত্ব-সবই ফিরে আসে। বাংলার মানুষ, সময় এসেছে প্রতিবাদ জানিয়ে বলার ভাষা ও সাহস নিয়ে কথা বলি, আজকের এই অসম্মান বন্ধ করি।

তৃনমূল কংগ্রেসের ধর্মতলায় আয়োজিত সমাবেশের সমর্থনে উলুবেড়িয়ায় সাইকেল মিছিল

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,২০ জুলাই ঃ ২১শে জুলাই তৃনমূল কংগ্রেসের ধর্মতলায় আয়োজিত সমাবেশের সমর্থনে শনিবার উলুবেড়িয়ার আড়িডর মোড় থেকে ধুলাসিমলা পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার সাইকেল মিছিল অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃনমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে।
শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় এই মিছিল শুরু হয়, সাইকেল মিছিলে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ্য অজয় মন্ডল, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃনমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃনমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা সহ বহু কর্মী সমর্থক। এদিন মন্ত্রী পুলক রায় সহ সকলেই কালো পোশাক পরে সাইকেল মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।অপরদিকে একই বিষয়ে শ্যামপুর কেন্দ্র তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শ্যামপুর বাজারে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়,পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্রের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা,হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃনমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃনমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল কাদের খান, কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, শ্যামসু ন্দর মেটিয়া, সুদীপ কুমার বেরা,দীপক দাস প্রমুখ।

জেলা বন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,২০ জুলাই ঃ জেলা বন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রে। বৃক্ষ রোপন, গাছের চারা বিতরন,সহ নানান পরিবেশ উপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবং রাজ্য প্রাণী বাঘরোল সহ বিভিন্ন প্রাণী চলতি পথে আহত হলে যাতে দ্রুত তাদের উদ্ধার করা যায় এবং হাসপাতালে পাঠানো যায় সে দিকটি মাথায় রেখে এনিমেল রেসকিউ ভ্যানের উদ্বোধন হল হাওড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুকে।এটির জন্য জেলা পরিষদের ১৮লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। এটা বন দপ্তর কে দেওয়া হয় জেলা পরিষদের পক্ষ্য থেকে।
উল্লেখ্য শুক্রবার গড়চুমুকে হাওড়া জেলা বনমহোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়।হাওড়ার জেলা শাসক পি দীপ্তপ্রিয়া, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাপতি কাবেরী দাস, সহকারী সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ বন মহোৎসবে আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক মানুষ কুমার মন্ডল, বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ্য অজয় মন্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানষ কুমার বসু, জুলফিকার আলী মোল্লা, জেলা বন আধিকারিক,সহ আরো অনেকে।

বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা

দুরন্তবার্তা,মালদা,২০জুলাইঃবাংলা বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। তারপরেই বিস্ফোরণ স্থল থেকে উদ্ধার আরো পাঁচটি বোমা। মদের ঠেকে বিহার থেকে দুস্কৃতীরা এসে রাতের অন্ধকারে বোমা বাঁধছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। আরো বোমা মজুদ থাকার আশঙ্কা। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ।এখনো পৌছায়নি বোম্ব স্কোয়াড। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বোম মজুদ রাখার অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা তৃণমূলের দাবি বিহার থেকে দুস্কৃতীদের আনছে বিজেপি।শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগরের কুশল গ্রামে আজ শনিবার দুপুরে এই বিস্ফোরণের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় একটি আম বাগানের পাশে জমিতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আশেপাশে তখন চাষবাস করছিল অনেকেই। বিস্ফোরণের আওয়াজে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ স্থলে এসে দেখতে পাওয়া

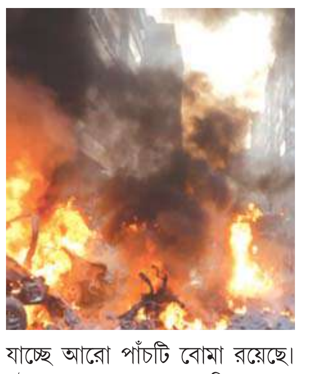

যাচ্ছে আরো পাঁচটি বোমা রয়েছে। ঘটনাস্থলে এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ফিতে দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এলাকা। খবর দেওয়া হয়েছে বোম্ব স্কোয়াড কে। এলাকার মানুষের আশঙ্কা চারিদিকে ফাঁকা জমি। আরো অনেক বোম মজুদ থাকতে পারে। স্থানীয়দের অভিযোগ পাশেই বিহার।এখানকার মদের ঠেকে বিহারের মানুষের আনাগোনা অবাধ। তার মধ্যে আসছে দুস্কৃতীরা। মদ্যপান করে রাতের অন্ধকারে ফাঁকা এলাকায় তারা বোম বাঁধছে। সমগ্র ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। বিজেপির অভিযোগ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকাকে বারুদের স্তূপে পরিণত করতে চাইছে তৃণমূল। তৃণমূলের পাল্টা দাবি বিজেপি শাসিত বিহার থেকে দুস্কৃতীদের আনা হচ্ছে মালদাকে অশান্ত করার জন্য।প্রসঙ্গত চলতি বছরে জেলার একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মে বিহার যোগ পাওয়া গেছে। তা খুনের ঘটনা হোক কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার।এই আবহে বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামের এই ঘটনায় বিহার যোগের সম্ভাবনা এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বাসন্তীতে প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি

দুরন্তবার্তা,বাসন্তী,২০জুলাইঃ বাসন্তীতে প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি।দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠলো।জানা গেল , শুক্রবার গভীর রাতে বাসন্তীর পালবাড়িএলাকায় প্রভাকর মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাত পরিচয়ের দুস্কৃতীরা গুলি ছোড়ে। যদিও তাঁর গায়ে গুলি লাগেনি।আর এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন ওই যুবক। শুট আউটের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।আর এই ঘটনার পরেই বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রভাকর। তিনি জানান, শুক্রবার সন্ধেবেলায় মোটরবাইকে চা(তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকাই বাইক আরোহী দুই যুবক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। যদিও সেই গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হযেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও গুলির খোল বা আগ্নেয়াস্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা আদৌ গুলির আওয়াজ শুনেছেন কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মোটরবাইকের সাইলেন্সার ফাটার আওয়াজকে গুলির শব্দ মনে হতে পারে প্রভাকরের। অনেক সময়ই সাইলেন্সার বিহীন বাইকের তীব্র আওয়াজকে গুলি চলার বিকট শব্দ বলে মনে হয়। এই ক্ষেত্রেও তেমন হয়ে থাকতে পারে। তবুও পুলিশের তরফে সমস্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

একুশে জুলাই সমর্থনে খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মহামিছিল

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২০ জুলাই ঃ অমর একুশে জুলাই ধর্মতলা শহীদ সমাবেশ সফল করতে শনিবার বিকেলে খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় হরি গুরুচাঁদ মোড় থেকে এক বিরাট মিছিল শুরু করে শেষ নব কামারগাতি কলোনী শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে। উপস্থিত ছিলেন খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, বিলকাঃদা ২ আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সজল দাস, বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি সহ একঝাঁক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও ছাত্র যুব মহিলারা। খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর রাজবংশী এবং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সজল দাস জানান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করবে ঐতিহাসিক একুশে জুলাই ধর্মতলা শহীদ সমাবেশে। ইতিমধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় ব্লকে জোরকদমে হয়েছে মিছিল, কর্মীসভা ও পথসভা। বিলকান্দা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামার কালচারাল ওয়ার্কশপ-এ আঞ্চলিক গৌরব এবং আধুনিক প্রতিভার উপর গুরুত্ব প্রদান

মালিগাঁও, ২০ জুলাইঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সাংস্কৃতিক সমিতি, মালিগাঁও দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, এবং সাথে আধুনিক

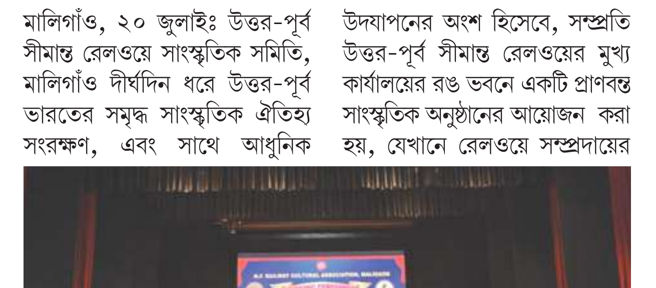

শৈল্পিক অভিব্যক্তি, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই ঐতিহ্য ধরে রেখে, সমিতি ১৮ জুলাই তারিখে রঙ ভবন, মালিগাঁও-এ গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা ২০২৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করে। এই উদযাপনের অংশ হিসেবে, সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের রঙ ভবনে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে রেলওয়ে সম্প্রদায়ের শৈল্পিক চেতনার প্রতিফলন ঘটে। অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ আধিকারিকরা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গৌরবময় উপস্থিতি ছিল, যারা আধিকারিক, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সাথে শিল্প ও সংস্কৃতির মর্ম উদযাপনের জন্য একত্রিত হন। রেলওয়ের কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন ও অনেক মনোমুগ্ধকর পরিবেশন উপস্থাপন করেন যার ফলে তাদের প্রতিভা, উৎসাহ এবং অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি গভীর গর্বকে প্রতিফলিত করে। এই বছরের কর্মশালাটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির এক প্রাণবন্ত উদযাপন ছিল, যেখানে এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত লোক ঐতিহ্য যেমন বিহু, বাগুরুম্বা, ঝুমুর এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের পাশাপাশি প্রাণময় লোক এবং প্রাণবন্ত আধুনিক গান, সমসাময়িক নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক এবং চারুকলার উপর গভীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপ তরুণ সংস্কৃতিপ্রেমী এবং রেলওয়ে পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে, যেখানে তারা না কেবল তাদের শিকড়ের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করার সুবিধা লাভ করেন।

ধাত্রীগ্রামে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিযার উদ্যোগে কিষাণ দিবস পালিত

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২০ জুলাই ঃ কালনা ১ নম্বর ব্লকের ধাত্রীগ্রামে বন্ধন অনুষ্ঠান হলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৬টি শাখার যৌথ উদ্যোগে কিষাণ দিবস পালিত হলো। ১৯ জুলাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যেখানে কৃষকদের অবদানকে সম্মান জানানো হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার উদ্যোলোগ ভট্টাচার্য, বর্ধমান জোনের জোনাল ম্যানেজার গয়ালাল মাঝি, ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চৌধুরী, উপপ্রধান সৌমিত্র গুপ্ত সহ ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা।এই বিশেষ দিনে কৃষকদের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৪০ জন কৃষককে বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পে সহায়তার উদ্দেশ্যে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মোট প্রায় আড়াই কোটি টাকার ঋণের শংসাপত্র কৃষকদের হাতে তুলে দেন কর্মকর্তারা। এর মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও চাষাবাদে উসাহ প্রদানই ছিল মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে কৃষকদের উদ্দেশ্যে নানা সরকারি ও ব্যাঙ্কিং প্রকল্প সম্পর্কেও অবহিত করা হয় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষি ঋণ ও ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং সম্পর্কেও সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।

ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব রেল

গোরখপুর, ২০ জুলাই ঃ রেল প্রশাসন ০৫৫৭৯ / ০৫৫৮০ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহরসা বিশেষ ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনটি ০৫৫৭৭০৫৫৭৮ সহরসা-আনঃদ বিহার টার্মিনাল-সহরসা গরীব রথ বিশেষ ট্রেনের রুট, স্টপেজ এবং সম অনুসারে চলবে। অনিবার্য কারণে রেল প্রশাসন ০৫৫৭৭ / ০৫৫৭৮ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহরসা গরীব রথ বিশেষ ট্রেনের কার্যক্রম বাতিল করেছে। ০৫৫৭৯ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন এখন ২১ থেকে ৩০ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচ দিন (বৃহস্পতিবার এবং শনিবার বাদে) চলবে। ০৫৫৮০ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহরসা দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন এখন ২৩ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচ দিন (শনিবার এবং সোমবার বাদে) চলবে।এই ট্রেনে ০২টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান এবং ১৮টি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ সহ মোট ২০টি কোচ স্থাপন করা হবে।

ট্রেনের টিকিট কাউন্টারে যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

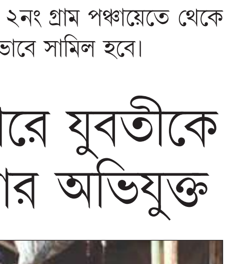

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায, হিন্দমটর,২০ জুলাই ঃ শনিবার সকালে হিন্দমাটরের বিদ্যাসাগর বাজারে বেসরকারি টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল এক যুবতি। এই সময় এক হিন্দিভাষী যুবক এসে ওই যুবতীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সেই সময় পার্শ্ববর্তী দোকানের মালিক এবং পথ চলতি মানুষেরা এসে যুবতীকে রক্ষা করে।ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং পরবর্তীকালে সে মেয়েটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তৎক্ষণা পার্শ্ববর্তী দোকানদাররা এবং পথ চলতি মানুষেরা এসে তাকে ধরে আটকে থামের সাথে বেঁধে রাখে, মহিলারা ঝেঁটাপেটাও করেন। পরে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। স্থানীয়কাউন্সিলর প্রবীর কংস বনিক বলেন এই ধরনের ঘটনা মোটেও কাম্য নয়। আমি এই ঘটনা শুনেছি এবং এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। স্থানীয় এক মহিলা বলেন, এই ধরনের ঘটনা হিন্দমোটরের আগে ঘটেনি। প্রশাসনের কাছে এর যথাযথ শাস্তি দাবি করছি।

এক নবম শ্রেণীর ছাত্রীর নিজের বাড়ি থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুলাই ঃ বাড়ি থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। যদিও এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবার লোকজন ও ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার গাজোলের ময়না সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের জগদলা জয়হাট এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম অঞ্জলি মুর্মু (১৫), সে গাজোলের ময়না হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করত। গতকাল বাড়িতে কেউ না থাকায় তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। বাড়িতে ফিরে পরিবারের লোকজন দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি করে চিকিৎসার জন্য গাজোল স্টেট জেনারেট হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজনেরা। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে কিছুই বুঝতে পারছেন না তির পরিবারের কেউই। তবে মৃত ছাত্রীর বা হাতে এবং পায়ে নিজের নাম ভালোবাসার প্রতীক এঁকে অপর এক যুবকের নাম লেখা রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের ধারণা হয়তো কোন প্রেমঘটিত কারণের জন্যই আত্মহত্যা করেছে। যদিও এটি আত্মহত্যা না অন্য কিছু তার তদন্তে পুলিশ দেহটিকে ময়না তদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে রবিবার বেলা একটা নাগাদ। স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু বাকি ঘটনা ময়না তদন্তের পরই কারণ জানা যাবে।

সন্দেশখালীর ধামাখালি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান জাল টাকা

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,২০জুলাইঃ সন্দেশখালির ধামাখালির ফেরীঘাটের পাশ্ববর্তী এক বিলাসবহুল গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার বিপুল অঙ্কের টাকা। জানা গেছে,গোপন সুত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ওই গেস্ট হাউসে অভিযান চালায় সন্দেশখালি থানার পুলিশ। গেস্ট হাউসের ২০৬ নম্বর ঘর থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ডিমের পেটির ভিতর থেকে বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধার হয়।পরবর্তী তে তার পরিমান জানা যায় প্রায় দশ কোটি টাকা। ঘটনায় সিরাজুল মোল্লা ও দেবব্রত চক্রবর্তী নামের দুজন কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে আদালত বারো দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তের ভার গ্রহন করেছে সিআইডি।

বেআইনি চোলাইয়ের বিরুদ্ধে আবগারি ও পুলিশের যৌথ অভিযান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ জুলাইঃ বেআইনি চোলাই মদের কারবার রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল বর্ধমান সদর আবগারি দপ্তর ও বর্ধমান থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার বর্ধমান-১ ব্লকের বর্ধমান-কাটোয়া রোডে অভিযান চালিয়ে স্কুটি-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম রমেশ দাস, যিনি বিজয়রাম এলাকার বাসিন্দা।আবগারি আধিকারিকদের সূত্রে জানা গেছে, ধৃত রমেশ দাস স্কুটি করে বেআইনি ভাবে চোলাই মদ পাচার করছিল। তল্লাশির সময় তার স্কুটির সিটের নিচ থেকে উদ্ধার হয় ৪০ লিটার চোলাই মদ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করে জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, এর আগেও রমেশ চোলাই পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল এবং জেলও খেটেছে। এই ঘটনার পাশাপাশি একই দিন পূর্ব বর্ধমানের মেমারীতেও বেআইনি চোলাই বিরোধী অভিযান চালায় পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। মেমারীর বামুনিয়া, মন্ডলগ্রাম হাজরাপাড়া, বড় দাসপাড়া ও ছোট দাসপাড়ায় অভিযান চালিয়ে একাধিক চোলাই ভাটি ধ্বংস করা হয়। উদ্ধার হয় ৪২ লিটার চোলাই মদ এবং নষ্ট করা হয় প্রায় ৩৪০০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় চোলাই মদের অবৈধ কারবার চলছিল। অভিযানের খবর পেয়েই অনেক অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও একাধিক যৌথ অভিযান চালানো হবে। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আইনবিরুদ্ধ এই চোলাই কারবার নির্মূল করতেই প্রশাসনের এই সক্রিয়তা বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

ভারতীয় শিবিরে চোট-আতঙ্ক, বাদ আকাশদীপ, নেই অর্শদীপও!

বদলে যাচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ছক

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ জুলাইঃ ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে ভারতীয় শিবিরে নতুন করে চোট-আতঙ্ক। অর্শদীপ সিং তো আগেই প্র্যাকটিসে চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। এবার চতুর্থ টেস্টে অনিশ্চিত আকাশদীপও। লর্ডসে চোট পাওয়ার পর তাঁকে আর বল হাতে দেখা যায়নি। ফলে ফিটনেস নিয়ে চিন্তা বেড়েছে। আর এসবের তালেগোলে বদলে যাচ্ছে জসপ্রীত বুমরাহকে ঘিরে গোটা পরিকল্পনা। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই নেটে চোট পান অর্শদীপ। বাঁ-হাতের তালু কেটে যায়। সেলাই পড়ে। অন্তত দশ দিনের জন্য মাঠের বাইরে। সোজা কথায়, জুলাই ২৩ থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট ও ৩১-এ ওভালের ম্যাচ-দু'টিতেই খেলতে পারবেন না। বিসিসিআই সূত্রে বলা হয়েছে, ''হাতে গভীর ক্ষত, সেলাই রয়েছে। পুরোপুরি সেরে উঠতে দশ দিন লাগবেই। তাই ওকে নিয়ে ভাবা যাচ্ছে না। পরিবর্ত হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে অনশুল কাম্বোজকে।'' এর আগে লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে চোট পান আকাশদীপ। ধীরে পায়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। পরে ফিরে এলেও আর বল করেননি। বোর্ড সূত্রে খবর, আকাশের পুরনো পিঠের চোট আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরেও পিঠে যন্ত্রণার জন্য তিন মাস মাঠের বাইরে চলে যান টিম ইন্ডিয়ার তরুণ পেসার। এই পরিস্থিতিতে বড় প্রশ্ন, একটাইঃ জসপ্রীত বুমরার কী হবে? কারণ, চলতি সফরে তিনটি টেস্ট খেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাঁর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট মাথায় রেখে। টিম ইন্ডিয়ার ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, ''বুমরাহ ও আকাশদীপ, বাকি দুই টেস্টে দু'জনকে আর একসঙ্গে খেলতে দেখা যাবে না। এটা সফরের শুরুতেই ঠিক ছিল, বুমরাহ তিনটি টেস্ট খেলবেন। এখন আকাশের পিঠের চোট চিন্তা বাড়িয়েছে। ফলে যদি বুমরাহ ম্যাঞ্চেস্টারে খেলেন, তবে আকাশ ওভালে নামবেন। অর্থাৎ, চলতি সিরিজে একই একাদশে দু'জনকে দেখা যাবে না!'' চোট সমস্যা সামাল দিতেই অর্শদীপের পরিবর্তে তরুণ বাঁ-হাতি পেসার অনশুল কাম্বোজকে দলে নিয়েছে ভারত। যদিও অভিষেক হয়নি, তবু নেট বোলার হিসেবে যতটুকু বল করেছেন, নজর কেড়েছেন। পরিস্থিতি যা, তাতে ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁকে খেলানোর কথাও ভাবতে হতে পারে গৌতম গম্ভীরকে। চতুর্থ টেস্ট শুরু ২৩ জুলাই। তারপর ৩১ জুলাই থেকে ওভালে চূড়ান্ত লড়াই। কিন্তু ভারতের পেস আক্রমণ সেই টেস্টের আগেই কেমন দাঁড়াবে, তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। একের পর এক চোট। ভারতীয় শিবিরের চিন্তার ভাঁজ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

রোহিত শর্মার রেকর্ড ভাঙার মুখে! খুব কাছেই ঋষভ পন্থ

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ জুলাইঃ ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ঋষভ পন্থ খেলবেন, এটুকু বলাই যায়। তবে কিপিং করবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। লর্ডস টেস্টে প্রথম ইনিংসে কিপিংয়ের সময় হাতে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন পন্থ। দ্রুতই মাঠ ছাড়েন। কিপিংয়ে না এলেও ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও কিপিংয়ে নামেননি। ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই কিপিং করেছেন ধ্রুব জুরেল। ভাবনা চলছে, ধ্রুব জুরেলকে একাদশে এনে পন্থকে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলানোর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বড় রেকর্ডের সামনে ঋষভ পন্থ। ম্যাঞ্চেস্টারেই হয়তো ছাপিয়ে যেতে পারেন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাকে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান রোহিত শর্মার। ২৭১৬ রান করেছেন তিনি। ইংল্যান্ড সফরের আগে, আইপিএলের মাঝ পথেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ব্যাট হাতে টেস্টে দু-জনেরই খারাপ সময় চলছিল। ইংল্যান্ড সফরের আগে নতুন ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়া হয় শুভমন গিলকে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে রানের নিরিখে ভারতীয়দের মধ্যে এখনও অবধি অবশ্য শীর্ষেই রয়েছেন রোহিত। ইংল্যান্ড সফরে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন ঋষভ পন্থ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ২৬৭৭ রান। অর্থাৎ রোহিত শর্মাকে ছাপিয়ে যেতে প্রয়োজন ৪০ রান। যা ম্যাঞ্চেস্টারেই হয়ে যেতে পারে। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তাঁর রয়েছে ২৬১৭ রান। বর্তমান অধিনায়ক শুভমন গিলও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ৬৫ ইনিংসে করেছেন ২৫০০ রান। টপ ফাইভে রয়েছেন লর্ডসের ট্র্যাজিক নায়ক রবীন্দ্র জাডেজা। তাঁর নামের পাশে ২২১২ রান।

মন্ত্রীর শট আটকালেন পৌরপিতা আনন্দ দত্ত, এমনই দৃশ্য দেখা গেল কালনার আঘোরনাথ পার্কে

রাজ কুমার ঘোষ, কালনাঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ মৈত্রী ফুটবল কাপের রবিবার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো কালনার অঘোরনাথ পার্ক স্টেডিয়ামে। রবিবার বিকেলে কালনা মহকুমার চারটি থানা পুলিশদের খেলায়, ফাইনাল মন্তেশ্বর থানা পুলিশ ও কালনা থানার পুলিশ মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ে ১-০ গোলে কালনা থানা পুলিশ জয়লাভ করে। একই সাথে পরবর্তী সময় নাদন ঘাট থানা পাবলিক ও কালনা থানা পাবলিক এর মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ১-০ গোলে নাদনঘাট থানা পাবলিককে পরাজিত করে কালনা থানা পাবলিক জয়লাভ করে। এদিনের এই খেলায় হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালনা থানার আইসি সুজিত ভট্টাচার্য, এসডিপি ও রাখেশ চৌধুরী, ভারতের প্রাক্তন জাতীয় দলের খেলোয়াড় তরুণ দে, য়্যানার্জি সহ কালনা, মন্তেশ্বর, নাদনঘাট পূর্বস্থলী থানার থানার বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিকরা।

অনলাইনে মিলছে সিএফএল ডার্বির টিকিট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ আগামী ২৩শে জুলাই কল্যাণীতে মুখোমুখি হবে দুই প্রধান। তবে গত কয়েক দিন ধরেই এই ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করা নিয়ে ব্যাপক ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। তবে শনিবার রাত থেকে অনলাইনে শুরু হল টিকিট বিক্রি। এক্ষেত্রে অনলাইন ওয়েব সাইট ডিস্ট্রিক্ট ডট ইনে মিলবে উভয় দলের টিকিট। এক্ষেত্রে ধার্য করা হয়েছে নূন্যতম ১৫০ টাকা।

কেরালার ডিফেন্ডার জেস্টিন জর্জকে দলে টানল জামশেদপুর

জামশেদপুর, ২০ জুলাইঃ গত মরসুমে কলিঙ্গ সুপার কাপের ফাইনালে পৌঁছেও ট্রফি জয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি জামশেদপুর এফসি। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে হারানোর পর ফাইনালে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল খালিদ জামিলের দল। সেই হতাশা কাটিয়ে নতুন মরসুমে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বদ্ধপরিকর জামশেদপুর এফসি। এই লক্ষ্যে দলের ম্যানেজমেন্ট অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলার নির্বাচনেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সম্প্রতি কেরালার তরুণ ডিফেন্ডার জেস্টিন জর্জকে দলে ভেড়ানো হয়েছে, যিনি আসন্ন ডুরান্ড কাপে জামশেদপুরের রক্ষণভাগে নতুন শক্তি যোগ করবেন। জামশেদপুর এফসি তাদের ২০২৫-২৬ মরসুমের প্রস্তুতি শুরু করেছে জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। আসন্ন ডুরান্ড কাপে দলটি তাদের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলবে, যার প্রথম ম্যাচটি ২৪ জুলাই ত্রিভুবন আর্মি এফটি-র বিপক্ষে। এরপর ২৯ জুলাই ভারতীয় সেনা এফটি এবং ৮ আগস্ট ১লাদাখ এফসি-র বিপক্ষে খেলবে। এই টুর্নামেন্টে দলের শক্তি বাড়াতে ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে দলে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছেন সার্থক গোলুই, ভিঙ্গি ব্যারেটো, ক্যালভিন রোসারিও ব্যারেটো, নিশু কুমার, জয়েশ রানে, এবং ড্যানিয়েল লালহ্লিমপুইয়া। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন কেরালার ২৭ বছর বয়সী সেন্টার ব্যাক জেস্টিন জর্জ। জেস্টিন জর্জ কেরালার একজন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার, যিনি বেঙ্গালুরু এফসি-র রিজার্ভ দল থেকে উঠে এসে গোকুলাম কেরালা এফসি-তে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। ২০১৯ সালে গোকুলাম কেরালার হয়ে ডুরান্ড কাপ জয় এবং ২০২০-২১ মরসুমে আই-লিগ শিরোপা জয়ে তার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, রিয়েল কাশ্মীর এফসি এবং বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড এফসি-র হয়ে খেলেছেন। তার দৃঢ় ডিফেন্সিভ উপস্থিতি এবং খেলার মাঠে নেতৃত্বের গুণ তাকে জামশেদপুর এফসি-র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করে তুলেছে। জেস্টিন নিজেই বলেছেন, ''জামশেদপুর এফসি-র মতো ক্লাবের হয়ে ডুরান্ড কাপে ফিরতে পেরে আমি খুবই উত্তেজিত। এই টুর্নামেন্ট আমার কাছে বিশেষ, কারণ আমি গোকুলামের সঙ্গে এটি জিতেছি। আমি জানি এটি জিততে কতটা পরিশ্রম লাগে।'' জামশেদপুর এফসি-র প্রধান কোচ খালিদ জামিল দলের এই নতুন সংযোজন নিয়ে

আশাবাদী। তিনি বলেছেন, ''জেস্টিনের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আমাদের রক্ষণভাগে আরও গভীরতা এবং নমনীয়তা যোগ করবে। ডুরান্ড কাপে আমরা তার পারফরম্যান্সের দিকে নজর রাখব, কারণ এটি তার দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি দুর্দান্ত সুযোগ।'' জামশেদপুর এফসি গত মরসুমে আইএসএল-এ পঞ্চম স্থান অর্জন করেছিল এবং সুপার কাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল। এই মরসুমে তারা ডুরান্ড কাপে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখাতে চায়, এবং জেস্টিনের মতো খেলোয়াড় তাদের এই লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জেস্টিন জর্জের আগমন জামশেদপুরের রক্ষণভাগে নতুন শক্তি যোগ করবে। তিনি পূর্বে দিল্লি এফসি-র হয়ে খেলেছেন এবং বিভিন্ন ম্যাচে তার ডিফেন্সিভ দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। তার শারীরিক শক্তি, বল নিয়ন্ত্রণ এবং খেলার মাঠে কৌশলগত সচেতনতা তাকে একজন নির্ভরযোগ্য সেন্টার ব্যাক করে তুলেছে। জামশেদপুর এফসি-র ঘরের মাঠ জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, যা 'ফার্নেস' নামে পরিচিত, সেখানে সমর্থকদের সমর্থন নিয়ে জেস্টিন নিজেকে প্রমাণ করার জন্য মুখিয়ে আছেন। তিনি বলেছেন, ''জামশেদপুরের সমর্থকদের উৎসাহ আমি পূর্বে প্রতিপক্ষ হিসেবে অনুভব করেছি। এখন তাদের সামনে আমাদের জার্সিতে খেলতে পেরে আমি গর্বিত।'' ডুরান্ড কাপ, যা এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট, জামশেদপুর এফসি-র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। গত মরসুমে তারা চেন্নাইয়িন এফসি-র বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় পেয়েছিল, যেখানে ভিঙ্গি ব্যারেটোর গোল তাদের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই মরসুমে জেস্টিন জর্জের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারের সংযোজন দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে। তবে, ত্রিভুবন আর্মি এফটি, ভারতীয় সেনা এফটি এবং ১লাদাখ এফসি-র বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলিতে তাদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখাতে হবে। জামশেদপুর এফসি-র ম্যানেজমেন্ট তাদের দল গঠনে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়েছে। জেস্টিন জর্জের পাশাপাশি সার্থক গোলুই এবং নিশু কুমারের মতো ডিফেন্ডারদের সংযোজন দলের রক্ষণভাগকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, ভিঙ্গি ব্যারেটোর মতো দ্রুতগতির উইঙ্গার এবং জয়েশ রানের মতো অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার দলের আক্রমণাত্মক এবং মধ্যমাঠের শক্তি বাড়িয়েছে। এই মিশ্রণে অভিজ্ঞ এবং তরুণ খেলোয়াড়দের সমন্বয় জামশেদপুরকে ডুরান্ড কাপে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে তুলেছে। আসন্ন ডুরান্ড কাপে জেস্টিন জর্জ কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন, তা দেখার জন্য সমর্থকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দলের জন্য মূল্যবান সম্পদ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জামশেদপুর এফসি-র সমর্থকরা, যারা 'মেন অফ স্টিল' নামে পরিচিত, তাদের দলের এই নতুন মরসুমে বড় কিছু অর্জনের প্রত্যাশা করছেন। ডুরান্ড কাপে জামশেদপুরের যাত্রা কেমন হবে, তা এখন সময়ই বলবে।

অস্কারের সহকারী হিসেবে এবার আদ্রিয়ান, সঙ্গে কারা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ নতুন মরসুমের জন্য বহু আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছিল প্রত্যেকটি ফুটবল ক্লাব। যার মধ্যে বারংবার দল বদলের বাজারে উঠে আসতে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের নাম। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলারদের চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে ও অগ্রণী ভূমিকা ছিল ময়দানের এই প্রধানের। সেক্ষেত্রে বিগত কয়েক মাস ধরেই দলে টানার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসছে শুরু করেছিল একাধিক হাইপ্রোফাইল তারকার নাম। যাদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ রশিদ থেকে শুরু করে মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং কেভিন সিবিলের মতো ফুটবলাররা। বিগত মরসুমে তাঁদের পারফরম্যান্সের দিকে নজর রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ম্যানেজমেন্ট। যারফলে গত কয়েকদিন আগেই সরকারিভাবে তাঁদের যোগদানের কথা ঘোষণা করে দেয় ময়দানের এই প্রধান। সেই অনুসারে এই নয়া মরসুমে ৭৪ নম্বর জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে মহম্মদ রাশিদকে। একইভাবে ৮ এবং ৬ নম্বর জার্সি পড়তে দেখা যাবে বাকি দুই ফুটবলারকে। যা নিঃসন্দেহে খুশি করবে সকল লাল-হলুদ জনতাকে। এবার নতুন ফুটবলারদের দলের

জার্সিতে খেলতে দেখার অপেক্ষায় সকলে। তবে শুধুমাত্র ফুটবলার নয়। অস্কার ব্রুজনের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার এক বিদেশি সহকারীকে আনা হয়েছে দলের জন্য। তিনি আদ্রিয়ান রুবিও মার্টিনেজ। দিনকয়েক আগেই প্যালেস্টাইনের তারকা ফুটবলার মহম্মদ রশিদের সঙ্গে শহরে পা রেখেছিলেন তিনি। নতুন সিজনে দলের সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন স্পেনের এই কোচ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এবার ঢেলে সাজানো হয়েছে গোটা সাপোর্টিং টিমকে। কিছু ঘণ্টা আগেই ক্লাবের তরফ থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় সেই সমস্ত সদস্যদের নাম। সেই অনুযায়ী দলের ফিজিও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ফিরোজ শেখ এবং অর্ঘ্য বসুকে যুক্ত করা হয়েছে দলের সঙ্গে। এছাড়াও ম্যাসসিওর হিসেবে থাকছেন রাজু বোসু। আসন্ন ডুরান্ড কাপে নিজেদের আদৌ কতটা মিলে ধরতে পারে ময়দানের এই প্রধান এখন সেটাই দেখার।

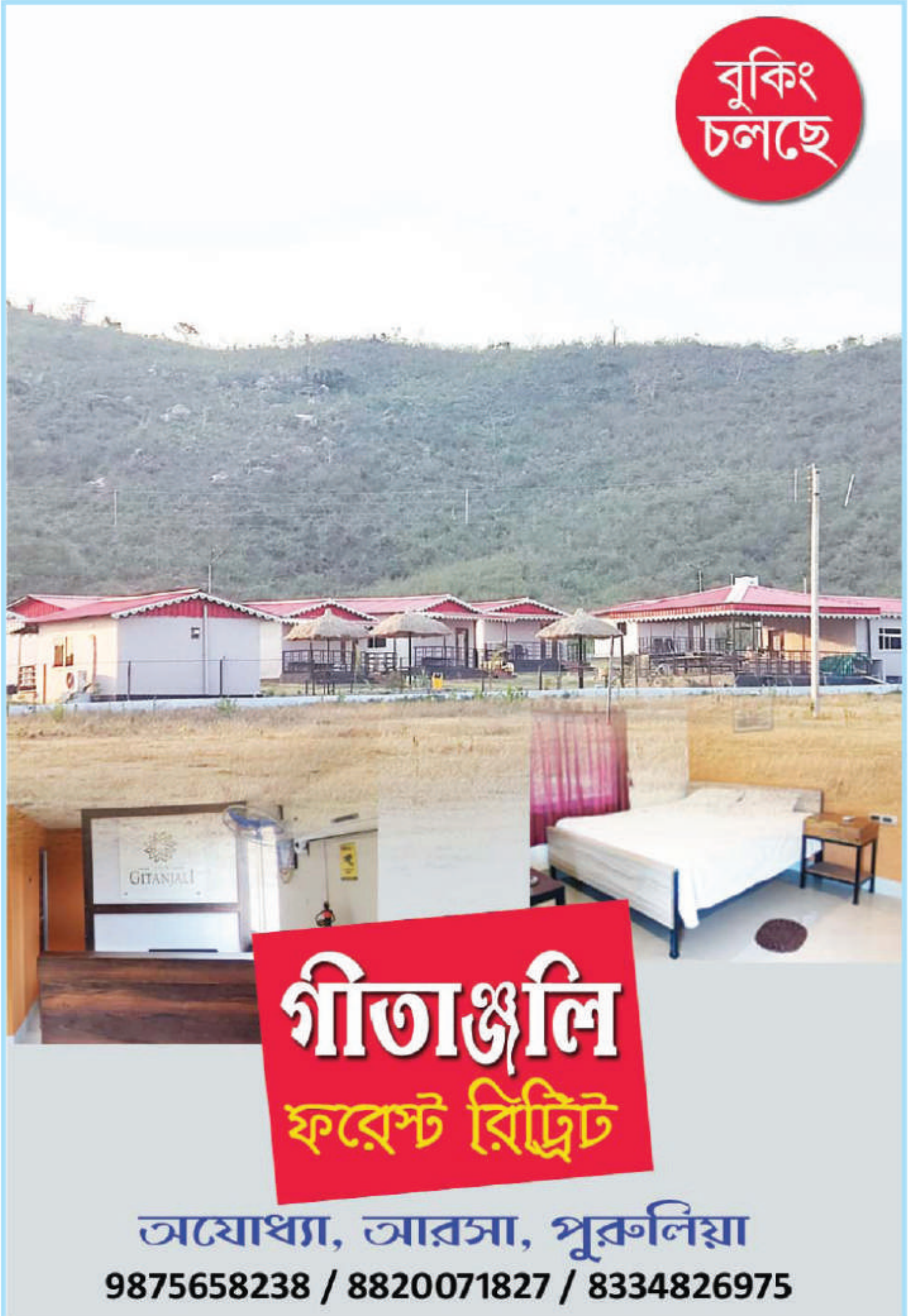

আবারও মেসির জোড়া গোল, ভাঙলেন রোনাল্ডোর রেকর্ড, বড় জয় মায়ামির

এক ম্যাচ বিরতি দিয়ে আবারও গোলের আনন্দে ভাসলেন লিওনেল মেসি। রেকর্ড পথচলা থামার পরের ম্যাচে আবারও জোড়া গোলের দেখা পেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সঙ্গে আরেক গোলে অ্যাসিস্ট করে অবদান রাখলেন দলের বড় জয়ে।

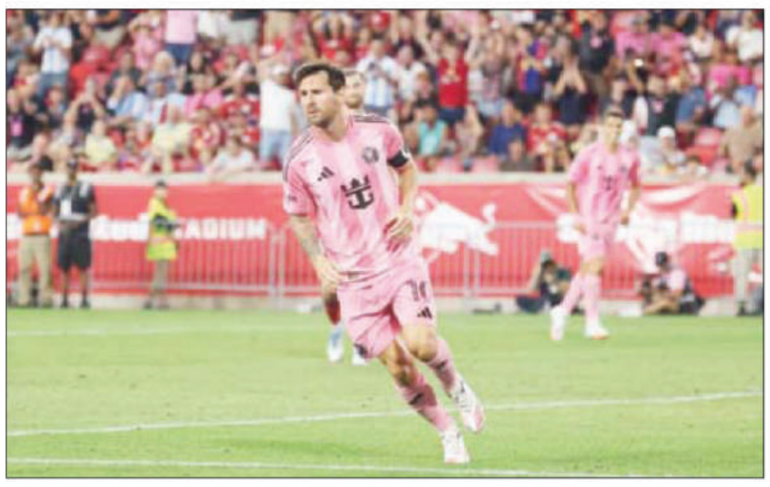

নিউ জার্সি, ২০ জুলাইঃ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) টানা ৫ ম্যাচে জোড়া গোলের পর ৬ নম্বর ম্যাচে গোলহীন ছিলেন লিওনেল মেসি। সিনসিনাটির বিপক্ষে আর্জেন্টাইন মহাতারকার গোল না করার ম্যাচে হেরেছিল ইন্টার মায়ামিও। এক ম্যাচ বিরতি দিয়ে আজ রবিবার আবারও জোড়া গোলে করেছেন মেসি। জয়ে ফিরেছে ইন্টার মায়ামিও। এমএলএসের ম্যাচে নিউইয়র্ক রেড বুলসকে ইন্টার মায়ামি উড়িয়ে দিয়েছে ৫-১ গোলে। জোড়া গোলের পাশাপাশি সতীর্থের একটি গোলে অ্যাসিস্টও করেছেন মেসি। আর এই ম্যাচেই তিনি পেনাল্টিবিহীন গোলে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়িয়ে গেছেন। রেড বুল অ্যারেনার ম্যাচটিতে অবশ্য শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ১৪ মিনিটে আলেক্সান্ডার হেকের গোলে পিছিয়ে পড়ে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। তবে ব্যবধানটা ১০ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে পারেনি রেড বুলস। মেসির বক্সের বাইরে থেকে করা দুর্দান্ত এক অ্যাসিস্টে মায়ামিকে সমতায় ফেরান জর্দি আলবা। মেসির সামনে এ সময় রেড বুলসের তিন খেলোয়াড় থাকলেও মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটেছে, তাঁরা যেন বুঝতেই পারেননি। এই গোলের মধ্যে দারুণ এক মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন মেসি। এই নিয়ে ২০০৭ থেকে টানা ১৯ পঞ্জিকাবর্ষে ৩০ বা তার বেশি গোলে সরাসরি অবদান রাখলেন মেসি। বার্সেলোনার হয়ে শুরু করা এই ধারা মেসি ধরে রেখেছেন পিএসজি ও ইন্টার মায়ামিতেও। মেসির মাইলফলক স্পর্শ করা অ্যাসিস্টের পর প্রথমার্ধে আরও দুই গোল আদায় করে নেয় মায়ামি। ২৭ ও যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোল দুটি করেন তেলাসকো সেগোভিয়া। বিরতির পর দেখা মেলে মেসির একক প্রদর্শনীর। ৬০ মিনিটে সের্হিও বুসকেতসের অসাধারণ এক পাস ধরে গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করেন মেসি। এরপর ম্যাচের ৭৫ মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে মেসি করেন নিজের দ্বিতীয় ও দলের ৫ম গোলটি। আর এই গোলেই নিশ্চিত হয় ইন্টার মায়ামির ৫-১ গোলের জয়। এ ম্যাচে জোড়া গোল করে মেসি পেনাল্টিবিহীন গোলের রেকর্ডে রোনাল্ডোকে ছাড়িয়েছেন। পর্তুগিজ তারকার ৯৩৮ গোলের ৭৬৩টি ছিল নন-পেনাল্টি, যা ছিল রেকর্ড। আজকের জোড়া গোলে রোনাল্ডোকে ছাপিয়ে মেসির নন-পেনাল্টি গোল ৭৬৪টি। আর ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা ৮৭৪। রোনালদোর চেয়ে ১৬৭ ম্যাচ কম খেলেছেন মেসি। এই জয়ের পর এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার ৫ নম্বরে অবস্থান করেছে ইন্টার মায়ামি। ২১ ম্যাচে মেসিদের পয়েন্ট ১২ জয়, ৫ ড্র ও ৪ হারে ৪১। তবে পয়েন্ট তালিকার ওপরে থাকা চার দলই মায়ামির চেয়ে ৩টি করে ম্যাচ বেশি খেলেছে। ২৪ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ন্যাশভিল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com